উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৪,০৫৮.৯০ (+৩০৩.০৩)

নিফটি : ২৫,৬৩৭.৮০ (+৮৮.৮০)

ভারতের সঙ্গেও বড় চুক্তি

চিনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সেরে ফেলেছে আমেরিকা। এবার ভারতের সঙ্গে খুব বড় ধরনের বাণিজ্য চুক্তি করতে চলেছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। » ৭

বানভাসি হিমাচলে

হিমাচলপ্রদেশের কুলু ও কাংড়া, ধর্মশালা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় টানা বৃষ্টি, মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হঠাৎ বন্যায় ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চলতি দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২৫°	৩৪°	২৬°	৩৪°	২৬°	৩৩°	২৬°

কালীগঞ্জে এনআইএ চান সুকান্ত

কালীগঞ্জে নাবালিকা খুনের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। » ৫

১৩ আষাঢ় ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 28 June 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 41

উপেক্ষিত দুয়ারবক্সী

প্রথা ভেঙে রথযাত্রা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৭ জুন : রাজ আমলের প্রথা ভেঙে এবার মদনমোহনের রথযাত্রা হল। রাজ আমলের নিয়ম অনুযায়ী রাজপরিবারের ধর্মীয় প্রতিনিধি দুয়ারবক্সীই প্রথম দড়ি টেনে মদনমোহনের রথযাত্রা শুরু করেন। সেই নিয়ম মানতে শুক্রবার বিকেলে অসুস্থ শরীরেও মদনমোহনবাড়িতে হাজির হয়েছিলেন অজয় দেববক্সী। তিনি বর্তমানে রাজপরিবারের ধর্মীয় প্রতিনিধি। কিন্তু রীতি ভেঙে তাঁকে উপেক্ষা করেই রথের চাকা গড়াল। তিনি যখন মদনমোহনবাড়িতে বসে রয়েছেন তখন তাঁর অজান্তেই কর্তৃপক্ষ অন্যদের নিয়ে রথযাত্রা শুরু করেছে বলে অভিযোগ। ইতিহাসে এই প্রথমবার মদনমোহনের রথযাত্রার নিয়মভঙ্গ হল বলে আক্ষেপ করছেন অজয়। তাঁর বদলে নেতা-আধিকারিকদের দিয়ে রথের দড়ি টানানোয় অপমানিত বোধ করেছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।

শুরু বিতর্ক

- রাজ আমলের নিয়ম অনুযায়ী রাজপরিবারের ধর্মীয় প্রতিনিধিই প্রথম দড়ি টেনে মদনমোহনের রথযাত্রা শুরু করেন
- বর্তমানে অজয় দেববক্সী রাজপরিবারের ধর্মীয় প্রতিনিধি
- অসুস্থ শরীরেও মদনমোহনবাড়িতে হাজির হয়েছিলেন অজয় দেববক্সী
- তিনি মদনমোহনবাড়িতে থাকলেও তাঁর অজান্তেই কর্তৃপক্ষ অন্যদের নিয়ে রথযাত্রা শুরু করেছে বলে অভিযোগ

অজয় বলেছেন, 'নিয়ম অনুযায়ী আমি দড়ি না টানলে রথ যাবে না। আমি তখন মদনমোহনবাড়িতে বসে রয়েছি। একজন এসে বললেন আপনাকে দড়ি টানতে হবে, চলুন। আমি যেতে যেতেই দেখলাম রথ চলা শুরু করে দিয়েছে। তারপর আমি বাড়ি চলে এলাম। আয়োজকরা জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, নেতাদের নিয়েই ব্যস্ত। আমাকে কেউ পাত্তাই দিল না। চূড়ান্ত অপমান করা হল আমাকে।'

এদিন বিকেলে মদনমোহনবাড়িতে থাকা কাঠামিয়া মন্দিরে মদনমোহনের পুজো ও অঞ্জলি হয়। এরপর মদনমোহনকে রথে তোলা হয়। মন্দিরে বৈরাতি নৃত্য সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আগে থেকেই হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন রথের দড়ি টানার জন্য। পুজো শেষে রথের দড়ি টেনে রথযাত্রা শুরুর সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা শাসক তথা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি অরবিন্দকুমার মিনা, এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আবদুল জলিল আহমেদ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা কাউন্সিলার অভিজিৎ দে ভৌমিক সহ অন্যরা। কিন্তু যাঁর হাত দিয়ে রথের প্রথম দড়ি টানার কথা, সেই অজয় দেববক্সীই সেখানে ছিলেন না। তাঁকে ছাড়াই কীভাবে রথযাত্রা শুরু করা হল? এই প্রশ্নের জবাবে সদর মহকুমা শাসক তথা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'আমি ওখানে ছিলাম। তবে এরকম কোনও ঘটনা ঘটেছে বলে জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।' এই ঘটনায় বিভিন্ন সংগঠনের তরফে নিন্দার ঝড় উঠেছে। কুমার মৃদুলনারায়ণ বলেছেন, 'ঐতিহ্যবাহী নিয়মকে এভাবে অমান্য করা একটি বড় আঘাত ও লজ্জার। যাঁরা দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা যদি সঠিকভাবে কাজ করতেন তাহলে এরকম ঘটনা হত না। এরপর বারোর পাতায়

রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধুমধাম...

জগন্নাথকে দোল খাইয়ে রথযাত্রার সূচনা দিঘায় (উপরে)। কোচবিহারে মদনমোহনের রথযাত্রা ঘিরে ভক্তদের উল্লাস। শুক্রবার। ছবি : পিটিআই ও জয়দেব দাস

কলেজেই গণধর্ষণ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ জুন : শিক্ষাঙ্গনে গণধর্ষণ। তাও খাস কলকাতা শহরে। শিউরে ওঠার মতো ঘটনার বিবরণ। শহরের ব্যস্ত এলাকা কসবায় সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে গণধর্ষণের শিকার এক ছাত্রী। কলেজের ইউনিয়ন রুমে আটকে তাঁর ওপর অত্যাচার চলে। অসুস্থ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রেহাই দেওয়া হয়নি তাঁকে। কলেজের নিরাপত্তারক্ষীর কাছেও সাহায্য চেয়ে পাননি ওই নিগৃহীতা।

আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের পুনরাবৃত্তি যেন। ল' কলেজের ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনই আবার তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত। মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ওই কলেজের ইউনিট সভাপতি। নিযাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অবশ্য দ্রুত তিনজনকেই গ্রেপ্তার করেছে। আদালত তাঁদের চারদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছে।

মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ আবার ওই কলেজের শিক্ষাকর্মী হিসেবে এখন কর্মরত। কলেজ পরিচালন কমিটির সুপারিশে তিনি ওই চাকরি পেয়েছিলেন। বাকি দুই অভিযুক্ত প্রমিত মুখোপাধ্যায় ও জইব আহমেদ ওই কলেজের পড়ুয়া ও সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। খাস কলকাতায় আবার এরকম ঘটনায় উত্তেজনার পারদ চড়েছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তৎপরতাও। বিজেপি, বাম, কংগ্রেস, ডিএসও আলাদা আলাদাভাবে কলেজ ও কসবার থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইতিমধ্যে জাতীয় মহিলা কমিশন এব্যাপারে তিনদিনের মধ্যে পুলিশ কমিশনারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। এই ঘটনা ফের বিড়ম্বনা বাড়িয়েছে তৃণমূলের। ঘটনার পরই তড়িঘড়ি দিঘা থেকে কলকাতায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর বারোর পাতায়

গ্রেপ্তার ৩

- কসবায় সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণ
- অসুস্থ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়নি
- অভিযুক্ত ৩ জনই তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত
- মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র টিএমসিপি'র ইউনিট সভাপতি

সাদা চোখে সাদা কথায়

প্রসাদ প্রকল্প বনাম খুঁত খোঁজার প্যাঁচপয়জার

গৌতম সরকার

প-এ প্রশাসন। প-এ প্রসাদ। বাংলায় রাজনীতির বর্ণমালায় প-এর দুই প্রকারভেদ। যদিও ভেদ ভেঙে শব্দ দুটি এখন মিলেমিশে একাকার। আপাতত প্রসাদ তৈরি আর প্রসাদ বিলিতে যুক্ত প্রশাসন। দুয়ারে র‍্যাশনে চাল-গমের সঙ্গে প্রসাদ। চাল-গমে দাম দিতে হয়। প্রসাদ একেবারে ফ্রি। ভরতুকি দেওয়া সরকারি প্রকল্প যে। দলদাস প্রশাসন, দলদাস পুলিশ ইত্যাদি শব্দবন্ধ বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে গিয়েছে। অভিধানে নতুন শব্দ যোগ করা যায়- ধর্মসেবক প্রশাসন, ধর্মসেবী সরকার।

বিডিও, পুরসভার চেয়ারম্যান না হয় প্রশাসনের অংশ। শুধু তৃণমূল নেতার পরিচয়ে যাঁরা বাড়ি বাড়ি প্রসাদ বিলোচ্ছেন, তাঁরা কোন প্রশাসন? এক অদ্ভুত মিলিজুলি বকচ্ছপ অবতার যেন। কোনটা প্রশাসন আর কোনটা শাসকদল-ফারাকটা গুলিয়ে গিয়েছে। থুড়ি, গুলিয়ে গিয়েছে নয়, গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাসকদলের সকলে শুধু সংগঠনের নেতা হয়ে থাকলে খুশি হন না। প্রশাসনে ছড়ি ঘোরাতে না পারলে যে মান-ইজ্জত থাকে না। এরপর বারোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

স্মৃতি উসকাচ্ছে আরজি করের » পাঁচের পাতায়

নতুন চুক্তি রোনাল্ডোর » তেরোর পাতায়

অস্ত্র সহ ধৃত, মুক্তির দাবিতে তুলকালাম

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৭ জুন : আগ্নেয়াস্ত্র সমেত এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আবু বক্কর সিদ্দিক নামের সেই ব্যবসায়ীকে মুক্তি দেওয়ার দাবিতে শুক্রবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল বক্সিরহাট থানার অন্তর্গত মানসাই বাজার এলাকা। পরিবারের অভিযোগ, চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে তাকে। ধৃতের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে শুক্রবার লালগ্রাম-আমবাড়ি রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভ চলাকালীন মানসাই পুলিশ ক্যাম্পের সাইনবোর্ড ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে উত্তেজিত জনতার বিরুদ্ধে। এদিকে, পথ অবরোধের জেরে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয় রাজ্য সড়কে। এরপর পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। তখন পুলিশকে ঘিরেও আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ দেখান বলে অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার অভিযান চালিয়ে মানসাই বাজারের সার বিক্রেতা সিদ্দিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের দোকানে তল্লাশি চালিয়ে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, তিন রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্তও করেছে পুলিশ। তবে ধৃতের পরিবারের সদস্য ও গ্রামবাসীদের দাবি, সিদ্দিক নিরপরাধ। তাঁদের আরও দাবি, মানসাই বাজারে প্রতিদিনের মতো সারের দোকানে বিকিকিনিতে ব্যস্ত ছিল সিদ্দিক। তখন এক অপরিচিত তরুণ সার কিনবে বলে দোকানে আসে। আর হলুদ রঙের একটা বস্তা ফেলে রেখে ছুটে পালায়। তারপরেই বক্সিরহাট থানার পুলিশ এই দোকানে হানা দিয়ে সিদ্দিককে গ্রেপ্তার করেছে।

ধৃত ব্যবসায়ীর বোন নার্গিস পারভিন বলেন, 'আমার দাদা নির্দোষ। তা সত্ত্বেও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকার প্রশ্নই আসে না। আমরা তার নিঃশর্ত মুক্তি চাই।'

মানসাই বাজারের ব্যবসায়ী জিহারুল আলি বলেন, 'অনেকদিন ধরেই আমরা আবু বক্করকে চিনি। সে এধরনের কাজের সঙ্গে কখনোই যুক্ত থাকতে পারে না। পুলিশ নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করেছে। তাই ধৃতের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এলাকাবাসীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।'

ধৃত ওই ব্যবসায়ীর পরিবার ও গ্রামবাসীরা বৃহস্পতিবার রাতেই এরপর বারোর পাতায়

প্রতিবাদে নবান্ন অভিযানের ডাক

ডিএ মেটাতে আরও ৬ মাস চায় রাজ্য

নবনীতা মণ্ডল ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৭ জুন : প্রত্যাশায় জল। আপাতত মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) বকেয়া মিলবে না বাংলার সরকারি কর্মচারীদের। কোষাগারে অর্থের অভাবের যুক্তি দেখিয়ে ডিএ দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে আরও ৬ মাস সময় চেয়ে শুক্রবার আবেদন করেছিল রাজ্য সরকার। শীর্ষ আদালত অবশ্য তাৎক্ষণিক আবেদনটি গ্রহণ করেনি। তবে জানিয়ে দিয়েছে, অবকাশকালীন বেঞ্চ সোমবার এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্ট ৬ সপ্তাহের মধ্যে ডিএ'র ২৫ শতাংশ বকেয়া মিটিয়ে দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেই সময়কাল শেষ হওয়ার পরেও রাজ্য সরকার ওই বকেয়া দেওয়ার ঘোষণা করেনি। উলটে শুক্রবার আরও সময় চেয়ে আবেদন করেছে সর্বোচ্চ আদালতে। রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অবশ্য এ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

তাঁর বক্তব্য, 'এ নিয়ে যা বলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন। বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে আমি কোনও উত্তর দেব না।' রাজ্য সরকারের এই মনোভাবে ফের হতাশা নেমেছে রাজ্যের প্রায় ১০ লক্ষ ডিএ প্রাপকদের মনে। এঁদের মধ্যে যেমন সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকরা আছেন, তেমনই আছেন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, পুরসভা, পঞ্চায়েত, বিভিন্ন নিগমের কর্মী ও পেনশন প্রাপকরা। তাঁদের আশা আপাতত অপূর্ণই থাকল সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও।

সুপ্রিম দুয়ারে

- ডিএ'র ২৫ শতাংশ বকেয়া মিটিয়ে দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট
- ২৭ জুন সেই সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে
- শুক্রবার আরও ৬ মাস সময় চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে রাজ্য সরকার
- ক্ষুব্ধ ডিএ আদায়ে আন্দোলনরত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সোমবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে

ক্ষুব্ধ ডিএ আদায়ে আন্দোলনরত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সোমবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে। সরকারের অর্থাভাবের যুক্তি প্রসঙ্গে মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। তবে আমরাও তৈরি আছি। কর্মচারীদের অধিকার হরণ করে সরকারকে কাটমানি শিল্প চালিয়ে যেতে দেব না।' মঞ্চের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠানোর পরিকল্পনাও করা হচ্ছে।

ডিএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে রায় পুনর্বিবেচনার আর্জিও জানিয়েছে নবান্ন। ওই প্রসঙ্গে মামলাকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের বক্তব্য, 'রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানালেই গৃহীত হবে, এমন কথা নেই। সময় পেরিয়ে যাওয়ায় আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠিয়েছি অর্থসচিব ও মুখ্যসচিবকে। ডিএ দিতেই হবে।' এরপর বারোর পাতায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে **অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)**-এর চুক্তি সম্পাদনের জন্য **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ এটিএম-২০২৫-০৭। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১০.০৭.২০২৫ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। মালদা ডিভিসনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)-এর জন্য ই-অকশন। **ক্র.নং.; এসইকিউনং.; লটনং/ক্যাটিগরি ও স্টেশন** নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; **এটিএম-এমএলডিটি-বিইউপি-জিইএন-৩৫-২৫-২** ও বরিয়ারপুর। ২; এএ/২; **এটিএম-এমএলডিটি-এসবিও-জিইএন-৪০-২৫-২** ও সবোর। ৩; এএ/৩; **এটিএম-এমএলডিটি-আরজেএল-জিইএন-৩১-২৫-২** ও রাজমহল। ৪; এএ/৪; **এটিএম-এমএলডিটি-এমজেডসি-জিইএন-৩৯-২৫-২** ও মির্জাচৌকি। ৫; এএ/৫; **এটিএম-এমএলডিটি-জিজিএ-জিইএন-২৮-২৫-২** ও ঘোঘা। ৬; এএ/৬; **এটিএম-এমএলডিটি-এসবিজি-জিইএন-৪৪-২৫-৪** ও সাহিবগঞ্জ। ৭; এএ/৭; **এটিএম-এমএলডিটি-এসডিআরপি-জিইএন-৪১-২৪-১** ও শিবনারায়ণপুর। ৮; এএ/৮; **এটিএম-এমএলডিটি-এএইচএ-জিইএন-৩৩-২৫-২** ও অভয়পুর। ৯; এএ/৯; **এটিএম-এমএলডিটি-টিপিএইচ-জিইএন-৪২-২৫-২** ও তিনপাহাড়। ১০; এএ/১০; **এটিএম-এমএলডিটি-জেআরএলই-জিইএন-৩৮-২৫-২** ও জঙ্গিপুর রোড। ১১; এএ/১১; **এটিএম-এমএলডিটি-পিপিটি-জিইএন-৪৩-২৫-২** ও পীরপৈতি। ১২; এএ/১২; **এটিএম-এমএলডিটি-বিএকেএ-জিইএন-২৫-২৫-২** ও বাঁকা। ১৩; এএ/১৩; **এটিএম-এমএলডিটি-এমজিআর-জিইএন-২৯-২৫-২** ও মুঙ্গের। ১৪; এএ/১৪; **এটিএম-এমএলডিটি-জিওডিএ-জিইএন-৩৬-২৫-২** ও গোড্ডা। ১৫; এএ/১৫; **এটিএম-এমএলডিটি-এমএলডিটি-জিইএন-৩০-২৫-২** ও মালদা টাউন। ১৬; এএ/১৬; **এটিএম-এমএলডিটি-ডিজিএলই-জিইএন-২৭-২৫-২** ও ধুলিয়ানগঙ্গা। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-98/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্সেল-২০২৫-০৭। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১০.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং. ও **লট নং.** নিম্নরূপ : ১; ১৩২৩৫-এসএলআর-এফ১-এসবিজি-ডিএনআর-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ২; ১৩২৩৫-এসএলআর-এফ২-এসবিজি-ডিএনআর-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ৩; ১৫০৯৭-এসএলআর-এফ১-বিজিপি-জেএটি-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ৪; ১২৩৩৫-এসএলআর-এফ১-বিজিপি-এলটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ৫; ১৩০৭২-এসএলআর-আর১-জেএমপি-এইচডব্লুএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-101/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) [অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক] মালদা ডিভিসনে ভাগলপুর (বিজিপি), কাজরা (কেজেএইচ), নিমতিতা (এমআইএলই), সুজনিপাড়া (এসপিএলই), নাথনগর (এনএটি) ও সুলতানগঞ্জ (এসজিজি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্কিং-২০২৫-০৭। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১৪.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং. **লট নং. ও স্টেশন** নিম্নরূপঃ ১; পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি-টিডব্লু-৭১-২৫-১ ও ভাগলপুর। ২; পার্কিং-এমএলডিটি- কেজেএইচ-এমএক্স-৫০-২৫-১ ও কাজরা। ৩; পার্কিং-এমএলডিটি- এনআইএলই- এমএক্স-৫৪-২৩-১ ও নিমতিতা। ৪; পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১ ও সুজনিপাড়া। ৫; পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২ ও নাথনগর। ৬; পার্কিং-এমএলডিটি-এসজিজি-এমএক্স-৪২-২৫-১ ও সুলতানগঞ্জ। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-102/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_২৪_২৫-২৬ তারিখঃ ২৬-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** "গার্ড উন্নতকরণ-সামনি গার্ড" এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,০৫,৯৯,২৪৮.৯৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,০৩,০০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পেগাসিস্টেমের সঙ্গে মউ আইইএমের

নিউজ ব্যুরো

২৭ জুন : আইইএম-ইউইএম পরিচালিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সুপরিচিত নাম। এই সংস্থার রাজারহাট ক্যাম্পাসে পূর্ব ভারতের প্রথম সংস্থা হিসেবে ২০ জুন তারা বিশ্বখ্যাত সংস্থা পেগাসিস্টেমের সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর করে। এই উদ্যোগের ফলে আইইএম-এর সল্টলেক ও রাজারহাট ক্যাম্পাসের সকল পড়ুয়া পেগাসিস্টেম প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার শিখতে পারবেন। আইইএমের ডিরেক্টর সত্যজিৎ চক্রবর্তী এবং পেগাসিস্টেম-এর ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত অনন্তচরণ নায়েকের আশা, এই চুক্তির ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। ডিজিটাল অর্থনীতির এই প্রতিযোগিতায় এই সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা অনেকটাই এগিয়ে থাকবে।

অ্যাফিডেভিট

গত 2.9.24 তাং আলিপুরদুয়ার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Ashok Roy ও Asoke Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (B/S)

কর্মখালি

কোম্পানিতে গ্র্যাজুয়েট Female Office Assistant চাই। Salary (15000-20000), সাথে রয়েছে PF, ESI ও অন্যান্য সুবিধে। Con- সেবক রোড, শিলিগুড়ি, Ph- 9434056065. (C/116855)

ভর্তি

২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে B.Ed ও DEl. Ed-এ ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ - Manoranjan Saha Memorial B.Ed College - 9932209369. President. (S/C)

অ্যাফিডেভিট

আমি যুগল রায় পিতা আশানন্দ রায়, কালিয়াগঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। আমার পারিবারিক পদবি রায়। আমার পুত্র দিল রায়ের জন্য প্রমাণপত্রে নং-১৮৯৫১, তাং ১৫/০৯/১৭, আমাদের সকলের নামের পদবি বর্মন হওয়ায় রায়গঞ্জ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অ্যাফিডেভিট বলে বর্মন হইতে রায় হইলাম।

(C/ 117239)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নংঃ এম-পিডি-ওটি-০২ অফ ২০২৫-২৬, তারিখঃ ২৪.০৬.২০২৫। সিনিয়ার ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পো.অ.: ঝলঝালিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ে/সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা কোন সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত যথেষ্ট সক্ষমতা ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে ১৭.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **অবস্থান সহ কাজের নামঃ** মালদা টাউন, সাহিবগঞ্জ জংশন, জামালপুর জংশন ও গোড্ডা-তে অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্মে যাত্রারত কোচে জল সরবরাহের ব্যবস্থা (কোচ ওয়াটারিং)। **অবস্থানঃ** পশ্চিমবঙ্গের মালদা টাউন, ঝাড়খণ্ডের সাহিবগঞ্জ ও গোড্ডা এবং বিহারের জামালপুর। **কাজের টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২৬,৯৩,২৪৯.৭২ টাকা অর্থাৎ ২৬,৯৩,২৫০ টাকা, ১৮% জিএসটি সহ। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমাঃ** সম্মতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **জমাযোগ্য বায়নামূল্যঃ** ৫৩,৯০০ টাকা। **অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময়ঃ** ১৭.০৭.২০২৫ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ www.ireps.gov.in**। নোটিশ বোর্ডঃ (১) সিনিয়ার ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। (২) এএমই/ভাগলপুর জংশন ও এএমই/সাহিবগঞ্জ অফিস। (৩) এসএসই/সি অ্যান্ড ডব্লু/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন, সাহিবগঞ্জ, ভাগলপুর, জামালপুর-এর অফিস। **দ্রষ্টব্যঃ** (i) ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথি পড়ে দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য নয়। (ii) উল্লিখিত কাজের জন্য টেন্ডারটি সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেমের হবে। (iii) এই কাজের জন্য পিভিসি প্রযোজ্য নয়। (iv) শিল্প নীতি ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃত স্টার্টআপ বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এই ধরনের সংস্থাগুলিকে নিয়মে বর্ণিত সব রকমের রীতি-নীতি মেনে চলতে হবে। (v) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী, সকল টেন্ডারদাতাদের ই-টেন্ডার ফর্ম বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। (vi) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী, টেন্ডার মূল্যমানের ২% হিসাবে বায়নামূল্য ধার্য হবে। (vii) টেন্ডার নথির অ্যানেক্সার-IX অনুযায়ী, টেন্ডার নথির সাথে টেন্ডারদাতাকে নথির সত্যতা/যথার্থতা সম্পর্কিত স্বীকারোক্তির বয়ান জমা/আপলোড করতে হবে। এই বয়ান জমা না করতে বিডদাতার বিড তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হবে। (MLD-100/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

SENIOR MARKETING MANAGER (SPACE & MEDIA SALES)

Uttar Banga Sambad, North Bengal's largest circulated newspaper, is seeking a dynamic and results-driven **Senior Marketing Manager (Space & Media Sales)** to join our team.

Based in **Siliguri**, the successful candidate will be responsible for spearheading advertisement generation across both print and digital platforms throughout the entire North Bengal region. This role requires extensive travel to liaise with prospective clients and advertising agencies. You will also lead and mentor a team of marketing executives.

We are looking for a **go-getter**, a **result-oriented** professional, and a **hard taskmaster** who can consistently achieve targets and drive growth.

In return, we offer an **excellent salary** coupled with an attractive **incentive package**.

Interested candidates are invited to email their detailed resume to **jobs.uttarbanga@gmail.com** by **June 30, 2025.**

ভারত সরকার
রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (সিইএন) নং - ০২/২০২৫

টেকনিশিয়ান পদে নিয়োগের নির্দেশিকা বিজ্ঞপ্তি

যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে নিম্নে উল্লেখিত তালিকাটিতে বর্ণিত টেকনিশিয়ান গ্রেড III এবং সিগনালে টেকনিশিয়ান গ্রেড I পদে আবেদনের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮.০৭.২০২৫। আবেদনপত্রটি শুধুমাত্র অনলাইন মোডের মাধ্যমে জমা দেওয়া যাবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি

আবেদনপত্র দাখিল করার সূচনার তারিখ : ২৮শে জুন ২০২৫

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তির তারিখ : ২৮শে জুলাই ২০২৫ (২৩:৫৯ ঘটিকায়)

পদের নাম	৭(সপ্তম) সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর	প্রাথমিক বেতন (টাঃ)	চিকিৎসা যোগ্যতা	বয়স (০১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী)	শূন্যপদ (সমস্ত আরআরবি এর)	মোট শূন্যপদ (সমস্ত আরআরবি এর)
টেকনিশিয়ান গ্রেড I সিগনাল	৫	২৯,২০০/-	বি-১	১৮-৩৩ বছর	১৮৩	৬২৩৮
টেকনিশিয়ান গ্রেড III	২	১৯,৯০০/-	বিস্তারিত কেন্দ্রীয়ভাবে বিজ্ঞাপিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সংযুক্তি 'এ' দেখুন	১৮-৩০ বছর	৬০৫৫	

দ্রষ্টব্য :

(১) প্রতিটি প্রার্থী শুধুমাত্র একটি আরআরবিতে নির্দিষ্ট বেতনের স্তরে আবেদন করতে পারবেন, এবং শুধুমাত্র একটি অনলাইন আবেদনপত্র যেকোনো অথবা সকল বেতনের স্তরের অন্তর্গত বিজ্ঞাপিত পদে আবেদন করতে পারবেন।

(২) প্রতিটি বেতনের স্তরের জন্য একটি আলাদা আবেদনপত্র জমা করতে হবে।

(৩) প্রার্থীদের তাদের প্রাথমিক বিবরণ যাচাইকরণের জন্য ডিজি লকার/ আধার ব্যবহার করার জন্য দৃঢ়তার সহিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারণ আধারবিহীন যাচাইকৃত আবেদনপত্রগুলি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইকরণের ফলে যে অসুবিধা এবং অতিরিক্ত সময় অপচয় হয় তা এড়িয়ে চলার জন্য। সাফল্যের সহিত যাচাইকরণটি সম্পূর্ণ করতে আধার ব্যবহার করুন এবং ওই আধারে থাকা আপনার নাম, জন্ম তারিখ আপডেট করতে হবে আপনার দশম শ্রেণির উত্তীর্ণ পত্রে থাকা সম্পূর্ণ নাম এবং জন্ম তারিখের সাথে ১০০% মিলের জন্য। অনুরূপভাবে আধারটিতে আপনার সাম্প্রতিক ছবি এবং সাম্প্রতিক বায়োমেট্রিক (আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণি) অনলাইনে আবেদনের পূর্বে আপডেট করতে হবে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (সিইএন) নং ০২/২০২৫ অনুসরণ করুন যেটি সমস্ত অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির সরকারি ওয়েবসাইটে ২৮.০৬.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হবে।

সিইএন নং- ০২/২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির ওয়েবসাইট

আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	আজমের www.rrbajmer.gov.in	বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in	ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in	চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in
গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in	জম্মু-শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in
মুম্বই www.rrbmumbai.gov.in	মুজাফফরপুর www.rrbmuzaffarpur.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in
রাঁচি www.rrbranchi.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderbad.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in	তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvanathapuram.gov.in
গোরক্ষপুর www.rrbgkp.gov.in	*****	*****	*****

যেকোনো সংশোধনী/সংযোজন/উপরোক্ত নিয়োগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি সময় বিশেষে শুধুমাত্র উপরে উল্লেখিত আরআরবি-এর ওয়েবসাইটগুলিতে জারি করা হবে।

নং- আরআরবি/ বিএনসি/ আরটি/এডিভিটি/০২/২০২৫

তারিখ : ২৮.০৬.২০২৫

চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

"দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।"

LAW ADMISSION
ONLY EWS CANDIDATES
SESSION:- 2025-2026

Balurghat Law College is inviting online application for admission in 5 years B.A., L.L.B integrated Course. Forms will be available from the College website (**www.balurghatlawcollege.ac.in**) on and from 28.06.2025 to 06.07.2025. Interested only EWS candidates may contact on Mobile No-9382097598/9832790510.

Santosh Kumar Tiwary
Teacher-in-Charge
Balurghat Law College

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that public at large that the one of my Client intend to purchase land measuring 3 Katha, L.R. Khatian no. 288, R.S. Khatian no. 365, in R.S. Plot no. 151, L.R. Plot no.117, situated within Mouza- Dabgram sheet no. 11 (R.S.) & 77 (L.R.), J.L. no. 2, Pargana Baikunthapur, P.S. Bhaktinagar, District- Jalpaiguri, A.D.S.R. Bhaktinagar, under Dabgram-II Gram Panchayat, in the State of W.B sale deed no. I-01106/2016 registered in the office of the A.D.S.R. Bhaktinagar, District-Jalpaiguri, owner Mr. Bheba Adhikary, son of Kakar Singh Roy of Dabgram, Purchased from Mr. Samar Roy, Son of Mr. Nati Singh Roy. If any person have objections, claim, in that respect, he may contact with me or my client with all documents within 7 (seven) days from the date of publication. Thereafter no claim / demand shall not be entertained.

Sd/-
SHANKAR PD. SHARMA
Advocate, Siliguri

কুলিং সিস্টেম এবং তাপ নিরোধকের আপগ্রেডেশন সহ আরএমএসের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিএলএসএমএলডিটিএনএফআর০২২০২৫-২০২৬, তারিখ : ২৩-০৬-২০২৫। **স্থান সহ কাজের নামঃ** ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়ে ও পক্ষ থেকে "কুলিং সিস্টেম এবং তাপ নিরোধকের আপগ্রেডেশন সহ আরএমএসের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ"-এর ঠিকা প্রদানের জন্য প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে সিল করা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এলওএ লাভের সময় থেকে (০৩) তিন মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। কাজের বিস্তারিত বিবরণ টেন্ডার নথিতে দেওয়া হয়েছে। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ১৫,২৫,২০০/- টাকা; **বায়নার ধন :** ৩০,৫০০/- টাকা। **টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়** ২২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। ওয়েবসাইট বিবরণ, **www.nfr.indianrailways.gov.in**-এ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যেতে পারে।

সিনি. ডিএমই/ডিএসএল/মালদা টাউন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৩, তারিখঃ ২৫-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনের এসএসই এসআইজি মালদা টাউনের সেকশনে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৭৬,৯৯,৩১৫/- টাকা, বায়নার ধনঃ ২,৮৮,৫০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে এবং খুলবে** ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট- ঝলঝলিয়া, জেলা মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) [অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক] মালদা ডিভিসনে মালদা টাউন (এমএলডিটি) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পে-ইউজ-০৭-২০২৫। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১৪.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। **লট নং.** পিএনইউ-এমএলডিটি-এমএলডিটি-টিওআই-২৫-২৫-১। **স্টেশনঃ** মালদা টাউন। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-103/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লুভিএম)-এর চুক্তি সম্পাদনের জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ ডব্লুভিএম-২০২৫-০৭। অকশন শুরুঃ** ১০.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। মালদা ডিভিসনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লুভিএম) স্টলের জন্য ই-অকশন। **এসইকিউ নং.:** এএ/১। **লট নং/ক্যাটিগরিঃ** এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-ডব্লুভিএম-১৪-২৪-১। **স্টেশনঃ** গোড্ডা, হাঁসডিহা, মির্জা চৌকি, সাহিবগঞ্জ, বরহারওয়া, তিনপাহাড় ও রাজমহল। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-97/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

শোভাবাজার রাজবাড়ির স্পেশাল **খাস্তা কচুরি** তৈরি শেখাবেন দেবরাজ মিত্র এবং নুপুর মিত্র। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ বরবাদ, বিকেল ৩.২৫ যোদ্ধা, সন্ধে ৭.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ১০.১৫ কি করে তোকে বলবো

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ রূপবান, দুপুর ২.০০ শিমুল পারুল, বিকেল ৫.০০ দান প্রতিদান, রাত ৯.৩০ আশীর্বাদ, ১২.০০ সুলতান-দ্য সেভিয়ার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রক্তঋণ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভূতের বাড়ি

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি: বেলা ১১.০০ কাবিল, দুপুর ১.৩০ মহেঞ্জোদারো, বিকেল ৪.১৫ হেলিকপ্টার ইলা, সন্ধে ৬.৩০ পাটিয়ালা হাউস, রাত ৯.০০ বরফি, ১১.৩০ এক্সকিউজ মি

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৫৬ গদর-টু, বিকেল ৪.২৪ কৃশ, রাত ৮.০০ আরআরআর

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১০ সরকার-থ্রি, ২.২২ ফোন ভূত, বিকেল ৪.৩৯ ঘুমর, সন্ধে ৬.৫৬ বিয়ন্ড দ্য ক্লাউডস, রাত ৯.০০ রাজি, ১১.২১ বদলাপুর

স্টার মুভিজ : দুপুর ২.০০ ট্যাঙ্গল, বিকেল ৩.৩০ কং : স্কাল আইল্যান্ড, ৫.১৫ ফ্রিকি ফ্রাইডে, রাত ১১.১৫ স্পিড-টু

বেশ করেছি প্রেম করেছি
সন্ধে ৭.০০ জলসা মুভিজ

আরআরআর রাত ৮.০০
জি সিনেমা

সুপার স্নেকস সন্ধে ৭.১১ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, NAGRAKATA, JALPAIGURI, WEST BENGAL

[Ministry of Education, Deptt. of School Education & Literacy]
Govt. of India:

NOTICE INVITING TENDER

No. 2- 11/Tender/JNVJ/2025-26/F&A/ Dated -26.06.2025

The sealed tenders are invited for supply of various items for the session 2025-26 from the registered firms having GST registration and updated commercial Tax clearance certificates (except Food Grains and Grocery Items/, Motor Winding and Fan Repairing Works, Building Repairing M&R Items, Sweets, Snacks & Milk product/Green Vegetable & Fruits items or Non-Veg/Hair cutting / Students Daily Use Items (Toilet items). The tender forms & other details will be available in the office of Principal, PM Shri School JNV, Nagrakata, Jalpaiguri on every working day from 28.06.2025 to 17.07.2025 up to 4.00 PM on cash payment. Further the same can also be downloaded from the official website of the Vidyalaya **"navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/Jalpaigudi/ en/ home/** If tender forms downloaded from the website, cost of tender form & security money can be directly deposited in the SBI saving Bank account No-37473753189 i.r.o **The Principal, PM Shri School JNV, Jalpaiguri, payable at SBI Nagrakata, IFSC Code No-SBIN0018783, Branch Code-18783.** Those who deposit amount direct in the A/C, deposit slip should be attached along with Tender documents to be submitted by 17.07.2025 up to 04.00 PM through Currier/ Speed Post / Registered post/ Drop in the Tender Box which is available in the office of the Principal PM Shri School PM Shri School JNV, Nagrakata, Jalpaiguri. The tender will be opened on 18.07.2025 at 11.00 AM in presence of the P.A.C in the office of the Principal, PM Shri School JNV, Nagrakata, Dist-Jalpaiguri. The right to accept or reject the tender (fully Of partially, will keep reserve with the Chairman, P.A.C.

S/No.	Items/Particulars	Security Money in Rs.	Cost of Tender forms
01	Food grains and Grocery items (grains, pulses, oils, spices, etc.)	20000	200
02	Green Vegetables & Fruits (Potato, Onion, fruits etc.)	10000	200
03	Motor Winding and Fan Repairing Work	3000	200
04	Building Maintenance Repairing (M&R) Items	10000	200
05	Non Veg items (Fish, Chicken, Eggs and Mutton etc.)	5000	200
06	Students Daily Use items (Toilet items)	5000	200
07	Sweets, Snacks & Milk products	5000	200
08	Hair cutting	1000	200

PRINCIPAL
J.N.V., Jalpaiguri, West Bengal

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়ির কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য উদ্বেগ থাকবে। খরচে রাশ টানুন। বৃষ : আর্থিক সমস্যা এখনই কাটবে না। দূরের কোনও আত্মীয়ের প্ররোচনায় সংসারে অশান্তি। মিথুন : দুপুরের পর ভালো খবর পেতে পারেন। অত্যধিক বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। কর্কট : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ। বিকেলের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। সিংহ : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কোনও ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। কন্যা : বাড়ির বহুমূল্য কোনও জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সাবধানে কথাবার্তা বলুন। তুলা : অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে দূরে থাকুন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। বৃশ্চিক : নিজের বুদ্ধিবলে বড় কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার। প্রেমে দোলাচল থাকবে। ধনু : আর্থিক লেনদেন খুব সাবধানে করুন। টাকা নয়ছয়ের জন্য সংসারে অশান্তি। মকর : কর্মক্ষেত্রে কোনও সহকর্মীর কাছ থেকে টাকা ধার নেবেন না। দাম্পত্যে অশান্তি মিটবে। কুম্ভ : সম্পত্তি নিয়ে চিন্তা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও উচ্চপদস্থ কর্তার সাহায্যে উন্নতিলাভ। মীন : আলস্যের কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সামান্য মন্দা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৭ আষাঢ়, ২৮ জুন ২০২৫, ১৩ আহার, সংবৎ ৩ আষাঢ় সুদি, ২ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।২৪। শনিবার, তৃতীয়া দিবা ১২।২২। পুষ্যানক্ষত্র দিবা ৯।৩০। হর্ষণযোগ রাত্রি ১০।৪৯। গরকরণ দিবা ১২।২২ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।৮ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ৯।৩০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, দিবা ১২।২২ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৬।৩৮ মধ্যে ও ১।২১ গতে ৩।১ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৬।৩৮ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮। ৪৬ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ৯।৩০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৩৮ গতে ৯।৩০ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ) – তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্থীর সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীবিপত্তারিণীব্রত। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৪।৫৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শ্বশুরবাড়িতে মারধর, হাসপাতালে গৃহবধূ

তুফানগঞ্জ, ২৭ জুন : স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির অন্য সদস্যদের আক্রমণের শিকার হলেন এক গৃহবধূ। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। থানায় গৃহবধূর মা অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন পরিবারের লোকজন।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নিরঞ্জন মণ্ডলের মেয়ে অঞ্জনা মণ্ডলের প্রায় আড়াই বছর আগে বিয়ে হয় ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আনন্দনগরের বাসিন্দা সঞ্জয় দাসের সঙ্গে। তাঁদের বছর দেড়েকের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকজন অঞ্জনার উপর নানাভাবে অত্যাচার করতেন বলে অঞ্জনার অভিযোগ। অঞ্জনার কথায়, প্রায় আট মাস আগে তাঁকে প্রাণে মারার

তুফানগঞ্জ

চেষ্টা করা হয়। সেসময় রাতের অন্ধকারে পালিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসেন। তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করা হলেও দোষীরা শাস্তি পায়নি। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি পুনরায় শ্বশুরবাড়িতে সংসার করতে থাকেন। কিন্তু অত্যাচার দিন-দিন বেড়েই চলেছিল। সহ্য করতে না পেরে গত ২০ জুন বাপের বাড়ি চলে আসেন। গত ২৪ জুন স্বামী ও তাঁর দিদি সহ কয়েকজন বাড়ির সামনে ডেকে নিয়ে অঞ্জনাকে মারধর করে। প্রাণে মারার চেষ্টাও করা হয়। চিৎকারে তাঁর বাবা-মা ছুটে এসে উদ্ধার করে তাঁকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন অঞ্জনা।

তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নিধারা মনোজ কুমার জানান, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

দেওয়ানগঞ্জ হাটে ধানের কেনাবেচা। -সংবাদচিত্র

ধলতা নিয়ে রফাসূত্র অধরা

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৭ জুন : ধান কেনার ক্ষেত্রে পাইকারি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ধলতা কাটা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে কোনও রফাসূত্র মিলল না। সেজন্য আগামীদিনে মিল মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কৃষি আধিকারিকরা।

শুক্রবার হলদিবাড়ি কৃষি ফার্মে পাইকার ও কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন কৃষি আধিকারিকরা। বৈঠকে পাইকারি ব্যবসায়ীরা কুইন্টাল প্রতি দুই কেজি করে ধলতা কাটা নিয়ে অনড় থাকেন। পাইকারি ব্যবসায়ীদের দাবি, বাজার থেকে ধান কেনার পর তাঁরা সেই ধান বিভিন্ন ধানের মিলে বিক্রি করেন। সেখানে মিলের তরফে ধলতা হিসেবে কুইন্টাল প্রতি দুই কেজি ধান বাদ দেওয়া হয়। সেই ক্ষতিপূরণের জন্যই তাঁরাও গড়ে দুই কেজি ধান বাদ দেন।

এদিনের বৈঠকে হাজির ছিলেন বিডিও রেনজি লামো শেরপা, আইসি কাশ্যপ রাই, সহকারী কৃষি আধিকারিক দীপ সিনহা, সারা ভারত কৃষক ও খেত মজদুর সংগঠনের সম্পাদক ছাত্তার সরকার সহ পাইকারি ব্যবসায়ী ও কৃষকদের প্রতিনিধিরা।

গত বুধবার দেওয়ানগঞ্জ হাটে ধানের পাইকারি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে ধান বিক্রি বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভে শামিল হন কৃষকরা। কৃষকদের অভিযোগ, ধান বিক্রির ক্ষেত্রে কুইন্টাল প্রতি দুই থেকে তিন কেজি ধলতা হিসেবে ধান বাদ দেওয়া হচ্ছে। এতে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বিডিও রেনজি লামো শেরপা এবং আইসি কাশ্যপ রাই। তখনই প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে সেই বৈঠকে নিষ্ফলা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কৃষকদের কষ্টার্জিত কৃষিপণ্যে ধলতা কাটা বেআইনি। তাই নিজেদের মধ্যে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়াই ভালো। সহ কৃষি আধিকারিক দীপ বলেন, 'আগামী সোমবার মিল মালিকদের নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করা হবে। পাইকারদের দাবি অনুযায়ী সেখানে অন্য কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন।'

আগামী শনিবার হলদিবাড়ি হাটে ও রবিবার দেওয়ানগঞ্জ হাটে ধলতা কেটেই ধান ক্রয় করা হবে। এরপর প্রশাসনের উদ্যোগে মিল মালিক, পাইকারি ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন কৃষক সংগঠন নিয়ে বৈঠক করা হবে। তাতে যা সিদ্ধান্ত হয় সেই মতো পদক্ষেপ হবে।

তরুণের রহস্যমৃত্যু

সিতাই, ২৭ জুন : সিতাই ব্লকের শিলদুয়ার গ্রামে নিজের বাড়ি থেকে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হল শুক্রবার সকালে। মৃতের নাম মৃণাল বর্মন (২৮)। তিনি বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। প্রায় দু'মাস আগে ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিলেন। এদিন সকালে মৃণালের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃত্যুর পিছনে ঠিক কী কারণ লুকিয়ে রয়েছে, পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছে। মৃণালের পরিবারে বাবা, দাদা ও সদ্যবিবাহিত ভ্রাতৃবধূ মিলিয়ে চারজন সদস্য রয়েছেন। তাঁর মা বেশ কিছুদিন আগেই মারা গিয়েছেন।

এদিন তরুণকে নিজের ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। খবর দেওয়া হয় সিতাই থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। এই ঘটনার পর মৃত তরুণ সম্পর্কে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। মৃতের বোন মিনতি বর্মন অভিযোগ করেন, কয়েক বছর আগে প্রতিবেশী এক তরুণীর সঙ্গে মৃণালের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীকালে ওই তরুণীর অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। যদিও বিয়ের পরেও তাঁদের মধ্যে ফোনে যোগাযোগ ছিল বলে পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ওই বিবাহিত তরুণীর কারণেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন সেই তরুণ।

নিখোঁজ তরুণী

চ্যাংরাবান্ধা, ২৭ জুন : কলেজে ভর্তির ফর্ম ফিলআপ করতে বেরিয়েছিলেন ওই তরুণী। তারপর চারদিন হলেও তাঁর কোনও খোঁজ মিলছে না। ঘটনাটি চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৫ কামাত চ্যাংরাবান্ধা চৌরঙ্গির। তরুণীর নাম ববিতা বর্মন। তরুণীর ঠাকুরদা বাবুনাথ বর্মন বলেন, '২৩ জুন সকাল এগারোটার দিকে কলেজে ভর্তির ফর্ম ফিলআপ করার জন্য চৌরঙ্গি বাজারে যাবে বলে বেরোয়। তারপর সন্ধ্যা হয়ে গেলেও সে ফেরেনি। পরে রাতে খোঁজাখুঁজি করেও কোনও খবর পাইনি। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সবার বাড়িতেই খোঁজ করেছি।' ২৪ তারিখ মেখলিগঞ্জ থানায় তরুণীর পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

সুপারস্পেশালিটির জন্য প্রস্তাব রাজ্যেকে

এমজেএন মেডিকেলে জায়গার অভাব

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৭ জুন : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নতুন করে বেড রাখার জায়গা না থাকায় এক বেডে একাধিক রোগী রাখতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কোচবিহারে এক হাজার বেডের সুপারস্পেশালিটি মডেলের একটি হাসপাতাল তৈরির প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে রাজ্যে। এমজেএন মেডিকেল কর্তৃপক্ষই সেই প্রস্তাব পাঠাচ্ছে। মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেন, 'সুনীতি রোডের পাশে এমজেএন মেডিকেলের ক্যাম্পাসটি হেরিটেজ হওয়ায় সেটি সংস্কার করে জায়গা বাড়ানোর সুযোগ নেই। তাই মেডিকেলের কৃষিবীজ খামার এলাকায় অ্যাকাডেমিক ক্যাম্পাসে যাতে সুপারস্পেশালিটি মডেলের সেই হাসপাতালের পরিষেবা দেওয়া যায়, সেই প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই হাসপাতালের একটি নকশা তৈরি করা হয়েছে।'

বর্তমানে সুনীতি রোডের পাশে যে ভবনে মেডিকেলের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়, একসময় সেটি জেলা হাসপাতাল ছিল। রাজ আমলে তৈরি এই ভবনে জায়গার অভাব রয়েছে। মাতৃমা বিভাগে ২৫০টি সহ হাসপাতালে মোট ৭৭৪টি বেড রয়েছে। কিন্তু সেখানে রোগী ভর্তি থাকার সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। মরশুম পরিবর্তনের সময় যখন জ্বর, সর্দি, কাশির সংখ্যা বাড়ে তখন রোগীর সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। এছাড়াও জেলা হাসপাতাল থেকে মেডিকেল কলেজে উন্নীত হওয়ার পর অনেক বিভাগ খোলা হয়েছে। সেজন্যও জায়গার প্রয়োজন। বর্তমানে সিসিইউ ব্লক খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও জায়গার অভাবে সমস্যায় পড়েছে কর্তৃপক্ষ। মেডিকেল কর্তৃপক্ষ

জানিয়েছে, কোচবিহার জেলায় সুপারস্পেশালিটি মডেলের কোনও হাসপাতাল নেই। তাই এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে যদি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের অনুমোদন মেলে, তাহলে জায়গার সংকুলান হবে। বর্তমানে এমজেএন মেডিকেলের অ্যাকাডেমিক ক্যাম্পাসে প্রায় ২৫ একর জায়গা রয়েছে। তার মধ্যে প্রশাসনিক, পঠনপাঠনের জায়গা, একাধিক হস্টেল বাদেও ফাঁকা জায়গাগুলিতে ভবন তৈরি করা হচ্ছে। সেই ভবনগুলিতে সুপারস্পেশালিটি মডেলের হাসপাতাল তৈরির অনুমোদন মিললে সুনীতি রোডের পাশে হাসপাতাল ক্যাম্পাসে রোগীর চাপ কমবে।

বর্তমানে হাসপাতালের মাতৃমা ভবনটি চারতলায় রয়েছে। সেই ভবনটির উচ্চতা বাড়ানোর জন্যও রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল। পরবর্তীতে সেই ভবনের ধারণক্ষমতা বাড়ানো নিয়েও প্রস্তাব পাঠানো হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

> সুনীতি রোডের পাশে এমজেএন মেডিকেলের ক্যাম্পাসটি হেরিটেজ হওয়ায় সেটি সংস্কার করে জায়গা বাড়ানোর সুযোগ নেই। তাই মেডিকেলের কৃষিবীজ খামার এলাকায় অ্যাকাডেমিক ক্যাম্পাসে যাতে সুপারস্পেশালিটি মডেলের সেই হাসপাতালের পরিষেবা দেওয়া যায়, সেই প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই হাসপাতালের একটি নকশা তৈরি করা হয়েছে।
>
> **নির্মলকুমার মণ্ডল**
> অধ্যক্ষ, এমজেএন মেডিকেল কলেজ

সাহায্য

দিনহাটা, ২৭ জুন : ৪০ জন বিশেষভাবে সক্ষমের হাতে শুক্রবার ট্রাইসাইকেল তুলে দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। এদিন শহিদ হেমন্ত বসু কনরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দীও।

SBI
ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
কেন্দ্রীয় নিয়োগ ও পদোন্নতি দপ্তর
কর্পোরেট সেন্টার, মুম্বই
ফোন: 022-22820427

প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কে প্রবেশনারি অফিসার পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে

শূন্যপদের সংখ্যা: 541

যোগ্যতার মানদণ্ড (বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি), প্রয়োজনীয় ফী এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ সহ অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার এবং অনলাইনে ফী প্রদানের লিঙ্ক ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে **https://bank.sbi/careers/current-openings**-এ বিজ্ঞাপন নং. **CRPD/PO/2025-26/04**-এর অধীনে উপলব্ধ। প্রার্থীদের বিস্তারিত বিজ্ঞাপন মনোযোগ সহকারে পড়তে বলা হচ্ছে এবং আবেদন করার ও ফি পাঠানোর আগে নিজেদের যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিবরণের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

- অনলাইনে আবেদন এবং ফি প্রদানের তারিখ: **24.06.2025 থেকে 14.07.2025 পর্যন্ত।**

যেকোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এই লিঙ্ক **"CONTACT US"** -এ লিখে জানান।

স্থান: মুম্বই
তারিখ: 24.06.2025 মহাপ্রবন্ধক (আরপি এবং পিএম)

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে ল্যাডার শিফটিং -এর কাজ সম্পর্কিত প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্ব প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে উক্ত কাজটি ২২.০৮.২০২৫ তারিখের পরিবর্তে **০২.০৯.২০২৫ তারিখ** থেকে শুরু হবে। **সুতরাং খানা স্টেশনে প্রি নন-ইন্টারলকিং (২২.০৮.২০২৫ থেকে ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) ও নন-ইন্টারলকিং (২৬.০৮.২০২৫ থেকে ২৮.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল** হিসাবে গণ্য হবে।

প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের সংশোধিত সময়সূচীঃ **০২.০৯.২০২৫ থেকে ০৫.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ** এবং **০৬.০৯.২০২৫ থেকে ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৪ দিন নন-ইন্টারলকিং কাজ**। তদনুযায়ী, প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের সংশোধিত সময়সূচির জন্য ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছেঃ

ইএমইউ/প্যাসেঞ্জার বাতিল

বর্ধমান থেকেঃ ● **৬৩৫০৫** বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ও **৬৩৫০৭** বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১১** বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১৩** বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, **৬৩৫৪৯** বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, **৬৩৫১৭** বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ও **৬৩৫২৩** বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫৮৩** বর্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ও **৬৩০১১** বর্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। **আসানসোল থেকেঃ** ● **৬৩৫০৬** আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ও **৬৩৫০৮** আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১২** আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১৬** আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ, **৬৩৫২২** আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ, **৬৩৫২৬** আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ও **৬৩৫২৪** আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। **রামপুরহাট থেকেঃ** ● **৬৩৫৮৪** রামপুরহাট-বর্ধমান এমইএমইউ ও **৬৩০১২** রামপুরহাট-বর্ধমান এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে।

মেল/এক্সপ্রেস বাতিল

আপ ট্রেন: (১) ১৩৫০৩ বর্ধমান-হাতিয়া এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(২) ১৩১৮৭** শিয়ালদহ-রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৩) ১২৩৩৭** হাওড়া- বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৪) ১২৩৪৭** হাওড়া-রামপুরহাট সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৫) ১৩০১১** হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৬) ২২৩২১** হাওড়া-সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৭) ১২৩৮৩** শিয়ালদহ-আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **(৮) ১৩১৭৯** শিয়ালদহ- সিউড়ি এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫)।

ডাউন ট্রেন : (১) ১৩৫০৪ হাতিয়া-বর্ধমান এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(২) ১৩১৮৮** রামপুরহাট-শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৩) ১২৩৩৮** বোলপুর - হাওড়া শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৪) ১২৩৪৮** রামপুরহাট-হাওড়া শহিদ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৫) ১৩০১২** মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫, ০৭.০৯.২০২৫ ও ০৮.০৯.২০২৫)। **(৬) ২২৩২২** সিউড়ি -হাওড়া হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৭) ১২৩৮৪** আসানসোল - শিয়ালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **(৮) ১৩১৮০** সিউড়ি - শিয়ালদহ এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)।

মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন

আপ ট্রেন: ● **১২৩৪৩** শিয়ালদহ-হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড ও নিউ ফারাক্কা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম-নৈহাটি লিংক কেবিন-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফারাক্কা হয়ে চলবে। ● **১৩০১৭** হাওড়া-আজিমগঞ্জ গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **১৩০২৭** হাওড়া-আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, অম্বিকা কালনা, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, সালার, বাজারসৌ, খাগড়াঘাট রোড ও আজিমগঞ্জ স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ হয়ে চলবে। ● **১২৩৭৭** শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৫৩** শিয়ালদহ-মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৪৭** শিয়ালদহ-বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৪৯** শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৭৫** শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) ও **১৩১৭৩** শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম- নৈহাটি লিংক কেবিন-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে। ● **১২৩৪৫** হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০১৫** হাওড়া-জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০৫৩** হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০৩১** হাওড়া-জয়নগর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৫৯** কলকাতা-যোগবাণী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫), **১২৩৬৩** কলকাতা-হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) ও **১৩১৬১** কলকাতা-বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে।

ডাউন ট্রেন: ● **১২৩৪৪** হলদিবাড়ি - শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫) আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ - কাটোয়া -ব্যান্ডেল- নৈহাটি লিংক কেবিন- দমদম হয়ে চলবে। ● **১৩০১৮** আজিমগঞ্জ- হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **১৩০২৮** আজিমগঞ্জ - হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) খাগড়াঘাট রোড, বাজারসৌ, সালার, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও অম্বিকা কালনা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে। ● **১২৩৭৮** নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩১৫৪** মালদা টাউন-শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৪৮** বামনহাট - শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩১৫০** আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩১৭৪** সাব্রুম - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫), **১২৩৬৪** হলদিবাড়ি-কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৬২** বালুরঘাট-কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) ও **১৩১৭৬** শিলচর - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি লিংক কেবিন-দমদম হয়ে চলবে। ● **১২৩৪৬** গুয়াহাটি হাওড়া সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩০১৬** জামালপুর-হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০৫৪** রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **১৩০৩২** জয়নগর - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে।

সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু

০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখেঃ (১) ৬৩৫১৯ বর্ধমান- বোকারো স্টিল সিটি এমইএমইউ বর্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং বোকারো স্টিল সিটি পর্যন্ত যাবে। **(২) ৬৩৫২০** বোকারো স্টিল সিটি-বর্ধমান এমইএমইউ বর্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে।

পুনর্নির্ধারণ

(১) ৬৩০৬৩ বর্ধমান - তিনপাহাড় এমইএমইউ বর্ধমান থেকে ০৬.০৯.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.০০ ঘ.-তে এবং ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.৪০ ঘ.তে পুনর্নির্ধারিত হবে। **(২) ২২৩০১** হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে ০৫.৫৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৬.৩০ ঘ.-তে পুনর্নির্ধারিত হবে।

নিয়ন্ত্রণ

(১) ১২৫১০ গুয়াহাটি - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ ও ০২.০৯.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে যথাক্রমে ৩০ মিনিট ও ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। **(২) ১৩১৬০** যোগবাণী-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ৪০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। **(৩) ২২৫০৪** ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

দ্রষ্টব্যঃ ১৩৪২৭/১৩৪২৮ হাওড়া - সাহেবগঞ্জ - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে ঝাপটের ঢাল এবং রামপুরহাট স্টেশনের মধ্যবর্তী সকল স্টেশনে থামবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং পুনরায় কোনো নতুন চালু করা ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, ব্লক চলাকালীন যাত্রাপথে উপযুক্তভবে নিয়ন্ত্রিত হবে/ পথ পরিবর্তন করবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাদায় আটকেছে টোটো। তিস্তিবাড়ি-খইদারবাড়ি রাস্তায়।

বেহাল রাস্তায় দুর্ভোগ গোপালপুরে

রাজেশ দাস

গোপালপুর, ২৭ জুন : রাস্তা তো নয়, যেন মরণফাঁদ। সম্প্রতি যাত্রী নিয়ে একটি টোটো গোপালপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেসময় রাস্তায় জমা কাদায় টোটোর চাকা আটকে যেতে যাত্রী নামিয়ে দিলেন চালক। স্থানীয় বাসিন্দারা হাত লাগানোয় টোটোর চাকা কোনওক্রমে কাদা থেকে তোলা হল। মাথাভাঙা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিস্তিবাড়ি থেকে খইদারবাড়ি পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তার ভগ্নদশা। গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হেমন্তী রায় মাঝি বললেন, 'বিষয়টি নজরে রয়েছে। দ্রুত রাস্তা সংস্কার করা হবে। আগামীদিনে ওই রাস্তা পাকা করা হবে।'

গ্রামবাসীদের দাবি, এই সমস্যা প্রতিদিনের। এরপরও রাস্তা সংস্কারে স্থানীয় প্রশাসনের হেলদোল নেই। দেখা গেল, রাস্তায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলে জলকাদায় বেহাল হয়ে পড়ে রাস্তাটি। ফলে যাতায়াত করতে ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় এলাকার বাসিন্দাদের। ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, প্রায় ১০ বছর ধরে রাস্তা নিয়ে ভোগান্তি চলছেই। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধানকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি, কেবল আশ্বাস মিলেছে।

গ্রামবাসী বাসুদেব বর্মন বললেন, 'প্রতিদিন জলকাদা পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। রাস্তার বেহাল দশার কারণে এলাকার প্রায় ৯০টি পরিবার ভোগান্তির শিকার। সামান্য বৃষ্টি হলে রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। অসুস্থদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে ভোগান্তি বাড়ছে।' গ্রামবাসী সুশীল বর্মন বলেন, 'বৃষ্টি হলে রাস্তায় জলকাদা জমে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে চলাচলও করা যায় না। মোটরবাইক, টোটো নিয়ে যাতায়াতেও সমস্যায় পড়তে হয়। দুর্ঘটনাও ঘটছে। তা সত্ত্বেও উদাসীন প্রশাসন। রাস্তা ভাঙা আটকাতে বাঁশের পাইলিং করে দেওয়া হয়েছিল। তাও ভেঙে গিয়েছে। দ্রুত রাস্তা সংস্কার করা না হলে এলাকাবাসী বর্ষায় চলাচল করতে পারবেন না।' আরেক গ্রামবাসী অসীম বর্মন বললেন, 'এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে স্কুল পড়ুয়াদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

বিপুল গাঁজা উদ্ধার

কোচবিহার, ২৭ জুন : সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পুলিশের তরফে বৃহস্পতিবারই বেশ আড়ম্বর করে মাদকবিরোধী দিবস পালন করা হয়েছিল। কিন্তু মাদক পাচারকারীরা যে তাদের কাজ চালিয়েই যাচ্ছে তা শুক্রবারের ঘটনাতেই স্পষ্ট। এদিন আলুবোঝাই গাড়িতে আলুর বস্তার ভিতরে লুকিয়ে গাঁজা পাচার করা হচ্ছিল। খবর পেয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের দুই বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।

ধৃত সামসুর আলম ও নরুল আলি দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা। এদিন তারা আলুবোঝাই একটি ছোট গাড়িতে মাথাভাঙার দিক থেকে রাজ্য সড়ক ধরে কোচবিহারের দিকে ঢুকছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোচবিহার-১ ব্লকের গুড়িয়াহাটি এলাকায় গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। দেখা যায়, আলুর বস্তার ভিতরে প্যাকেট করে গাঁজা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ১৯টি প্যাকেটে ১৩৬ কেজি ১৩ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

প্রশাসনিক ইউনিট/জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন পরিচালন কর্তৃপক্ষঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এসডিএএইচ-পার্সেল-৪৪। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ১১.০৭.২০২৫ বেলা ১২টা। **অকশন শেষের তারিখ/সময়ঃ** ১১.০৭.২০২৫ বিকাল ৪টা। **অটো এক্সটেনশনস্ জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশনস্ সময়কালঃ** ১২০ সেকেন্ড। অকশনের ধরণঃ শেষে বন্ধ। **প্রারম্ভিক বিরাম কালঃ** ৩০ মিনিট। **পর্যায়ক্রমিক লট বন্ধের মধ্যবর্তী সময়কালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ** ২৪.০৬.২০২৫, সন্ধ্যা ৬.৩৪ মিনিট। **ক্র.নং.; এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ; দৈনিক/ট্রিপ; বন্ধের তারিখ/সময় ও প্রয়োজনীয় টার্নওভার** নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; **১৫০৪৭-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৪১৮;১১-০৭-২৫ দুপুর ১২.৩০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ২; এএ/২; **১৫০৫১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ১০৪; ১১-০৭-২৫ দুপুর ১২.৪০ মিনিট; ০। ৩; এএ/৩; **১৩১৮১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এসএইচটিটি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ১০৫;১১-০৭-২৫ দুপুর ১২.৫০মিনিট; ০। ৪; এএ/৪; **১২৫১৭-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিএইচওয়াই-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ১০৪;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.০০ টা; ০। ৫; এএ/৫; **১২২৫৯-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ- বিকেএন-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৪১৭;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.১০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ৬; এএ/৬; **১২৩১৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এনডিএলএস-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.২০ মিনিট; ৫০,০০,০০০। ৭; এএ/৭; **১২৩৭৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ- এনওকিউ-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..);৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.৩০ মিনিট; ৫০,০০,০০০। ৮; এএ/৮; **১২৩৪৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এইচডিবি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.৪০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ৯; এএ/৯; **১৩১৪৯-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এপিডিজে-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.৫০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ১০; এএ/১০; **১৩১৪৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-বিএক্সটি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ২.০০টা;২০,০০,০০০। ১১; এএ/১১; **১৩১৩৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএমএইচ-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ১০৫; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.১০ মিনিট; ০। ১২; এএ/১২; **১৯৪১৪-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ১০৪; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.২০ মিনিট; ০। ১৩; এএ/১৩; **১৩১৫৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমএফপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ১০৫; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.৩০ মিনিট; ০। ১৪; এএ/১৪; **১৩১৬৫-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এসএমআই-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ১০৪; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.৪০ মিনিট; ০। ১৫; এএ/১৫; **১৫০৪৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ৪১৮; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.৫০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ১৬; এএ/১৬; **১৫০৪৯-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ২০৮; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.০০টা; ০। ১৭; এএ/১৭; **১৩১৭৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ২০৯; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.১০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ১৮; এএ/১৮; **১৩১৬৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ২০৯; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.২০ মিনিট; ০। ১৯; এএ/১৯; **১৩১৬৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ৫২১; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.৩০ মিনিট; ০। ২০; এএ/২০; **১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ৩১২; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.৪০ মিনিট; ০। ২১; এএ/২১; **১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ৩১২; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.৫০ মিনিট; ০। ২২; এবি/১; **১৩১৮১-১৩১৮২-ভিপি-১-কেওএএ-এসএইচটিটি-২৫-১** (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান); পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস; ১০৫; ১১-০৭-২৫ বিকাল ৪.০০টা; ৫০,০০,০০০। **রেট ইউনিট ঃ** ট্রিপ প্রতি লাইসেন্সিং ফি (ক্র.নং. ১ থেকে ২১ প্রতিটির জন্য) এবং ট্রিপ প্রতি রাউন্ড (দু দিকে) (ক্র.নং. ২২-এর জন্য)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)ঃ** ০.২ (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। **বায়না মূল্যঃ** ১০% (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। **লটের স্ট্যাটাস ঃ** আরপি পেন্ডিং (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। (SDAH-100/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

নিয়ম ভাঙছে টোটো-অটো, যানজটে দুর্ভোগ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৭ জুন : মাথাভাঙ্গা মহকুমার শীতলকুচি ব্লকের অন্যতম ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িককেন্দ্র হল গোঁসাইরহাট। গোঁসাইরহাট বাজারের এলাকা দিয়েই আবার মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি প্রধান সড়ক গিয়েছে। সেখান দিয়ে প্রতিদিন বহু যানবাহন চলাচল করে। হাটের দিনগুলিতে তো বটেই, অন্যান্য দিনেও ওই বাজার সংলগ্ন সড়কটিতে যানজট চরম আকার ধারণ করছে। টোটো, অটো, ভুটভুটি সহ নানা ধরনের যানবাহন রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে পথচলতি মানুষের নানা সমস্যা হয়। এমনকি জরুরি ক্ষেত্রে যাতায়াত করতেও বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এই সমস্যার পিছনে যথাযথ নিয়মবিধির অভাবই দায়ী। তার সঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুবার এ নিয়ে জানানো সত্ত্বেও কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এবিষয়ে শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বলেন, 'গোঁসাইরহাট বাজারে যানজট কমাতে পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই এলাকায় কনস্টেবল নিয়োগ করা হবে। যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতেও বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

এদিকে, শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন নিজেও গোঁসাইরহাটের বাসিন্দা। তাঁর কথায়, 'আমরা আগেও সমস্যা সমাধান নিয়ে টোটো ও অটোচালকদের সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। কিন্তু আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত টোটো ও অটো ইউনিয়ন শীতলকুচিতে দুর্বল। তাই এতদিন সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। তবে সংগঠনের জেলা নেতৃত্বে সম্প্রতি পরিবর্তন এসেছে। নতুন সভাপতি রাজেন্দ্রকুমার বৈদ্যর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই শীতলকুচিতে সংগঠনের নতুন নেতৃত্ব আসবে।' এছাড়া রথযাত্রার পরেই গোঁসাইরহাট বাজারের যানজট নিয়ে পুলিশ, পঞ্চায়েত এবং টোটো ও অটোচালক ইউনিয়ন একসঙ্গে বৈঠকে বসে সমস্যার সমাধান করা হবে বলেও তিনি জানান।

মদন আরও জানান, টোটো এবং অটোস্ট্যান্ডের জন্য ইতিমধ্যেই জায়গা নির্দিষ্ট করা আছে। সেখানেই পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। সেখান থেকে টাইমকিপারের নির্দেশ অনুযায়ী টোটো এবং অটো ছাড়া হবে। রাস্তার উপর টোটো এবং অটো দাঁড়িয়ে থাকা নিষিদ্ধ করা হবে। ফলে গোঁসাইরহাট বাজার দিয়ে যাওয়া মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়ক যানজটমুক্ত হবে। স্থানীয় বাসিন্দা সুরেশ বর্মন, ব্যবসায়ী আনন্দ সাহা, শ্যামসুন্দর সাহা সকলেই মনে করেন প্রশাসনের এই উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়িত হলে বাজারের দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যার অবসান ঘটবে।

গোরু, মোষ পাচার রুখল পুলিশ

বক্সিরহাট, ২৭ জুন : গোরু ও মোষ পাচার রুখল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। শুক্রবার ভোরে অসম-বাংলা সীমান্তের ভাঙ্গাপাকড়ি এলাকার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন পশ্চিমবঙ্গ থেকে অসমে প্রবেশের পথে নাকা চেকিং চালানোর সময় একটি কনটেনারকে আটক করেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। গাড়ির বৈধ কাগজপত্র দেখতে চাইলে গতি বাড়িয়ে অসমের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এরপর পুলিশ বাইক নিয়ে পিছু ধাওয়া করে সংকোশ এলাকায় ওই গাড়িটিকে পাকড়াও করে। তল্লাশি চালিয়ে ওই গাড়ি থেকে ১২টি মোষ ও ৩টি গোরু উদ্ধার করা হয়েছে। তবে পলাতক অভিযুক্তরা। পলাতকদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

প্রাণবন্ত।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

খেলার মাঠ যেন ভাগাড়

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৭ জুন : ভেটাগুড়ির একেবারে প্রাণকেন্দ্র তথা জাতীয় সড়কের ধারে একটি বড় খেলার মাঠ রয়েছে। কোচবিহার জেলার প্রাক্তন সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক সাংসদ থাকাকালীন ২০২১ সালে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মাঠের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করেন। প্রাক্তন সাংসদের বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে অবস্থিত এই খেলার মাঠ এখন ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। মাঠের মধ্যে নিকাশিনালার জল ঢুকছে। ফুটপাথে থাকা দোকানিরা মাঠে আবর্জনা ফেলছেন। এর জেরে মাঠটি বর্তমানে খেলাধুলোর অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। মাঠের বেহাল অবস্থার কথা অবশ্য ভেটাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চুমকি মহন্ত স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মাঠে ঢোকার মূল ফটকের সামনে থাকা স্ল্যাবের কিছুটা অংশ ভেঙে গিয়েছে। ফলে নিকাশিনালার জল মাঠে ঢুকছে। শীঘ্রই তা সংস্কার করে মাঠটি খেলার উপযুক্ত করে তোলা হবে।'

এদিন মাঠের মূল ফটক দিয়ে ঢুকে দেখা গেল নিকাশিনালার জল জমে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। মাঠের যত্রতত্র আবর্জনা পড়ে রয়েছে। স্থানীয় তরুণ অঙ্কিত সাহার কথায়, 'অনেকদিন ধরে মাঠের বেহাল দশা। বিশেষ করে বর্ষাকালে এই সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করে। অথচ এব্যাপারে প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ নেই।' বেহাল মাঠের জন্য আগের মতো টুর্নামেন্ট হয় না বলে অঙ্কিত জানান।

প্রাক্তন সাংসদ নিশীথ নিজের এলাকার বেহাল মাঠ নিয়ে কতটা তৎপর তা জানতে এদিন তাঁকে ফোন করা হয়। কিন্তু কোনও সাড়া মেলেনি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ভেটাগুড়ির এই মাঠে এক সময় বড় বড় টুর্নামেন্ট হত। বিভিন্ন জেলার খেলোয়াড়রা এই মাঠে খেলতে আসত। এখন মাঠ থাকলেও তার অবস্থা আগের মতো নেই। মাঠ নিয়ে এরকম আক্ষেপ শোনা গেল প্রাক্তন ক্রীড়া শিক্ষক তুষারকান্তি দেবনাথের কথায়। তাঁর বক্তব্য, 'গ্রাম হোক বা শহর ক্রমে আমাদের জীবন থেকে খেলার মাঠ কমে যাচ্ছে। সেখানে একটি মাঠ রয়েছে, যেখানে একসময় বড় টুর্নামেন্ট হত। সেটির এমন অবস্থা দেখলে সত্যি কষ্ট হয়। এরফলে নবীন প্রজন্ম ক্রমে মাঠবিমুখ হয়ে পড়বে। তাই প্রশাসনের উচিত দ্রুত মাঠ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।'

বেহাল দশা

- ভেটাগুড়িতে জাতীয় সড়কের ধারে একটি বড় খেলার মাঠ রয়েছে
- নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে অবস্থিত এই খেলার মাঠ এখন ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে
- মাঠের মধ্যে নিকাশিনালার জল ঢুকছে
- ফুটপাথে থাকা দোকানিরা মাঠে আবর্জনা ফেলছেন

নিকাশিনালার জল ঢুকেছে ভেটাগুড়ির মাঠে।

অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে কড়া নিরাপত্তা

জেলাজুড়ে ঘুরল রথের চাকা

কোচবিহার ব্যুরো

২৭ জুন : কেউ রথ ছুঁলেন সামনে থেকে, আবার কেউ রথের দড়ি ধরে কপালে হাত ছোঁয়ালেন। শুক্রবার গোটা জেলা মেতে উঠল রথযাত্রায়। রথে চাপিয়ে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে নিয়ে এলাকা পরিক্রমা করলেন এলাকাবাসী। উৎসবকে কেন্দ্র করে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, সেজন্য সব জায়গায় কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল।

এদিন কোচবিহারের বাবুরহাটের ইসকন মন্দির থেকে রথ বেরিয়ে শহর ও শহরতলির বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। রথ বেরিয়েছিল নতুনপল্লি রাধাকৃষ্ণ মন্দির থেকেও। গৌড়ীয় মঠ থেকেও রথ বেরিয়েছে। মাতৃসংঘের উদ্যোগে বীণাপাণি ক্লাব এলাকায় রথ বের করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কোচবিহার শহর লাগোয়া ১ নম্বর কালীঘাট রোডের বটতলা থেকে রথযাত্রা বের হয়। কোচবিহার-২ ব্লকের চকচকা বাইশগুড়ি, গোপালপুর চৌরঙ্গি, ঢাংঢিংগুড়ি, পুন্ডিবাড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে, দিনহাটাতেও এদিন রথকে ঘিরে উৎসাহ দেখা যায়। দিনহাটা মদনমোহনবাড়ি, শ্রী গুরুপ্রপন্ন আশ্রম, মহামায়াপাটের রথ শহর পরিক্রমা করে।

মাথাভাঙ্গার মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির রথযাত্রা। শুক্রবার। ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

তুফানগঞ্জেও এদিন ছবিটা ছিল অনেকটা একই। মদনমোহন মন্দিরে ঐতিহ্য মেনে উৎসবটি পালিত হয়েছে। 'গোপীবল্লভজি'-কে রথে করে মাসির বাড়ি নিয়ে যান পুণ্যার্থীরা। মদনমোহন মন্দির থেকে শুরু করে রানিরহাট বাজার হয়ে জেলখানা ময়দান সংলগ্ন পশ্চিমপাড়া কালী মন্দির চত্বরে রথটি রাখা হয়। এদিন নিউটাউন মহাদেববাড়ির রথযাত্রায়ও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গা শহরের চৌপথি থেকে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির রথযাত্রা শুরু হতেই ঘটে বিপত্তি! রথের দড়ি ছিঁড়ে যায়। পরে অবশ্য সেটি ঠিক করে ভক্তরা রথ টেনে নিয়ে যান।

এছাড়া মাথাভাঙ্গা শহরে গৌড়ীয় মঠ, গিরিধারী মন্দির এবং শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবাসদন থেকে রথ বের হয়। গোঁসাইরহাট ইসকন মন্দির এবং শীতলকুচিতেও উৎসবে শামিল হন এলাকাবাসী। গোঁসাইরহাট ইসকন মন্দিরে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নয়দিনব্যাপী মেলার সূচনা হয়। মেলা বসেছে কুশিয়ারবাড়িতেও। ঘোকসাডাঙ্গা, শিলডাঙ্গা, গুমানিহাটেও মেলা বসে। পারডুবিতে শতাব্দীপ্রাচীন রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। পারডুবি বাজার, হিন্দুস্তান মোড়েও এদিন রথের মেলায় ভিড় জমান এলাকাবাসী। নিশিগঞ্জের রথটি বাজার থেকে মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গণ হয়ে কালী মন্দির প্রাঙ্গণে আসে। তবে এবার সেখানে মেলা না বসায় স্থানীয়দের মধ্যে আক্ষেপ দেখা যায়।

ব্যাপক উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে হলদিবাড়িতে রথযাত্রা হয়। দেওয়ানগঞ্জ দুর্গামণ্ডপ কমিটির তরফে তা আয়োজিত হয়। ঘোড়া দিয়ে রথ টানার ব্যবস্থা করে কাশিয়াবাড়ি রথ কমিটি। বালাডাঙ্গা-শিমুলতলি, হলদিবাড়ি শহর, কাশিয়াবাড়ি স্টেশন, পাঠানপাড়ায়ও প্রচুর মানুষ রথের দড়ি টানতে রাস্তার মধ্যে ভিড় জমান। চ্যাংরাবান্ধা পশ্চিমপাড়ার রথ এশিয়ান হাইওয়ের পথ ধরে এলাকা পরিক্রমা করে। ছন্দম গোষ্ঠীর রথ দেবী কলোনি এলাকার বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করেছে। চৌরঙ্গি এলাকায় রথযাত্রার মেলায় পুণ্যার্থীদের ঢল নামে। ভোটবাড়ির হেলাপাকড়ি মোড় এলাকার রথ পরিক্রমা শেষে পৌঁছায় চ্যাংরাবান্ধায়। এদিকে মেখলিগঞ্জ ব্লক অফিসের দিঘার রথযাত্রার সরাসরি সম্প্রচার এলইডি স্ক্রিনে দেখানো হয়। সীমান্তের কুচলিবাড়ি উপনচৌকি থেকে রথ ধাপড়া বাজার পরিক্রমা করে। পাশাপাশি ডাঙ্গারহাটেও রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে মেলা বসেছে।

টুকরো খবর

জেল হেপাজত

চ্যাংরাবান্ধা, ২৭ জুন : গত মঙ্গলবার রাতে চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪১ কামাত চ্যাংরাবান্ধা হাটধরধরিয়া এলাকায় পারিবারিক বিবাদের জেরে মামাকে অস্ত্র দিয়ে কোপ মারার ঘটনায় মেখলিগঞ্জ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ভাগ্নে মহাবুল আলমকে বৃহস্পতিবার জেল হেপাজত দিয়েছেন বিচারক। এ বিষয়ে মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার বলেন, 'বৃহস্পতিবার ধৃতকে মেখলিগঞ্জ কোর্টে তোলার পর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।'

সেতুর দাবি

গোপালপুর, ২৭ জুন : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জলঢাকা নদীর ওপর পাকা সেতুর দাবি বহুদিনের। এনিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণমন্ত্রীর দপ্তরে ই-মেলের মাধ্যমে আবেদন জানাল গিলাডাঙ্গা তপসিতলা জলঢাকা সেতু নির্মাণ উদ্যোগ কমিটি। কমিটির সভাপতি শ্যামল বর্মন বলেন, 'আমরা সাংসদ, বিধায়ক ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও আবেদন জানিয়েছিলাম। এবার কেন্দ্রীয় সড়কমন্ত্রী নীতিন গড়করি দপ্তরে সেতুর দাবিতে আবেদন জানালাম।'

শিলান্যাস

বক্সিরহাট, ২৭ জুন : শুক্রবার বক্সিরহাটের শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভা রায়। এদিন বামনিরকুঠি এলাকায় পেভার্স ব্লকের রাস্তা, বিশ্রামাগার, নর্দমা, শ্মশান ইত্যাদি কাজের শিলান্যাস হয়। মালতী রাভা রায় বলেন, 'গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে ২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাজগুলো করা হবে। এতে অনেক মানুষ উপকৃত হবেন।'

অনুষ্ঠান

তুফানগঞ্জ, ২৭ জুন : শুক্রবার তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাড়ালজানি মাছুয়াপাড়া কালীমন্দিরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উত্তরবঙ্গ প্রতিবন্ধী সংগ্রাম সমিতি।

দু'মাসেও মেলেনি পরীক্ষার রেজাল্ট

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৭ জুন : প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা শেষ হওয়ার দু'মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে। অথচ এখনও কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা ডিগ্রি কলেজগুলির প্রথম বর্ষের প্রথম সিমেস্টারের পড়ুয়ারা রেজাল্ট হাতে পাননি। গতবছর প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষার ফলাফল ২০ মে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এবার পরীক্ষা খানিকটা দেরিতে হওয়ায় এখনও ফলাফল প্রকাশ করতে পারেনি বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলির কথায়, 'খুব শীঘ্রই যাতে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।'

সূত্রের খবর, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ৬০ দিনের বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও প্রায় ৩০ হাজার খাতা দেখা বাকি। সেই কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কলেজের অধ্যক্ষদের কাছে ই-মেল পাঠানো হয়েছে। তবে কতদিনে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও যথেষ্ট সন্দিহান।

কলেজগুলিতে এখন গরমের ছুটি চলছে। এর ফলে কাজের গতি কিছুটা মন্থর হয়েছে বলে শিক্ষাবিদদের দাবি। এদিকে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত না হলেও দ্বিতীয় সিমেস্টারের পড়ুয়াদের ক্লাস দু'মাস হল শুরু হয়েছে। গরমের ছুটিতে কলেজ বন্ধ থাকলেও সামার ইন্টার্নশিপের ক্লাস চলছে। আগামী মাস থেকে ফের কলেজগুলিতে জোরকদমে ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে মেখলিগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ মিঠু দেব দ্রুত ফল প্রকাশের আর্জি জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'কাজে আরও গতি আনা প্রয়োজন। দ্বিতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষায় বসার অন্তত কয়েকমাস আগে পড়ুয়াদের প্রথম সিমেস্টারের রেজাল্ট দেওয়া প্রয়োজন। এতে তাঁরা মানসিকভাবে ঠিক থাকবে।'

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৪টি ডিগ্রি কলেজ রয়েছে। গত বছর কলেজগুলির প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলেছে। এরপর ২০ মে ফল প্রকাশিত হয়। এদিকে, গত শিক্ষাবর্ষে কলেজগুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া বেশ কিছুদিন চলায় এবার প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলেছে। কতদিনে ফল প্রকাশিত হবে তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক বিভাগও চিন্তিত। খাতা দেখার পর্ব মিটলে নম্বরগুলি ফের স্ক্রুটিনি করে মার্কশিট তৈরি করা হবে। এজন্য আরও বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক দপ্তর সূত্রে খবর, এপ্রিল মাসে কলেজগুলির খাতা অধ্যাপকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ দেবনাথের বক্তব্য, 'যত তাড়াতাড়ি পরীক্ষার খাতা দেখে জমা দেওয়া হবে তত তাড়াতাড়ি ফলাফল দেওয়া যাবে। তাছাড়া পরীক্ষা সময়মতো হলেই ভালো। এতে পরের সিমেস্টারে পড়ুয়াদের যে সময় পাওয়ার কথা সেটা পাবে।'

দ্বিতীয় সিমেস্টারের এক ছাত্রের মন্তব্য, 'রেজাল্ট হাতে পেলে আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারতাম। তাই পরের পরীক্ষায় বসার আগে আমাদের রেজাল্ট দেওয়া হোক।'

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সমস্যায় পড়ুয়ারা

- পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ৬০ দিনের বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে
- এখনও প্রায় ৩০ হাজার খাতা দেখা বাকি
- সেই কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কলেজের অধ্যক্ষদের কাছে ই-মেল পাঠানো হয়েছে
- কবে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট চিন্তিত

হাতির হানা

ফালাকাটা, ২৭ জুন : ফালাকাটা ব্লকে হাতির হানায় যেন লাগাম নেই। বৃহস্পতিবার রাতে ব্লকের বাবুপাড়ায় ধীরু গোঁসাইয়ের সুপারি বাগানে ১৫টি হাতির দল হামলা চালায়। জলদাপাড়া বনাঞ্চলের ওই হাতির দলের তাণ্ডবে ৩৫টি ফলন্ত সুপারি গাছ ভেঙে যায়। পরে বনকর্মীদের চেষ্টায় হাতিগুলিকে জঙ্গলে ফেরানো সম্ভব হয়। বন দপ্তর জানিয়েছে, আবেদন করলে নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

বাইশগুড়িতে বেহাল লোহার সেতু

মাথাভাঙ্গা, ২৭ জুন : রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বাইশগুড়ি গ্রামের মরা সুটুঙ্গা নদীর ওপর তৈরি লোহার সেতুটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কোথাও বড় বড় গর্ত। আবার কোথাও ধসে পড়েছে মাটি। এর ফলে প্রায়শই দুর্ঘটনার শিকার হতে হচ্ছে বাইক, সাইকেল, টোটোচালকদের। এবার সেই সেতু সংস্কারের দাবি তুললেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

২০০৮ সালে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের টাকায় বাম আমলে তৈরি হয়েছিল সেই লোহার সেতু। বর্তমানে তার পিলারগুলি জং ধরে ক্ষয়ে যাচ্ছে। সামান্য একটি মোটরবাইক গেলেও কেঁপে উঠছে পুরো সেতুটি। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, ভোটের আগে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি মেলে। আর ভোট মিটতেই জনপ্রতিনিধিদের দেখা মেলে না। তাই নেতা বা প্রশাসনের ওপর আর ভরসা না করে সম্প্রতি চাঁদা তুলে স্বেচ্ছাশ্রমে সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড মেরামতের কাজ করেছেন বাইশগুড়ির বাসিন্দারা। গত ১৪ জুন উত্তরবঙ্গ সংবাদে এব্যাপারে খবর প্রকাশিত হয়। আর তারপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।

শুক্রবার সেতুটি পরিদর্শনে আসেন জেলা পরিষদের সদস্য ধনীরাম অধিকারী এবং কোচবিহার জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার তাপস অধিকারী। ধনীরাম বলেন, 'সেতু সংস্কারের জন্য ২৭ লক্ষ টাকার টেন্ডার হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে ওয়ার্ক অর্ডারও দেওয়া হয়েছে।' তবে স্থানীয়দের দাবি, সংকীর্ণ সেতুর সংস্কার যথেষ্ট নয়। প্রয়োজনে সেতুর দৈর্ঘ্য কমিয়ে সেটিকে আরও চওড়া করতে হবে। এলাকার বাসিন্দা শেখ জামাল মিয়াঁ বলেন, 'সেতুটি এমন হওয়া উচিত যাতে অ্যাম্বুল্যান্স ও দমকলের গাড়িও চলাচল করতে পারে।' পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কুন্তী বর্মনও গ্রামবাসীদের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন।

ছোট তারা

শিবম বসাক
তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চামটা দেশবন্ধু হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি সে গান ও আবৃত্তিতে পারদর্শী।

বীরপাড়ায় বাস উলটে মৃত ২, আহত ১৪

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৭ জুন : শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বীরপাড়া চৌপথির কাছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বাস উলটে মৃত্যু হল দুজনের। আহত হয়েছেন ১৪ জন। বাসটি বীরপাড়া থেকে জটেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল। বীরপাড়া চা বাগানের কারখানার কাছে একটি মোটরবাইকের সঙ্গে সংঘর্ষের পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় বাসটি। বাসের ধাক্কায় একটি টোটোও উলটে যায়। আহতদের বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিনয় দাস (৪০) এবং নীলকমল দত্ত (৪৩) নামে দুজনকে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। জখম ১৪ জনের মধ্যে রয়েছেন দুই মোটরবাইকচালক এবং আরোহীরাও। তাঁদের মধ্যে ৫ জন বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

জটেশ্বরের বাসিন্দা বিনয় ওই বাসেরই কনডাক্টর ছিলেন। আর নবনগরের বাসিন্দা নীলকমলও জয়গাঁ রুটের একটি বাসের কনডাক্টর ছিলেন। এদিন ডিউটি শেষে ওই বাসে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন নীলকমল।

মোটরবাইকের সঙ্গে কীভাবে বাসের সংঘর্ষ হয়, তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। স্থানীয়দের একটি অংশ বলছে, একটি টোটোর চালক জাতীয় সড়ক থেকে গলিপথে ঢোকার সিগন্যাল দেন। তারপর হঠাৎ নিজেই সিগন্যাল ভঙ্গ করে জাতীয় সড়কের মাঝখানে এসে পড়েন। হকচকিয়ে বাঁদিকে বাসটিকে সরানোর চেষ্টা করেন বাসচালক। ওই সময় বিপরীত দিকে আসা মোটরবাইকটি তীব্র বেগে ধাক্কা মারে বাসে। সংঘর্ষের অভিঘাতে মোটরবাইকের সামনের অংশটি ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

আবার দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের জখম যাত্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'বাসচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তারপর বাসটি মোটরবাইকটির পেছনে ধাক্কা মারে। মোটরবাইকটিও জটেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল। বাসটি বাঁদিকে উলটে পড়ায় দরজা আটকে যায়। আমরা বের হতে পারছিলাম না।' ব্যাংকান্দির বিশ্বজিৎ রায় নামে আহত এক বাসযাত্রী জানিয়েছেন, তিনি প্রাণ বাঁচাতে জানলার কাচ ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসেন। ভাঙা কাচের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে বিশ্বজিতের শরীর। ওই সময় বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা ঘিরে পুণ্যার্থীদের ভিড় সামলাচ্ছিল পুলিশ। খবর পেয়ে পুলিশকর্মীদের একাংশ ঘটনাস্থলে যান। পৌঁছান বীরপাড়া দমকলকেন্দ্রের কর্মীরাও। এদিন দুর্ঘটনার জেরে বীরপাড়া রথের মেলার আনন্দ যেন অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস জানান, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি এবং মোটরবাইকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

৪ গন্ডারের মুখে পড়ে মৃত্যু মহিলার

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৭ জুন : জলদাপাড়া বনাঞ্চলে ফের গন্ডারের হামলায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। এবারও জঙ্গলের ভেতরে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে গন্ডারের মুখে পড়লেন দুই মহিলা। দুজনেরই বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের লছমনডাবরি গ্রামে। গন্ডারের হামলায় ফুলবালা বর্মন (৫৫) নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়। তাঁর সঙ্গে থাকা দিনোবালা বর্মন নামে আরেক মহিলা গুরুতর জখম হয়েছেন। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের ময়রাডাঙ্গা বিটের জঙ্গলে। মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত কমাতে বন দপ্তর লাগাতার সচেতনতামূলক প্রচার চালালেও তাতে যে কাজ হচ্ছে না এই ঘটনা ফের তা প্রমাণ করল।

এদিনের ঘটনাটি ঘটেছে একেবারেই জঙ্গলের ভেতরে। তাই ঘটনা নিয়ে বন দপ্তর এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে চাইছে না। জলদাপাড়ার ডিএফও পারভিন কাশোয়ানের কথায়, 'আমরাও খবর পেয়েছি। তবে কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা আমরা এখনই কিছু বলতে পারব না। যে মহিলা জখম, তাঁর সঙ্গে কথা বলা হবে। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' জলদাপাড়া পশ্চিমের রেঞ্জ অফিসার অয়ন চক্রবর্তীও একই কথা বলছেন। রেঞ্জ অফিসারের কথায়, 'এখনই কিছু বলতে পারছি না। তদন্ত করা হচ্ছে।'

তবে লছমনডাবরি গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য গোপাল বর্মন স্বীকার করে নিয়েছেন যে, গন্ডারের হামলাতেই একজনের মৃত্যু হয় ও আরেকজন জখম হন। গোপালের বক্তব্য, 'বাড়িতে জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন পড়ায় দুই মহিলা এদিন জঙ্গলের ভেতরে যান। সেখানে দুজনই গন্ডারের দলের সামনে পড়ে যান। তখন গন্ডারগুলি অতর্কিতে হামলা চালায়। প্রথমে দুজনই গুরুতর জখম হয়েছিলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে ফুলবালা বর্মনের মৃত্যু হয়।' প্রথমে দুজনকেই ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকরা একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতাল সূত্রের খবর, গন্ডারের হানায় দুজনেরই কোমরে চোট লাগে। পরে জখম মহিলাকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

জলদাপাড়া বনাঞ্চল। - ফাইল চিত্র

বন দপ্তর সূত্রে খবর, জঙ্গলের ভেতরে এরকমভাবে বন্যপ্রাণীর আঘাতে মানুষের মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিয়ম নেই। কারণ, সংরক্ষিত বনাঞ্চলে প্রবেশ করাই আইনত অপরাধ। বর্ষাকালে তিন মাস এমনিতেই জঙ্গলে প্রবেশ বন্ধ থাকে। তা সত্ত্বেও কীভাবে ওই দুই মহিলা এদিন জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, এদিন ফুলবালারা যখন জঙ্গলের ভেতরে ঢোকেন তখন একসঙ্গে চারটি গন্ডার ছিল। সেই গন্ডারগুলির মধ্যে সঙ্গিনী দখলের লড়াই চলছিল। একেবারে সেই দলটির সামনে পড়ে যান দুজন। ওই দুজনকে আক্রমণ করার পর গন্ডারগুলি জঙ্গলের আরও ভেতরে ঢুকে পড়ে। এদিকে, জখম মহিলার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। তাঁরাই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

বিমানে মৃত্যু

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলা যাত্রীর। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিমানটি ওড়ার সময় এই ঘটনা ঘটেছে। আরজি করে দেহ পাঠানো হয়েছে।

বিস্ফোরণে ধৃত

বীরভূমের লাভপুরে বিস্ফোরণ কাণ্ডে গ্রেপ্তার হল তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলে মহম্মদ কাইফ। ধৃতের বয়স ১৯। বোমা বিস্ফোরণের অন্যতম কান্ডারি হিসেবে তাকে মনে করছে পুলিশ।

ছাত্রীকে হেনস্তা

বাংলায় কথা বলায় দুই ছাত্রীকে হেনস্তা করা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সরব হয়ে অবাঙালি আগ্রাসনের দিকে আঙুল তুলেছে 'আমরা বাঙালি' দল। ঘটনা খতিয়ে দেখছে কর্তৃপক্ষ।

উদ্ধার বাইক

হাড়োয়ায় ধরা পড়ল বাইক চুরি চক্র। ৬টি বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত দুই অভিযুক্ত। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। শহরজুড়ে বাইক সহ অন্যান্য যান চুরি চক্র নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

তিলোত্তমায় ফের নারী নিগ্রহ

স্মৃতি উসকে দিল আরজি করের

কলকাতা, ২৭ জুন : ঠিক ছ'মাস আগেও প্রতিবাদের স্বরে মুখরিত হয়েছিল তিলোত্তমা। কলকাতার রাজপথ ঢেকেছিল 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' লেখনীতে। আন্দোলনের তীব্রতা ছুঁয়েছিল রাজ্য সীমানা ছাড়িয়ে গোটা দেশে। রাতের কলকাতার দখল নিয়েছিলেন মহিলারা। এখনও সেই স্মৃতি মুছে যায়নি। কর্মক্ষেত্রে ধর্ষণ ও খুনের শিকার হয়েছিলেন অভয়া। এবার স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণধর্ষণের ঘটনায় ফের নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। কসবা-কাণ্ড স্মৃতি উসকে দিল আরজি করের। এই ঘটনায় সর্বতোভাবে কসবা কাণ্ডের নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। তাঁদের মেয়ে একদিন ঠিক বিচার পাবে। আইনের প্রতি তাঁদের আস্থা রয়েছে। তাই যে কোনওরকম আইনি সহযোগিতা তাঁরা এই ঘটনায় দিতে রাজি বলে জানিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার পরিবার। আরজি কর কাণ্ডে রাজপথে আন্দোলনের ঝড় তুলেছিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। এখনও বিচার হয়নি অভয়ার। এই পরিস্থিতিতে ফের কসবার ঘটনায় গণআন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যেই কসবা থানায় ডেপুটেশন জমা দিয়ে পথে নামার দাবি করেছেন তাঁরা। নাগরিক সমাজকে পাশে থাকার আহ্বান করেছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা।

আরজি করের ঘটনায় নিম্ন আদালত ও হাইকোর্টে এখনও চলছে বিচারের দর কষাকষি।

> মাথায় দাদা-দিদির হাত থাকলে অনেকে ধরাকে সরা মনে করে। এরপর দেখা যাবে এরাও বেরিয়ে যাবে। এটা আমার কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।
>
> **কিঞ্জল নন্দ**

অগাস্ট মাসে আরজি কর কাণ্ডের একবছর পূর্ণ হবে। এই পরিস্থিতিতে ফের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ন্যক্কারজনক ঘটনার শিকার হয়েছেন পড়ুয়া। তাঁকে নিজের মেয়ের মতো বললেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ের সঙ্গে এই ঘটনা ঘটার পর প্রতিবেশীরা সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। কোনও ঘটনা ঘটলে তার পরের পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করা বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। এখন এই পরিবারের সঙ্গেও তা ঘটতে পারে। কিন্তু আমরা এই পরিবারের পাশে রয়েছি। সমস্তরকম আইনি সাহায্য করতে রাজি। গণআন্দোলনেও শামিল থাকব।' এই ঘটনার পরই পথে নেমেছে অভয়া মঞ্চ। আন্দোলনকারী জুনিয়ার চিকিৎসকরা কসবা থানায় ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন। প্রশাসনের ওপর সমান্তরাল চাপ সৃষ্টি করা হবে বলে চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, 'ধর্ষকদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন প্রয়োজন। আরজি করের সময় শাসক দলের সঙ্গে যুক্তদের দেখা গিয়েছিল। এখন বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে। তীব্র গণআন্দোলন দরকার। প্রশাসনের ওপর সমান্তরাল চাপ সৃষ্টি করা দরকার। গ্রেপ্তার হওয়া মানে শাস্তি পাওয়া নয়।'

আরেক চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দ বলেন, 'মাথায় দাদা-দিদির হাত থাকলে অনেকে ধরাকে সরা মনে করে। এরপর দেখা যাবে এরাও বেরিয়ে যাবে। এটা আমার কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।' চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া বলেন, 'এই ধরনের ঘটনাগুলি আটকানোর জন্য আমরা পথে নেমেছিলাম। কিছু মাস পরেই আবার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শাসক দল ঘনিষ্ঠ। নাগরিক সমাজকেও আমরা পাশে থাকার আবেদন করছি।'

অভিযুক্তের শাসক ঘনিষ্ঠতার বহু প্রমাণ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ জুন : সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র এখনও তৃণমূলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বর্তমানে কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোনও পদে না থাকলেও তিনি দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা কমিটির সদস্য পদে রয়েছেন। আর দলের এই সক্রিয় কর্মীর বিরুদ্ধে গণধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ সামনে আসার পরই চরম অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল। বিষয়টি জানার পর কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে দিঘা থেকেই ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি ঘটনা সামাল দিতে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়কে বলেন মমতা। অভিযুক্তর সঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ মালা রায়, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক দেবাশিস কুমার ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের ছবি সামনে এসেছে। ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন অভিযুক্ত। পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দেওয়া যায়, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী।

মনোজিৎ সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ থেকে ২০২২ সালে পাশ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোনও পদে না থাকলেও অস্থায়ী কর্মী হিসেবেও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আলিপুর দায়রা আদালতে তিনি নিজেকে ক্রিমিনাল আইনজীবী বলে পরিচয় দিতেন। দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট প্রেসিডেন্টও ছিলেন একসময়। বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি যুব তৃণমূলের সভাপতি হওয়ার জন্য দক্ষিণ কলকাতার নেতাদের ধরাধরি শুরু করেছিলেন। কলেজে থাকাকালীনই মারধর করার অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে। এর আগেও বহু ছাত্রীকে জিএস করার টোপ দিয়ে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন অভিযুক্ত মনোজিৎ। এই নির্যাতিতাকেও জিএস করার টোপ দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেইমতোই ওই নির্যাতিতা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

তবে আরজি করের পর ফের শিক্ষাঙ্গণে ধর্ষণের ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে তৃণমূল ও রাজ্য সরকার। এদিনই দিঘা থেকে রাজ্যের দুই মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও ফিরহাদ হাকিমকে ফোন করেন মমতা। তবে অভিযুক্ত এখনও দলের কোনও পদে নেই বলে সাফাই দেওয়া শুরু করেছে তৃণমূল।

তৃণমূলের অনেক শীর্ষনেতার সঙ্গে অভিযুক্তের ছবি।

এদিনই মমতার নির্দেশে তৃণমূল ভবনে তড়িঘড়ি বৈঠক ডেকে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'এই রাজ্যে অভিযুক্তদের মালা পরানো হয় না। আমরা অপরাজিতা বিল তৈরি করেছি। কিন্তু রাজ্যপাল তা অনুমোদন দেননি। আমরা চাই এই ঘটনার কঠোরতম শাস্তি হোক। আমরা ধর্ষকদের প্রশ্রয় দিই না।'

সোনার ঝাড়ুতে রাস্তা ঝাঁট মুখ্যমন্ত্রীর,সঙ্গে ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধামোহন দাস ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস(ওপরে)। রথযাত্রায় শামিল বিদেশিরা (মাঝে)। দিঘার রাস্তায় মানুষের ঢল (নীচে)। ছবি-পিটিআই।

মমতার হাতে ঝাঁটা, রথ গড়াল দিঘায়

চিত্ত মাহাতো ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

দিঘা ও কলকাতা, ২৭ জুন : সমুদ্রের জোয়ারের গর্জন, আলোকসজ্জা, কীর্তনের ছন্দ আর চন্দনের সুগন্ধ মিশিয়ে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হল দিঘা। সমুদ্র সৈকতের টানে বছরভর যে পর্যটকরা দিঘায় পৌঁছোতেন, তাঁরা এখন যাচ্ছেন জগন্নাথদেবের দর্শনে। দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ শুক্রবার সাক্ষী থেকেছেন দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা দেখতে। অলিতে-গলিতে শুধুই কীর্তন ও হরিনামের সুর। নিম কাঠের বিগ্রহের দেবত্রয়ীর রথ প্রথমবার গড়াল সমুদ্র সৈকতের রাস্তায়। জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার রথের নাম দেওয়া হয়েছে নন্দীঘোষ, তালধ্বজ, দর্পদলন। এই রথে চড়ে পাহান্ডি বিজয়ের মধ্যে দিয়ে মাসির বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেন জগন্নাথদেব। অবশ্যই মধ্যমণি থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার পরই দিঘায় গড়াল রথের চাকা। লক্ষাধিক মানুষ শুধুমাত্র রথের রশি ধরার জন্য রাস্তার দু-ধারে সকাল থেকে অপেক্ষায় ছিলেন। ইসকনের সন্ন্যাসীদের হরেকৃষ্ণ নামের মধ্যে দিয়েই মাসির বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল জগন্নাথদেবের রথ।

উৎসব দেখতে বৃহস্পতিবার থেকেই দিঘায় ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই রব। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ দিঘার প্রথম রথযাত্রার সাক্ষী থাকতে এসেছেন। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা ভক্তদের ভিড়ে শুধুই হরেকৃষ্ণ আর জয় জগন্নাথ বাণী শোনা যাচ্ছে। মুছে গিয়েছে সমস্ত সীমানার গণ্ডি। খোল, করতাল হাতে সৈকতনগরীতে পায়ে পা মিলিয়ে নাচের মাধ্যমে শামিল সকলে। সকাল থেকেই আবহাওয়া ছিল কিছুটা খারাপ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি, আর তার মধ্যেই নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হল রথযাত্রা। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তা রথের সঙ্গে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মধ্যে রাস্তার দু-ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের সঙ্গে হাতও মেলালেন। বোঝানোর চেষ্টা করলেন 'আমি তোমাদেরই লোক।'

সকাল ৯টায় পুজো শুরু হয়। ৫২ রকমের ভোগ দিয়ে জগন্নাথদেবকে পুজো দেওয়া হয়। বেলা ১টায় শুরু হয় আরতি। এরপর নিম কাঠের জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার বিগ্রহ তোলা হয় রথে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেন। এদিনও বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ৩ কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে মাসির বাড়ি পৌঁছোন। তবে দিঘায় রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের উন্মাদনা যে ক্রমেই বাড়ছে, তা বোঝা গেল জিলিপি, পাঁপড় ভাজার দোকান দেখে। স্থানীয় তপন মাইতি বলেন, 'দিঘার জগন্নাথ মন্দির আমাদের অনেকের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে দিয়েছে।' দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান উত্তম বারিক বলেন, 'দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ দিঘায় এসেছেন।'

মাহেশের রথযাত্রা... *শুক্রবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

নাবালিকার মৃত্যুতে এনআইএ চান সুকান্ত

কলকাতা, ২৭ জুন : কালীগঞ্জে নাবালিকা খুনের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত দাবি করেছে তামান্নার পরিবার। শুক্রবার কালীগঞ্জে তামান্নার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর সুকান্ত বলেন, 'তামান্নার পরিবার যদি সিবিআই তদন্ত চায়, তাহলে সেটাই হওয়া উচিত। তবে এই ঘটনার তদন্তে এনআইএ ঢুকতেই পারে। ঘটনার সঙ্গে যেহেতু বোমা বিস্ফোরণের বিষয়টি জড়িত, তাই এনআইএ তদন্ত হলে বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িতরা সবাই গ্রেপ্তার হবে।'

নিহত তামান্না খাতুনের বাড়িতে রথের দিন যাওয়ার কথা ছিল বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। সুকান্তর দাবি, এব্যাপারে পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও যাতে তামান্নার পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করতে না পারেন, তার জন্য আগেভাগেই দেবগ্রাম পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তামান্নার পরিবারকে। যদিও পুলিশের দাবি, পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কৃষ্ণনগর জজ কোর্টে নাবালিকা খুনের ব্যাপারে তার বাবা-মায়ের জবানবন্দি রেকর্ড করানোর জন্যই তামান্নার বাবা-মাকে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল। মোলান্দি যাওয়ার পথে সেই খবর পেয়ে সুকান্ত বাড়িতে না গিয়ে কৃষ্ণনগর জজ কোর্টের উদ্দেশে রওনা হন। জবানবন্দি দেওয়ার পর তামান্নার বাবা-মায়ের সঙ্গে আদালতের বাইরে দেখা করেন তিনি। পরে মোলান্দির বাড়িতেও যান। সুকান্তকে কাছে পেয়ে মেয়ের মৃত্যুর ঘটনায় ফের সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন মা সাবিনা। তদন্তে আইনি সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে সুকান্ত বলেন, 'ওঁরা আমাদের দল করেন না। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক নয়, শুধু মানবিক কারণেই বিজেপি তাঁদের পাশে থাকতে চায়।'

গ্রামে অস্ত্র উদ্ধার নিয়ে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন সাবিনা। এদিনও দুই অভিযুক্তের বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ২৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলেও মাত্র ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিন আদালতে জবানবন্দি দিতে গিয়েও পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তিনি।

মৃত নাবালিকার মায়ের সঙ্গে সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার। সংবাদচিত্র।

দিঘার প্রসাদ হিন্দুদের নিতে মানা শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ জুন : রথযাত্রার মঞ্চ থেকেও ফের হিন্দু ঐক্য গড়ে তোলার ডাক দিলেন রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখ শুভেন্দু অধিকারী। দিঘার রথযাত্রার সূচনায় নারকেল না ফাটায়, অনুষ্ঠানের সূচিতা নিয়ে নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু।

শুক্রবার বেলা সোয়া বারোটা নাগাদ কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে মহাজাতি সদনের বিপরীতে রথের অনুষ্ঠানে যোগ দেন শুভেন্দু। সারা ভারত বাউল, কীর্তনিয়া শিল্পী সংসদ আয়োজিত এই রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার আগে মঞ্চ থেকে সমবেত জনতার উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এসব জাতপাত সরিয়ে রেখে হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলুন। আমরা কেউ রামকৃষ্ণ আশ্রম, কেউ ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কেউ অনুকূল ঠাকুর আবার কেউ মতুয়া মহাসংঘের শিষ্য হতে পারি। সেই পরিচয় বজায় রেখেই সব হিন্দুদের এক হতে হবে। এটা সময়ের ডাক। সময় এসেছে হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলুন। গ্রামে গ্রামে জোট বাঁধুন তৈরি হোন।'

'২৬-এর নির্বাচনে হিন্দু ভোট একজোট করে ক্ষমতা দখল করতে মরিয়া বিজেপি। রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী থেকে এদিনের রথযাত্রায় হিন্দু ঐক্য গড়ে তোলাকেই পাখির চোখ করেছেন শুভেন্দু। রামনবমীতে রাজ্যজুড়ে ১ কোটি হিন্দু পথে নামবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিছু জায়গায় রামনবমীর মিছিলে জনসমাগম হলেও, শুভেন্দুর ১ কোটির লক্ষ্য থেকে তা ছিল অনেক দূরে। এদিনও রথযাত্রা প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেছেন, হিন্দুদের ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করা নিয়ে বাধা এলেও, রামনবমী থেকে রথযাত্রা সবক্ষেত্রেই হিন্দুরা তাদের শক্তি দেখাবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্য দখল করতে ধর্মীয় মেরুকরণই হাতিয়ার বিজেপির। হিন্দু ভোট একজোট করতেই রামনবমী থেকে শুরু করে রথযাত্রায় নেমেছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে কতটা এগোনো গেল তা মাপতেই এই শক্তিপ্রদর্শন। উত্তর কলকাতার এই রথে তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ ও চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ।

এদিন সরকারি উদ্যোগে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রাই ছিল আকর্ষণের কেন্দ্র। দিঘায় নতুন মন্দির ও রথযাত্রা নিয়ে রাজ্যবাসীর মধ্যে আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। জনতা জনার্দনের সেই মনোভাব বুঝেই সরাসরি দিঘার রথ নিয়ে এদিন কড়া সমালোচনা এড়িয়ে গিয়েছেন শুভেন্দু। শুভেন্দু বলেন, 'যতখুশি ভাস্কর্য তৈরি হোক, মন্দিরও হোক আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের চারধাম নিয়ে খেলা করার অধিকার কারও নেই। পুরীধামকে আপনি বদলাতে পারেন না।' তবে এদিনও হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে উসকে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'সামসুদ্দিনের তৈরি হালাল মিষ্টি কখনও হিন্দুরা জগন্নাথের প্রসাদ বলে গ্রহণ করবে না।' এরপর রথের রশি ধরে দু-টান দিয়েই শুভেন্দু তমলুকের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

ফের চালু রেজিস্ট্রেশন

কলকাতা, ২৭ জুন : চার দফা সুযোগ পেলেও রাজ্যের স্কুলগুলির একাংশ এখনও মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করেনি। প্রায় ৯ হাজার স্কুল পড়ুয়াদের নথিভুক্ত করেছে। এখনও রেজিস্ট্রেশন বাকি প্রায় ১,৫০০ স্কুলের। তাদেরকে সময় দিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ফের অনলাইন পোর্টাল খুলছে ২৮ জুন। সকাল ১১টা থেকে ৫ জুলাই সকাল ১১টা পর্যন্ত চালু থাকবে।

রিকশায় সওয়ারি 'জীবন্ত' জগন্নাথ, সুভদ্রারা

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ জুন : হাতে টানা রিকশা। তাতে স্বয়ং বিরাজমান জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। জীবন্ত দেবত্রয়ীকে দেখতে উপচে পড়ছে ভিড়। আর তাতেই আনন্দে মশগুল তিন জীবন্ত দেবতা। বার বার ইতিউতি চেয়ে দেখছে তারা। কেউ কেউ এসে তাদের পায়ে প্রণাম ঠুকে যাচ্ছে। আসলে তারা বিশেষভাবে সক্ষম। তাদেরই জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা হিসেবে সজ্জিত অবস্থায় টানা রিকশায় বসানো হয়েছে। ওরাও চায় সমাজে সাধারণ মানুষের মতো প্রতিটি উৎসবে মুখরিত হতে। কিন্তু বাস্তবতা তাদের দূরে সরিয়ে দেয়। এবার এই শিশুদের নিয়েই রথযাত্রার পূর্ণ তিথিতে অভিনব উদ্যোগ দেখা গেল উত্তর কলকাতায়। কলকাতার পুরাতন ঐতিহ্য হাতে টানা রিকশাকে সামনে এনে দেওয়া হল বিশেষ বার্তা। সেইসঙ্গে এই মাহেন্দ্রক্ষণে মুখে হাসি ফুটল বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের।

কারোর হাতে ঝাঁটা, কারোর হাতে ডান্ডিয়া, কারোর হাতে গঙ্গার জলসম্বলিত ঘট। ঝাঁট দিয়ে, গঙ্গার জল ছিটিয়ে পরিষ্কার করা হল জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার রথের রাস্তা। সেই পথেই রিকশায় করে শ্যামপুকুর থেকে দরজিপাড়া পর্যন্ত চলল দেবত্রয়ীদের টানা রিকশা। কলকাতার বুকে বর্তমানে যা প্রায় বিলীন হতে বসেছে। গুটিকয়েক উত্তর কলকাতার রাস্তায় দেখা গেলেও এই ঐতিহ্য অবলুপ্তির পথে। তবে শহর তিলোত্তমা এখনও পুরোনো ঐতিহ্য এখনও বজায় রাখতে চায়। তাই হাতে টানা রিকশা করেই রথযাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে পরিক্রমণ করানো হল। পরিক্রমায় অংশ নেওয়া অধিকাংশই শারীরিকভাবে সক্ষম। কেউ হাঁটল মায়ের হাত ধরে, কেউ ঠাকুমা বা দাদুর কোলে। অনেকে চলতে পারে না। তাদের বসার ব্যবস্থা করা হল ম্যাটাডোরে।

শ্যামবাজারে বিশেষভাবে সক্ষমরা দেবতার বেশে। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

অভিভাবক সবাণী জানা বললেন, 'এদের তো কোনও অপরাধ থাকে না। তবে সমাজ কেন এদের অন্য দৃষ্টিতে দেখে। কারোর পরিবারে এমন সন্তান হলে সেই পরিবারকেও অন্য চোখে দেখা হয়। এই দশকে এসেও আমরা কি সমাজে পরিবর্তন আনতে পেরেছি।'

উদ্যোক্তা সংগঠনের সম্পাদক গোবিন্দ রায় বললেন, '৩০ বছর ধরে আমরা রথযাত্রার দিন বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে থাকি। প্রতিবছর হুইল চেয়ারে করেই জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার পরিক্রমা করানো হয়। কিন্তু এই বছর হাতে টানা রিকশায় করানো হচ্ছে। আর এই শিশুদেরও আনন্দ উৎসবে অংশ নিতে ইচ্ছে হয়। তাই এই উদ্যোগ।'

দল চাইলে দায়িত্বের দৌড়ে দিলীপ

কলকাতা, ২৭ জুন : বিজেপির রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে দাঁড়াবেন না দিলীপ ঘোষ। তবে দল চাইলে আবার দায়িত্ব নিতে তাঁর আপত্তি নেই। কারণ, দলের নির্দেশ থাকলে তা মানতেই হবে তাঁকে। শুক্রবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি নির্বাচন নিয়ে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে খবর চাউর হতেই বাংলার গেরুয়া শিবিরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার কথা। এই প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, দলের রাজ্য সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হলেও শেষপর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমেই রাজ্য সভাপতি নির্বাচন করা হয়ে থাকে। দিলীপ বলেন, 'আর ওসবের মধ্যে আমি নেই।' তবে দল সর্বসম্মতিক্রমে এরকম দায়িত্ব দিলে দিলীপ দলের নির্দেশ পালন করতে পিছপা হবেন না।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪১ সংখ্যা, শনিবার, ১৩ আষাঢ় ১৪৩২

নয়া ইতিহাস

৪১ বছর বাদে ফের মহাকাশ অভিযানে দ্বিতীয় কোনও ভারতীয়। ১৯৮৪ সালে গিয়েছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা। তিনি প্রথম ভারতীয়, যিনি অন্তরীক্ষে গিয়েছিলেন। এবার বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা শুধু মহাকাশে গেলেন তা নয়, প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি পৌঁছোলেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে। এই সাফল্য প্রত্যেক ভারতীয়র গর্ব।

রাকেশ থেকে শুভাংশু- মহাকাশ গবেষণায় দীর্ঘ পথ পার হল ভারত। বহু চড়াই উতরাই পেরিয়ে তবে শুভাংশু পৌঁছোলেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে। ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে শুভাংশু সহ চার নভশ্চরকে নিয়ে স্পেসএক্সের ড্রাগন গিয়েছে সেখানে। ২৮ ঘণ্টা পর ড্রাগন যানটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে সফট ডকিং শুরু করে। মহাকাশ স্টেশনে ১৪ দিন থাকবেন এই ভারতীয় মহাকাশচারী।

উচ্ছ্বসিত শুভাংশুর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর পরিবারও এই সাফল্যে আপ্লুত। আগামীদিনে ভারতের গগনযান পাঠানোর যে পরিকল্পনা আছে, তাতে থাকবেন শুভাংশু। স্পেসএক্সের অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনে তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা গগনযানের অভিযানে কাজে লাগবে নিঃসন্দেহে। এর আগে চন্দ্রযান-৩, আদিত্য এল-১ মিশনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছিল ভারত।

গোটা বিশ্বে মহাকাশ গবেষণায় গত চার দশকে প্রশ্নাতীত সাফল্য এসেছে। ভারতও একাধিক সাফল্য পেয়েছে। নানা সময় বহু উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে ভারত। তার জেরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বহু উন্নতি হয়েছে। কিন্তু মহাকাশ গবেষণার এই সাফল্য সত্ত্বেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় রাকেশ শর্মা মহাকাশে গিয়েছিলেন। তারপর দ্বিতীয় ভারতীয়ের মহাকাশে যেতে কেন ৪১ বছর সময় লেগে গেল?

গগনযান তৈরি এবং উৎক্ষেপণে এত সময় লাগছে কেন, সেটাই বড় প্রশ্ন। নভশ্চরদের নিরাপদে যাত্রা এবং পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার দিকে নজর দিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে বটে। কিন্তু শুধু সেই কারণে একটি প্রকল্পের শম্বুকগতিতে এগোনো কোনও যুক্তি হতে পারে না। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে মহাকাশ গবেষণা উত্তরোত্তর বেড়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া এবং চিনের অগ্রগতির ধারে-কাছে ভারত যেতে পারেনি।

এর অন্যতম বড় কারণ, ভারতে মহাকাশ গবেষণায় প্রয়োজনীয় রসদের অভাব। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে মহাকাশ গবেষণার জন্য ১৩,৪১৬.২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। ২০২৪ সালে ওই বরাদ্দ পরিমাণ ১৩,০৪২.৭৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২.৮৬ শতাংশ বরাদ্দ বেড়েছে। কিন্তু এই বরাদ্দ বৃদ্ধির তুলনায় গগনযানের মতো প্রকল্পে খরচ অনেক বেশি। গোড়ার দিকে গগনযান প্রকল্প খরচ ধরা হয়েছিল ১০ হাজার কোটি টাকা। সেটা বেড়ে ইতিমধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এমন নয় যে, ভারত কম খরচে মহাকাশ গবেষণা করতে পারে না। কিন্তু সবক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। যে অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনে শুভাংশুরা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গিয়েছেন, সেটি নাসা এবং মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্কের স্পেসএক্সের যৌথ উদ্যোগ। বেসরকারি বিনিয়োগ ছাড়া এই মুহূর্তে বড় মাপের মহাকাশ গবেষণার অগ্রগতি অসম্ভব। ভারতের ইসরো ইতিমধ্যে স্পেসএক্সের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে জিস্যাট এন২ উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে।

কিন্তু ভারতের মতো দেশে বেসরকারি বিনিয়োগকে বাঁকা চোখে দেখা হয়। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে হামেশাই পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার অভিযোগ ওঠে। কাজেই ইসরো ভবিষ্যতে এলন মাস্কের মতো ধনকুবেরের সংস্থার সঙ্গে বড় আকারে গাঁটছড়া বাঁধতে চাইলে কাজটি স্বচ্ছতার সঙ্গে করা দরকার। জাতীয় স্বার্থকে অসুরক্ষিত করে দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

রাকেশ, শুভাংশুরা নিঃসন্দেহে ভারতের মহাকাশ গবেষণায় নতুন দিশা দেখিয়েছেন। সেই দিশায় গবেষণার কাজের পরিধি বাড়াতে হলে যথেষ্ট রসদ জোগাড় প্রয়োজন। অর্থের অপচয় বন্ধ করে মহাকাশ গবেষণায় সরকার অধিক নজর দিলে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নয়ন হবে, বিজ্ঞানমনস্কতারও প্রসার ঘটবে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

অবরুদ্ধ দেশে আফ্রিকার 'নতুন মুক্তিসূর্য'

বারকিনা ফাসোর তরুণ প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম ট্রায়োরেকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল। ভারতে তাঁর বয়সি বড় নেতা কই?

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

দেশটার উত্তর-পশ্চিমে মালি। উত্তর-পূর্বে নাইজার। দক্ষিণ-পূর্বে বেনিন। দক্ষিণ-পশ্চিমে আইভরি কোস্ট। দক্ষিণে ঘানা ও টোগো।

একেবারে সব দিক বন্ধ। ছয় দেশ দিয়ে অবরুদ্ধ একেবারে।

এই আফ্রিকান দেশটার নাম বারকিনা ফাসো। পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ৪৪টি দেশ ভূগোলের বিচারে ডেড লকড। মানে এসব দেশের কোনওদিকেই সমুদ্র নেই। যেমন পাশের ভুটান, নেপাল ও আফগানিস্তান। বারকিনা ফাসোও তাই।

এসবের মধ্যে বারকিনা ফাসোকে নিয়ে লিখতে বসার একটাই কারণ। হঠাৎই এক অদ্ভুত কারণে বিশ্বে আলোচনার কেন্দ্রে দেশটা।

এমনিতে ইউরোপ বাদে অবরুদ্ধ দেশগুলোর অবস্থা শোচনীয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা লেগেই থাকে। আন্তর্জাতিক জল না থাকা এক বিশাল সমস্যা। সেখানে জল পাওয়ার লড়াই প্রবল। তার জন্য নিয়মিত রক্ত ঝরে, গুলি চলে, অর্থ লুটপাট লেগে থাকে।

এমন প্রেক্ষাপটেই বারকিনা ফাসোর মিলিটারি শাসক ইব্রাহিম ট্রায়োরের নাম উঠছে বারবার। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে তাঁকে নিয়ে অসংখ্য সব ভিডিও। যেখানে ট্রায়োরে কতটা মহান দেখানো হচ্ছে। তাঁর মহানুভবতার গল্প ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন প্রান্তে। বিদেশি এয়ার হোস্টেস তাঁর চেহারা দেখে ব্যঙ্গ করছে, অথচ ট্রায়োরে নির্বাক। এতটাই নাকি মহানুভব ও ক্ষমাশীল।

একটু খোঁজ করলেই দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ ভিডিও এআই দিয়ে তৈরি। কোনটা সত্যি, কোনটা ফেক- খুঁজে বের করা কঠিন। এমনও ভিডিও পাবেন, যেখানে জাস্টিন বিবের, রিহানা, বিয়ন্সে গান গাইছেন ট্রায়োরেকে কুর্নিশ করে। কেউ বলছে কবিতা। বিতর্কিত আমেরিকান গায়ক আর কেলি চোখে জল নিয়ে গাইছেন, 'গড প্রোটেক্ট ইব্রাহিম ট্রায়োরে'। অবশ্যই এআই দিয়ে তৈরি। বিবের, রিহানা, বিয়ন্সেও জীবনে এমন কোনও গান করেননি।

ট্রায়োরের বয়স মাত্র ৩৭। তিনি যে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে জনপ্রিয়তা বাড়ানোর সুবিধে নেবেন, তা জানা কথাই। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি যখন ক্ষমতা দখল করেন, তাঁকে কেউই চিনত না দেশে। এখন একটি ভাষণ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর আমূল বদলে গিয়েছে ছবি। সেখানে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, তা কে লিখে দিয়েছেন, প্রশ্ন আছে। প্রশ্ন নেই একটা ব্যাপার নিয়ে। ভাষণের আবেদন ছিল মারাত্মক। অবধারিতভাবে কোনও বিখ্যাত লেখক লিখে দিয়েছেন।

ক্ষমতায় আসার পরই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এতদিন এলাকার দাদা ফ্রান্সকে মানতে রাজি নন আর। ফ্রান্সকে তাড়িয়ে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকতে চান। সেই পুরোনো সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই, রাশিয়াকেও ঠিক কমিউনিস্ট দেশ বলা কঠিন। তবু পুতিনের কথামতোই চলছেন ট্রায়োরে। আর্থিক নীতি অনেকটাই বামঘেঁষা। বারকিনা ফাসোর খনিজ দ্রব্য প্রচুর। সোনার খনিই অনেক। এতদিন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়ার মালিক ছিল সোনার খনির। বারকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্ট সব চুক্তি বাতিল করে সরকারের হাতে নিয়ে নিয়েছেন সব স্বর্ণভাণ্ডার।

২০২৩ সালে তিনি রাশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে অধিকাংশ আফ্রিকান নেতার সামনে বলেছিলেন, 'পুতুলদের মতো আচরণ বন্ধ করুন। যে পুতুলগুলো নাচে শুধু সাম্রাজ্যবাদের দালালরা দড়ি ধরে টানাটানি শুরু করলে।'

ওই একটা ভাষণ থেকে স্পষ্ট, তিনি শুধু বারকিনা ফাসো নন, পুরো আফ্রিকা মহাদেশের নেতা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে চান। রাশিয়ান মিডিয়াও তাঁকে দারুণ প্রচার দিয়েছিল সে সময়।

বারকিনা ফাসোতে অতীতে টমাস সাঙ্কারা নামে এক কিংবদন্তি কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন। লোকে তাঁকে বলত 'আফ্রিকার চে গেভারা।' ইতিমধ্যেই সাঙ্কারার সঙ্গে ট্রায়োরের তুলনা শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকে বলছেন, ওই সাঙ্কারা কি আবার ফিরে এলেন? ট্রায়োরে যেভাবে উঠে এসেছেন, সেই সামরিক অভ্যুত্থানে উঠে এসেছিলেন সাঙ্কারা। তখন তিনি ৩৩। চার বছর আর একটি অভ্যুত্থানে সাঙ্কারা নিহত হন।

একটা সময় আফ্রিকান মহাদেশে এমন কিছু মুখ ছিল, যাঁদের প্রভাব বিশ্ব রাজনীতিতে দারুণ ছিল। অতি পরিচিত ছিলেন তাঁরা। লাইবিরিয়ার আয়রন লেডি এলেন জনসন সারলিফ, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, ইথিওপিয়ার হাইলে সেলাসি, জিম্বাবোয়ের রবার্ট মুগাবে, জাম্বিয়ার কেনেথ কাউন্ডা, কেনিয়ার জোমো কেনিয়াট্টা, মিশরের মুবারক, সাদাত ও আসাদ, ঘানার কোফি আন্নান, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুলুম্বা, তাঞ্জানিয়ার জুলিয়াস নায়ারে, সেনেগলের লিওপোল্ড সেনঘর।

তাঁরা ক্রমশ অস্তমিত হওয়ার পর দিকচক্রবালের পুরোটা জুড়ে শূন্যতা।

সেই জায়গাটা নিতে মরিয়া ট্রায়োরে। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন দুটো ভাষায়। ফরাসি ও ইংরেজি। সেখানে মুণ্ডুপাত হয় ইউরোপিয়ানদের। কথাগুলো খুব দ্রুত স্পর্শ করেছে তরুণ প্রজন্মের আফ্রিকানদের। সেসব দেশে এখনও বর্ণবৈষম্য, ক্রীতদাস প্রথা শেষ হয়ে যায়নি। কারও কাছে ট্রায়োরে হয়ে উঠেছেন 'সেন্ট ট্রায়োরে'।

সন্ন্যাসী ট্রায়োরে? অথচ কথাবার্তায় কমিউনিজমের ছাপ! এই যে বিপ্লব, তার মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকে একনায়কতন্ত্রের পদধ্বনি। আমাদের দেশ বা রাজ্যের বর্তমান ও অতীতে চোখ রাখলে তা স্পষ্ট হবে আরও। বিশেষ করে কারও নাম না করলেও চলে।

বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতার একটা মানচিত্র প্রকাশিত হয় প্রতিবার। তাতে দেশগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। পুরোপুরি স্বাধীন। আংশিক স্বাধীন। পরাধীন। বেগুনি রং দিয়ে পরাধীন দেশগুলোকে চিহ্নিত করা হয়। হলুদ রং দিয়ে আংশিক স্বাধীন দেশকে। সবুজ মানে পুরোপুরি স্বাধীন। আমরা ইদানীং প্রতিবারই থাকি হলুদ রংয়ের ছায়ায়। এখানে শুধু চিন, রাশিয়া বা উত্তর কোরিয়া নয়, আফ্রিকার অধিকাংশ দেশকে দেখানো হচ্ছে পরাধীন হিসেবে। বাকস্বাধীনতা নেই। স্বাধীন বলতে আফ্রিকায় দেখানো হয়েছে শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, বৎসোয়ানা, সেনেগল ও ঘানাকে।

দুটো জিনিসকে সূচক ধরা হয়েছে স্বাধীনতা মাপতে গিয়ে। গ্লোবাল ফ্রিডম ও ইন্টারনেট ফ্রিডম। ভারতে জরুরি অবস্থার পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে নানা রকম দিবস পালন করছে মোদি সরকার। বলা হচ্ছে, স্বাধীনতার আর একবার মৃত্যু হয়েছে। সবই ভোটের কথা ভেবে। এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, এই মুহূর্তে গ্লোবাল ফ্রিডমে ভারতকে দেওয়া হয়েছে ১০০-তে ৬৩, ইন্টারনেট ফ্রিডমে আরও কম- ১০০-তে ৫০। তাই আমরা আংশিক স্বাধীনের দলে। বাংলাদেশও তাই। তাদের নম্বর সেখানে ৪৫ ও ৪০। পাকিস্তান ৩২ ও ২৭। ইন্টারনেটের প্রেক্ষাপটে তারা পরাধীন।

এই যে বারকিনা ফাসোর ট্রায়োরে এত কথা বলছেন, সেখানে ইন্টারনেট ফ্রিডম বলতে কিছু নেই। গ্লোবাল ফ্রিডমেও তারা পরাধীনদের দলে। ১০০-র মধ্যে মাত্র ২৫। অথচ কী মজা দেখুন, ট্রায়োরেকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে হাইপ তৈরি করা হচ্ছে, তার প্রধান অস্ত্র ইন্টারনেট। উত্তর কোরিয়ার একনায়ক কিম জং উনও নিজেকে এভাবে বিশ্ব চরাচরে নিজেকে তুলে ধরতে পারেননি। অথচ তিনি ১৩ বছর ধরে ক্ষমতায়।

স্বাধীনতার সূচকে যে দেশগুলোকে পরাধীন দেখানো হচ্ছে, তার অধিকাংশতেই একনায়কদের জঙ্গল। আমরা ভাগ্যবান, এই পরিস্থিতি ভারতে অন্তত সরকারিভাবে নেই। আবার এটাও সত্যি, জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পরেও আমরা বিশ্বের বিচারে পূর্ণ স্বাধীন হতে পারলাম না। আংশিক স্বাধীনদের মধ্যে পড়ে রয়েছি আজও। বাক স্বাধীনতা নিয়েও প্রশ্ন আছে।

জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজি দেশাই, জর্জ ফার্নান্ডেজের মতো নেতারা কি এমন স্বাধীনতা চেয়েছিলেন? জরুরি অবস্থার অজস্র খারাপ দিকের মধ্যে একটা ভালো দিক ছিল, সরকারি অফিসগুলো ঠিকঠাক সময়ে চলত। সময়ে চলত ট্রেন। ঘুষ নেওয়ার লোক কমে স্রেফ ভয়ে। আজ ওই ব্যবস্থাগুলোর আদৌ উন্নতি হয়েছে কি? ট্রায়োরের বয়সি তরুণ নেতারাই বা সর্বভারতীয় স্তরে উঠছেন কই?

অবশ্য ট্রায়োরে সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতায় আসার পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ২০২৪ সালের জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচন হবে দেশে। সব প্রতিশ্রুতি জলে। দেশের তেমন উন্নতি হয়নি। ফ্রান্সকে দূরে সরিয়ে তিনি যে এখন রাশিয়া-তুরস্ক শিবিরে খোলাখুলি চলে গেলেন, তারা কেউই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। বলা হচ্ছে, ট্রায়োরের ভালো যোগ রয়েছে রাশিয়ার বহু আলোচিত প্রাইভেট মিলিটারি সংস্থা ওয়াগনারের সঙ্গে।

ট্রায়োরে প্রথমে ছিলেন নীচুতলার মিলিটারি অফিসার। তাঁর উত্থান রকেটের গতিতে। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের একটি খবর হতচকিত করে দিয়ে যায়। অভ্যুত্থানের পর তিনি যখন রাজধানীওয়াগাডুগুতে ঢুকছেন, সে সময় যে জনতা তাঁর দিকে জাতীয় পতাকা দেখাচ্ছিল, তাদের অনেকের হাতেই ছিল রাশিয়ান পতাকা তারপর থেকে আলোচনা প্রবল, বর্তমান আফ্রিকার সবচেয়ে আলোচিত প্রেসিডেন্টের ক্ষমতায় আসার পিছনে রাশিয়ার হাত রয়েছে কি না।

অবশ্যই এই মুহূর্তে ৩৭ বছরের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে বিশ্ব দুই ভাগ। একদল তাঁকে চে গেভারার মতো আইকন হিসেবে দেখাচ্ছেন। একদল বলছেন, প্রচারপ্রিয় বলিয়ে কইয়ে ধান্দাবাজ। ট্রায়োরে বুদ্ধি করে দেশের তরুণ প্রজন্মকে নিয়মিত বোঝাচ্ছেন, বৃদ্ধদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে তরুণদের শীর্ষে আনাই তাঁর লক্ষ্য। ক'দিন আগে দেশের কয়েকশো নাগরিককে খুন করে ট্রায়োরের সরকার ও জিহাদিরা মিলে। ট্রায়োরের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ঝুলছে- তিনি নাকি সোনার খনিগুলো বিদেশিদের হাত থেকে কেড়ে নিজেই পকেট ভরছেন। সব আমাগো দেশের গল্প হয়ে যায়।

কেউ কেউ আবার গদি পেলে ছাড়তে চান না। ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট পল বিয়া ৪৩ বছর নট নড়নচড়ন। আগের সাত বছর প্রধানমন্ত্রিত্ব ধরলে শাসনকাল ৫০ বছর। ইকোয়েটেরিয়াল গিনির প্রেসিডেন্ট এমবাসোগো ৪৩ বছর ধরে এক পদে। এই যে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনেই ১৯৮৯ থেকে পদে। আফ্রিকায় কঙ্গো, উগান্ডা, এরিট্রিয়া- সব দেশেই মিলিটারিরা ক্ষমতায় এসে আর যান না।

আসলে একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে একটা অতিসূক্ষ্ম ফারাক রয়েছে। সেটাই কখনও এক হয়ে যায় সবার অজান্তে। বহু মৃত রাষ্ট্রনায়কের জীবন তা বলে দিয়ে গিয়েছে, বহু রাষ্ট্রনায়ক জীবন দিয়ে তা দেখাচ্ছেন আজও। আমি, আপনি ও আপনারা সবাই তাঁদের নাম শুনেছি। চিনি। কখনও বন্দনা করি, কখনও ভাসিয়ে দিই সমালোচনার তিস্তা-তোর্সা-মহানন্দায়।

আজ

১৯২১

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসীমা রাও।

১৯৭২

বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমাদের দেশের নিউক্লিয়ার কেন্দ্রগুলোর প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এত বড় ক্ষতি ভাবা মুশকিল। তবে আমি স্পষ্ট বলতে চাই, কোনও দেশের সঙ্গে নতুন কোনও চুক্তি বা কথাবার্তা এখনও হয়নি। ইরানিদের স্বার্থে আমরা পদক্ষেপ করব।

- আব্বাস আরাগচি
(ইরানের বিদেশমন্ত্রী)

ভাইরাল/১

বৃষ্টিতে রাঁচির পুকুর-নদী উপচে জল রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। জলের সঙ্গে মাছের ঝাঁক রাস্তায় কিলবিল করছে। মাছ ধরতে পথে মানুষের ঢল। কেউ খালি হাতে, কেউ বা মশারি দিয়ে মাছ ধরছেন। ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

পাটনার গঙ্গায় সেতুর ওপর দুই বাইকারের কেরামতি। একজন দ্রুতবেগে বাইক চালাতে চালাতে হ্যান্ডল ছেড়ে বাইকের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পাশের জন হেলতে দুলতে স্পিডে বাইক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। স্টান্টবাজদের দৌরাত্ম্যে ক্ষোভ।

উত্তরের পাঁচালি

শ্মশানে শান্তি

আক্ষরিক অর্থেই এখানে আজকাল খুব শান্তি। রায়গঞ্জ পুরসভার তত্ত্বাবধানে বন্দর শ্মশানকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে জায়গাটি এক কথায় দারুণ সুন্দর এক পার্কে বদলে গিয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা তো বটেই, বাইরে থেকে কেউ এই শহরে এলে একবার এখানে ঢুঁ মেরে যেতে চান। এই শ্মশানের ইতিহাস বেশ প্রসিদ্ধ। লোকে বলে তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান এই শ্মশানে রঘুনন্দন গিরি গোঁসাই তন্ত্রসাধনা করতেন। এলাকাটি সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের বহু স্মৃতি বহন করে। একসময় এলাকা অনেকটা বড় হলেও জবরদখলের পাল্লায় পড়ে সেই জমির অনেকটাই লোপাট হয়েছে। তবু একে ঘিরে শহরের অনেকটাই গর্ব। দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষ্যে এই শ্মশানঘাটে বিরাট মেলা বসে। বৈশাখী চড়কের মেলাও বসে। অনেকে তাতে শামিল হন। প্রচুর আনন্দ করেন। ছটপুজোর সময়ও এখানে লোকসমাগম চোখে পড়ার মতো। সমস্যা বলতে, শ্মশানের পাশে আবর্জনার স্তূপ। তাতে দৃশ্য দূষণের পাশাপাশি প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। সমস্যা মেটাতে পুরসভা যাতে ব্যবস্থা নেয় সেই দাবি জোরালো হয়েছে।

-সুকুমার বাড়ৈ

গর্ব।। রায়গঞ্জের বন্দর শ্মশান।

মানুষের পাশে

পূজা মোক্তার।

পূজা মোক্তার শিলিগুড়ির আশরাফনগরের বাসিন্দা। ছোট থেকেই সংসারে প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেন। মোটে ১৩ বছর বয়স। তুলে নেন জীবনভার নিজের কাঁধে। স্থির করলেন দারিদ্র্যকে জয় করবেনই। সেই শুরু জীবনসংগ্রাম। সংসারের হাল ধরতে নদীতে সুপারি পারাপারের কাজ শুরু করলেন। আর সেই করতে গিয়ে নদীতে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। দাম্পত্য জীবনও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু ওই যে জীবনযুদ্ধে হার না মানা ও বেঁচে থাকার ক্ষুধা। শত বাধা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি তাঁর এক মনোভাব জন্মাল। ইতিবাচক। এরপর বয়স যতই বেড়েছে ততই সমাজসেবায় জড়িয়েছেন। ভক্তিনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তাঁরই উদ্যোগে তৈরি। দুঃস্থ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে শবদাহ, মৎস্যমুখীর আয়োজনে তিনি সদাই এগিয়ে। বহু অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ভবঘুরেদের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছেন। এখনও তিনি তাঁর সাধ্যমতো দুঃস্থ পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে থাকেন।

- সম্পা পাল

প্রযুক্তির প্রেমে বড় হয়ে ওঠে নোটিফিকেশন

রোমান্স কমল, নাকি ইন্টারনেটের গতির মতো দ্রুত হয়ে গেল? প্রযুক্তির প্রভাব শুধু প্রেমে নয়, সম্পর্কেও গভীর ছাপ ফেলেছে।

রুদ্র সান্যাল

একসময় প্রেমপত্র ছিল হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশের মাধ্যম। আজ তা ইনবক্সের সংক্ষিপ্ত বার্তা। সম্পর্ক শুরু হয় ফেসবুক রিকোয়েস্টে, গভীর হয় মেসেঞ্জারে, আর শেষ হয় ব্লক লিস্টে।

কদমফুলের ভালোবাসা এখন গিফট কার্ডে সীমাবদ্ধ। প্রযুক্তি জীবন সহজ করেছে, কিন্তু এই সহজের আড়ালে কিছু কি হারিয়ে যাচ্ছে? এই দ্রুতগতির ভার্চুয়াল জীবন কি কেড়ে নিচ্ছে আমাদের আবেগ ও সম্পর্কের গভীরতা?

আগের প্রেমিক কবিতার মতো লিখত, 'তোমার চোখ যেন রাতের তারা...' এখনকার প্রেমিক লেখে, 'তোমায় মিস করছি, ফোন করো!' প্রশ্ন ওঠে, রোমান্স কি কমল, নাকি ইন্টারনেটের গতির মতো দ্রুত হয়ে গেল?

প্রযুক্তির প্রভাব শুধু প্রেমে নয়, সম্পর্কেও গভীর ছাপ ফেলেছে। অতিথি এলে চা অর্ডার হয় অনলাইনে, মুখোমুখি আড্ডা হারিয়েছে স্মার্টফোনে, আর চায়ের টেবিলেও চলে সাইলেন্ট স্ক্রলিং। চিঠির উত্তরের অপেক্ষায় যে আনন্দ, উদ্বেগ আর আশা ছিল, হোয়াটসঅ্যাপে 'সিন' দেখে উত্তর না এলে এখন অস্থিরতা বাড়ে। ধৈর্যের জায়গায় এসেছে একধরনের আত্মঘাতী তাড়াহুড়ো।

তবে প্রযুক্তির সুবিধাও অনস্বীকার্য। গুগল ম্যাপে পথ জানা যায়, মায়ের মেসেজ আসে ফোনে, লাইব্রেরির বদলে গুগলে মেলে তথ্য। দ্রুত তথ্যপ্রাপ্তি এবং যোগাযোগ নিঃসন্দেহে জীবনের গতি বাড়িয়েছে। ঘরে বসেই দুনিয়ার খবর রাখা যাচ্ছে, যা আগে ছিল অকল্পনীয়। দূরত্ব কমেছে, হাতের মুঠোয় এসেছে বিশ্ব, যা আমাদের জীবনকে আরও সহজ ও গতিময় করেছে।

কিন্তু এত আরামেও কি কিছু হারাচ্ছি না আমরা? সেই সম্পর্কের উষ্ণতা, চোখের দিকে তাকিয়ে কথোপকথনের সরল আনন্দ কি নেই হয়ে যাচ্ছে? আমাদের নস্টালজিয়ার জায়গা দখল করছে নোটিফিকেশনের ভিড়। উৎসবে একসঙ্গে বসে সিনেমা দেখার বদলে প্রত্যেকে ডুবে থাকে নিজের স্ক্রিনে, এমনকি পরিবারের মধ্যেও বাড়ছে ভার্চুয়াল দূরত্ব। এই স্ক্রিন-নির্ভরতা ক্রমশ আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে বাস্তব সম্পর্কগুলো থেকে। মানবিক আবেগ, পারস্পরিক বোঝাপড়া ফিকে হয়ে আসছে, যার প্রভাব আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যেও।

আরেকটি আশঙ্কাজনক দিক হল সৃজনশীলতার হ্রাস। ছোটবেলায় গল্প লেখা বা হাতের লেখা সুন্দর করার যে অনুশীলন ছিল, যার মধ্য দিয়ে ভাষার সৌন্দর্য ও ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ত, তা এখন হারিয়ে যাচ্ছে টাইপিং আর রেডিমেড মেসেজের সহজলভ্যতায়। শব্দের গভীরতা বা আবেগের নিজস্ব প্রকাশ ক্রমশ অনুপস্থিত হচ্ছে, যা ভাষার সমৃদ্ধিকে প্রভাবিত করছে।

প্রযুক্তির প্রেম নিঃসন্দেহে মধুর, কিন্তু তার পরিণতি অনেক সময় মিশ্র। আমাদের উচিত প্রযুক্তিকে নিজের মতো ব্যবহার করা, তার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া নয়। ইন্টারনেট থাকুক, তবে আন্তরিক যোগাযোগও যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি মানবিক বোধও যেন টিকে থাকে।

তাই আজই প্রিয় বন্ধুকে একটা ফোন করুন, পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করুন। অন্তত একদিনের জন্য হলেও স্ক্রিনের বাইরে এসে জীবনের বাস্তব রং অনুভব করুন। আর সেই মুহূর্তের ছবি ইনস্টাগ্রামে না দিলেও কিছু এসে যাবে না-কারণ ভালোবাসা, যোগাযোগ আর অনুভূতি-এসব জিনিস পোস্টের জন্য নয়, বেঁচে থাকার জন্য! প্রকৃত সুখ ও তৃপ্তি আসলে ডিজিটাল জগতে নয়, বরং বাস্তব সম্পর্কের বুননে নিহিত।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। শিক্ষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৮

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। হাল না ছেড়ে আবার চেষ্টা ৩। এটা ছাড়া রান্না সম্ভব নয় ৫। রাস্তার ধারের জলা জায়গা ৭। ছাড় বা অব্যাহতি, মাফ করা ৯। ঘাটতি, কোনও কিছুর অভাব ১১। স্বামীর বড় দাদা বা ভাশুর ১৪। অপরাধের জন্য পুলিশের হাতে আটক ব্যক্তি ১৫। সমষ্টি বা একত্রিত হওয়া, সংকলন।

উপর-নীচ : ১। শ্রেষ্ঠ মানুষ ২। ম্লান বা নিষ্প্রভ ৩। নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে ৪। যে পণ্য আসল নয় ৬। অত্যাচার বা নিপীড়ন ৮। যে পাখি ঘরে থাকে, বনেও থাকে ১০। অপরাধের জন্য বকাঝকা করা ১১। উনুনে বসানো দুধ উথলে ওঠা ১২। মায়ের মা বা দিদিমা ১৩। অভিজাত বা খানদানি।

সমাধান ■ ৪১৭৭

পাশাপাশি : ১। বিপাশা ৩। জ্বালা ৫। মাত্রা ৬। কবল ৮। সুজন ১০। কুহেলি ১২। ভ্রমর ১৪। হুঁকা ১৫। টব ১৬। চামর।

উপর-নীচ : ১। বিভাবসু ২। শামাদান ৪। লাঘব ৭। লগ্নি ৯। শুভ্র ১০। কুচোকাচা ১১। লিপিকর ১৩। মলাট।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গঙ্গা চুক্তিতে দেশের স্বার্থ আগে

তিস্তা নিয়ে কেন্দ্রের ‘ধীরে চলো’ নীতি

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : পহলগাম হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রেখেছে ভারত। এদিকে ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গা জলচুক্তির মেয়াদও শেষে হওয়ার পথে। সেই চুক্তির নবীকরণ নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা। কয়েক মাস আগে কলকাতায় গঙ্গা চুক্তির নবীকরণ নিয়ে দুই দেশের টেকনিক্যাল টিমের বৈঠক হয়েছিল। সেই আলোচনার পর কোনও তরফেই গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে মন্তব্য করা হয়নি। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্রের দাবি, ২০২৬-এ শেষ হওয়া বর্তমান গঙ্গা জল চুক্তির পর বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করতে আগ্রহী ভারত। সেই চুক্তিতে দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু শর্ত যুক্ত করা হতে পারে। এর মাধ্যমে গ্রীষ্মকালে ভারতের গঙ্গা অববাহিকার বাসিন্দারা যাতে পর্যাপ্ত জল পান, তা নিশ্চিত করা হবে।

১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত বর্তমান গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ ছিল ৩০ বছর। নতুন চুক্তির মেয়াদ কম রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তা হতে পারে ১০ থেকে ১৫ বছর। এ বিষয়ে বিদেশমন্ত্রকের এক কর্তার বক্তব্য, ‘পহলগাম হামলার আগে আমরা গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ আরও ৩০ বছর বাড়ানোর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। কিন্তু এখনকার অবস্থা অনেক বদলে গিয়েছে। এছাড়া গত কয়েক দশকে ভারতে গঙ্গার জলের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই চুক্তি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গেও উদ্বেগ রয়েছে। তাই অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই চুক্তি চূড়ান্ত করা হবে।’

একনজরে

- ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গা জলচুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালে
- বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন চুক্তি করতে আগ্রহী ভারত। চুক্তিতে দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু শর্ত যুক্ত করা হবে
- এর মাধ্যমে গ্রীষ্মকালে ভারতের গঙ্গা অববাহিকার বাসিন্দারা যাতে পর্যাপ্ত জল পান, তা নিশ্চিত করা হবে

চলতি চুক্তি অনুযায়ী, ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত গঙ্গার বিপুল পরিমাণ জল বাংলাদেশকে দিতে বাধ্য থাকে ভারত। যার জেরে দক্ষিণবঙ্গের বিরাট এলাকায় সেচের জলের সংকট দেখা যায়। নাব্যতার সমস্যায় ভোগে কলকাতা বন্দর। জলের প্রবাহ কমে যাওয়ায় পলি জমে বন্দরে জাহাজের গতিবিধি ব্যাহত হয়। পলি সরাতে ড্রেজিং করতে গিয়ে প্রচুর অর্থ খরচ হয়। এবার সেইসব সমস্যার কথা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ভারত।

গঙ্গার সমান্তরালে তিস্তা নিয়েও চুক্তি করতে আগ্রহী বাংলাদেশ। তবে এই ইস্যুতে ধীরে চলতে চাইছে ভারত। কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সিআর পাতিল বৃহস্পতিবার এক প্রশ্নের জবাবে জানান, তিস্তা নিয়ে চুক্তি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এখনকার পরিস্থিতি অনুকূল নয়। প্রতিবেশী দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না এলে তিস্তা নিয়ে কোনও দীর্ঘমেয়াদি সমঝোতায় যাওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়।

রথযাত্রায় জগন্নাথধাম পুরীতে জনজোয়ার। শুক্রবার।

ভারতের সঙ্গেও বড় চুক্তি আমেরিকার

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : চিনের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সেরে ফেলেছে আমেরিকা। এবার ভারতের সঙ্গে খুব বড় ধরনের বাণিজ্যচুক্তি করতে চলেছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘আমরা চিনের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তি করেছি। এ ধরনের চুক্তি সবার সঙ্গে হবে না। তবে আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে দুর্দান্ত চুক্তি হতে চলেছে। ভারতের সঙ্গে আমরা খুব বড় একটি চুক্তি করতে যাচ্ছি।’

তাঁর কথায়, ‘আমরা ভারতের দরজা খুলতে চলেছি। চিনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সেই প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এগুলি এমন ব্যাপার যা আগে কখনও ঘটেনি। আমাদের সঙ্গে সব দেশের সম্পর্ক ইতিবাচক দিকে যাচ্ছে।’ যদিও ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তির শর্তাবলি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ট্রাম্প। সূত্রের খবর, বেজিংয়ের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকাকে বেশ কিছু বিরল খনিজ রপ্তানি করবে চিন। বিনিময়ে গাড়ি, যন্ত্রাংশ, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমেরিকায় কর ছাড় পাবে তারা। পাশাপাশি মার্কিন সংস্থাগুলিকে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা দেবে শি জিনপিংয়ের সরকার। সূত্রটি জানিয়েছে, ৮ জুলাইয়ের মধ্যে ভারতের সঙ্গে প্রাথমিক বাণিজ্য চুক্তি সেরে ফেলতে চাইছেন ট্রাম্প। ওই সময়ের মধ্যে চুক্তি না হলে ৯ জুলাই থেকে ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোর কথা আগেই জানিয়েছেন তিনি।

ঘোষণা মার্কিন প্রেসিডেন্টের

আমরা চিনের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তি করেছি। এ ধরনের চুক্তি সবার সঙ্গে হবে না। তবে আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে দুর্দান্ত চুক্তি হতে চলেছে। ভারতের সঙ্গে আমরা খুব বড় একটি চুক্তি করতে যাচ্ছি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভারত, চিনের মতো বড় অর্থনীতিগুলির সঙ্গে চুক্তির পথে হাঁটলেও আমেরিকা সব দেশের সঙ্গে যে সমঝোতার পথে হাঁটবে না, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায়, ‘আমরা সবার সঙ্গে চুক্তি করব না। আমরা ওইসব দেশকে চিঠি পাঠাব। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলব, আপনাদের ২৫ শতাংশ, ৩৫ শতাংশ বা ৪৫ শতাংশ হারে কর দিতে হবে।’ ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনায় অগ্রগতির কথা বললেও এ ব্যাপারে পুরোপুরি নীরব কেন্দ্র। শুক্রবার এই ইস্যুতে মোদি সরকারকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সংক্রান্ত সব কথা কেন শুধু আমেরিকার তরফেই বলা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দল।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, ‘এই নিয়ে ১৬ বার। ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির জন্য বাণিজ্যচুক্তিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার কথা বলার পর ট্রাম্প এখন ঘোষণা করেছেন যে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে।’ এক্স হ্যান্ডেলে রমেশ লিখেছেন, ‘তিনি (ট্রাম্প) এটিকে খুব বড় চুক্তি বলছেন।... এখন জানা যাচ্ছে, দিল্লি নয়, ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউস থেকে ভারত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি আমাদের জানতে হবে।’ পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ প্রশ্নের জবাবে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘আমরা ওই সফরের দিকে নজর রেখেছি। আমি এই নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। আমেরিকার সঙ্গে আমাদের অংশীদারি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং কৌশলগত বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।’

চলতি মাসের শুরুতে ভারত-মার্কিন কৌশলগত অংশীদারি ফোরামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পথে আমেরিকার বাণিজ্যসচিব হাওয়ার্ড লুটকিন বলেছিলেন, ‘আমার মতে আলোচনা খুব ভালো জায়গায় রয়েছে। অদুর ভবিষ্যতে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি বাণিজ্যচুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আমরা এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছি যা দু-দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে।’

সংঘকে নিশানা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছরে দাঁড়িয়ে দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে সমাজতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শব্দদুটি বাদ দেওয়ার সওয়াল করলেন আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবলে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ওই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিরোধীরা।

হোসাবলে একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, ‘সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শব্দদুটি বিআর আম্বেদকারের সংবিধানের প্রকৃত খসড়ায় ছিল না। জরুরি অবস্থার সময় ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধন করে ওই শব্দদুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই শব্দগুলি থাকা উচিত কিনা সেটা নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্ক হওয়া উচিত।’ সংঘ নেতার ওই মন্তব্যের বিরোধিতা করে শুক্রবার রাহুল এক্সে লিখেছেন, ‘আরএসএসের মুখোশ আবার খুলে গিয়েছে। সংবিধান যেহেতু সমতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ন্যায়বিচারের কথা বলে তাই তাতে ওঁদের গাত্রদাহ হচ্ছে। আরএসএস-বিজেপি সংবিধান নয়, মনুস্মৃতি চায়।’ অপরদিকে বেবি বলেন, আরএসএস সবসময় আমাদের সংবিধানের ওপর মনুস্মৃতিকে রাখার চেষ্টা করে। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমতা এর মূলভিত্তি। আমাদের গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করতে সিপিএম অকুতোভয় হয়ে লড়বে।’ তেজস্বী বলেন, ‘বিজেপি-আরএসএস চায় না দেশে সংবিধান থাকুক। কিন্তু আমরা সংবিধান রক্ষার জন্য সবকিছু করব।’

বিহারের রবির হাতেই বঙ্গ বিজেপির ভাগ্য

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : বাংলার পরবর্তী বিজেপি সভাপতি বাছাই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হল বিহারের দলীয় সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদকে। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতির নির্বাচন প্রক্রিয়া সেরে ফেলতে মরিয়া পদ্মশিবির। সেই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পাটনাসাহিবের সাংসদ রবিশংকর প্রসাদকে দলের রাজ্য নির্বাচনি আধিকারিক হিসেবে নিযুক্ত করেছে বিজেপি। দলীয় সূত্রের খবর, কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে যাবেন রবিশংকর। মনোনয়ন পর্ব মিটে যাওয়ার পর নির্বাচনের মাধ্যমে পরবর্তী সভাপতি বেছে নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে সুকান্ত মজুমদারই রাজ্য সভাপতি পদে থাকবেন, নাকি অন্য কেউ সেই দায়িত্ব পাবেন তা ৬ জুলাইয়ের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

শুধু নতুন বিজেপি সভাপতিই নন, দলের জাতীয় পরিষদে বাংলা থেকে কারা যাবেন, সেটাও ঠিক করবেন রবিশংকর প্রসাদ। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং হর্ষ মালহোত্রাকে মহারাষ্ট্র ও উত্তরাখণ্ডের নির্বাচনি আধিকারিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। বিজেপির মোট ৩৭টি সাংগঠনিক রাজ্য রয়েছে। নতুন জাতীয় সভাপতির নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে অন্তত ১৯টি রাজ্যে সাংগঠনিক নির্বাচন শেষ হওয়া বাধ্যতামূলক। এর মধ্যে ১৪টি রাজ্যে ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং উত্তরাখণ্ডেও বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচন বাকি রয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, যেহেতু সামনের বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট তাই তার আগে বিজেপি সভাপতি পদে রদবদল হলে সাংগঠনিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। নতুন সভাপতির পক্ষে দলের নীচুতলার কর্মী, সমর্থকদের কাছে এই স্বল্প সময়ে পৌঁছোনো বেশ কঠিন ব্যাপার। তাই সেক্ষেত্রে সুকান্তই বিজেপি সভাপতি পদে থেকে যেতে পারেন বলে অনেকের ধারণা। তবে এক ব্যক্তি, এক পদ নীতি যেহেতু বিজেপিতে কার্যকর রয়েছে, তাই সুকান্তকে সরানোর বিষয়টিও সামনে চলে আসছে। তবে রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল ও কঠিন লড়াইয়ের ময়দান হিসেবে বাংলাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব। সেই কারণেই অভিজ্ঞ ও কেন্দ্রীয় স্তরে দীর্ঘদিন কাজ করা নেতাকে বঙ্গ বিজেপির গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সাংগঠনিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাংলার দায়িত্বে রবিশংকরের মতো একজন অভিজ্ঞ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আনা তাই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

মৃত ৭ বানভাসি হিমাচলে

সিমলা, ২৭ জুন : হিমাচলপ্রদেশের কুলু ও কাংড়া, ধর্মশালা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় টানা বৃষ্টি, মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হঠাৎ বন্যায় ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চলতি দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নিখোঁজ আরও কমপক্ষে ৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যজুড়ে ঘটেছে ৩টি মেঘভাঙা বৃষ্টি, ৯টি হঠাৎ বন্যা ও ৩টি ধস। পরিস্থিতি সামাল দিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু জানিয়েছেন, ‘রাজ্য সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। শ’তিনেক মানুষকে ইতিমধ্যে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।’

দেহ উদ্ধার

লুধিয়ানা, ২৭ জুন : মিরাটে নীল ড্রামে সৌরভ রাজপুতের দেহ উদ্ধার তোলপাড় ফেলে ছিল। সেই স্মৃতি উসকে পঞ্জাবের লুধিয়ানায় ফের নীল ড্রাম থেকে হাত-পা বাঁধা এক অজ্ঞাতপরিচয় তরুণের পচা-গলা দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, তরুণ ভিনরাজ্যের বাসিন্দা(৪০)।

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য নেবে না ভারত

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার কিনারা করতে রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য নিতে অস্বীকার করল ভারত। চলতি সপ্তাহের গোড়ায় রাষ্ট্রসংঘের অ্যাভিয়েশন এজেন্সি এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে সাহায্য করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিল। অভিশপ্ত বিমানের ব্ল্যাকবক্সের তথ্য উদ্ধারে বিলম্ব দেখে ওই কথা জানিয়েছিল তারা। কিন্তু ভারতের তরফে পত্রপাঠ রাষ্ট্রসংঘের ইচ্ছায় জল ঢেলে দেওয়া হয়। এর আগে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অর্গানাইজেশন (আইসিএও) ২০১৪ সালের মালয়েশিয়ায় এবং ২০২০ সালে ইউক্রেনের বিমান দুর্ঘটনায় সহযোগিতা করেছিল। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আহমেদাবাদের ক্ষেত্রেও তদন্তকারীদের সাহায্য করতে চেয়েছিল তারা। সেই কারণে ভারতের তদন্তকারীদের থেকে তদন্ত কতটা এগিয়েছে তা জানতে চায় আইসিএও। কিন্তু ভারতের এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) সেই প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করে।

এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের ব্ল্যাকবক্স থেকে তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সেই কারণে ভারত আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার তদন্তে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। সূত্রটি জানিয়েছে, আইসিএও তদন্তের কাজে নিজেদের প্রতিনিধিদের পাঠাতে চেয়েছিল। নজরদারি চালাতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে অনুমতি দেয়নি। এই তদন্তে কোনও আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ চাইছে না কেন্দ্র। এমনকি ব্ল্যাকবক্সের তথ্যও বিদেশি কোনও এজেন্সিকে দিতে চাইছে না নয়াদিল্লি। তবে একইসঙ্গে আহমেদাবাদের দুর্ঘটনার তদন্তে রাষ্ট্রসংঘ কেন আগ্রহ দেখাচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ভারত।

ঢাকায় দুর্গা মন্দিরে বুলডোজার

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৭ জুন : ৫ অগাস্টের পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হামলার অসংখ্য ঘটনা সামনে এসেছে। হিন্দুদের ওপর হামলা, বাড়িঘর-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। সেই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন ঢাকার খিলখেতে একটি দুর্গা মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা। এবার আর মৌলবাদীরা নয়, সরকারি উদ্যোগেই চলেছে মন্দির ভাঙার কাজ।

ধর্মীয় কাঠামোটি ভাঙতে আনা হয়েছিল বুলডোজার। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে। মন্দির ভাঙার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে ভারত।

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘মৌলবাদীরা ঢাকার খিলখেতে দুর্গা মন্দির ভাঙার দাবি করছিল। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার মন্দিরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিবর্তে বিষয়টিকে অবৈধ জমি দখলের ঘটনা হিসাবে তুলে ধরে সেটি ধ্বংস করার অনুমতি

নিন্দায় ভারত

দিয়েছে। মন্দিরটি স্থানান্তর করার আগেই বিগ্রহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি খুব উদ্বেগের ব্যাপার।’ সেখানে হিন্দুদের জীবন, সম্পত্তি এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা করা অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব বলে জানিয়েছেন জয়সওয়াল।

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক অবশ্য গোটা ঘটনাকে সরকারি উচ্ছেদ অভিযানের অংশ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রক থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মন্দিরটি রেলের জমিতে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছিল। নিয়ম মেনে সেটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এদিকে লালমণিরহাটে তথাকথিত ধর্ম অবমাননার অভিযোগে পরেশচন্দ্র শীল ও বিষ্ণুপদ শীলের ওপর হামলা এবং মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ, মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট।

উদ্ধার ৪২ বিবস্ত্র প্রবীণ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : একে তো অবৈধ। তার ওপর মানবিকতার লেশমাত্র নেই। নয়ডার সেক্টর ৫৫-র সি-৫ ঠিকানায় ‘আনন্দ নিকেতন বৃদ্ধ সেবা আশ্রম’-এর অন্দরের নিরানন্দের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল বিবস্ত্র অবস্থায় ৪২ জন প্রবীণ মানুষ উদ্ধার হওয়ার পর।

নয়ডার ওই অবৈধ বৃদ্ধাশ্রম থেকে বৃহস্পতিবার ৪২ জন প্রবীণ নারী-পুরুষকে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় উদ্ধার করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। অভিযানের সময় দেখা যায়, কেউ কেউ অর্ধনগ্ন, কারও পরনে কিছুই নেই। এমনকি এক প্রবীণাকে বেঁধেও রাখা হয়েছিল। এছাড়া প্রত্যেকেই কমবেশি অসুস্থ। কেউ আবার থাকতেন ‘বেসমেন্টের মতো অন্ধকার ঘরে’। এদিন একথা জানিয়েছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্য মীনাক্ষী ভরালা।

ঘটনাটি বৃহস্পতিবারের। রাজ্য মহিলা কমিশন ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে চালানো হয় এই অভিযান। মীনাক্ষী ভরালা বলেন, ‘এই বৃদ্ধাশ্রমটি সম্পূর্ণ বেআইনি। এখানে বসবাস করতেন ৪২ জন প্রবীণ মানুষ। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। প্রবীণ-প্রবীণাদের কেউ অর্ধনগ্ন, কেউ কেউ পুরোপুরি বিবস্ত্র অবস্থায় ছিলেন। আশ্রমের চেহারা দেখে আমরা তাজ্জব হয়ে গিয়েছি। দোষীদের বিরুদ্ধে খুব কড়া ব্যবস্থাই নেওয়া হবে।’

ভরালা জানিয়েছেন, সমাজকল্যাণ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে তিনজন প্রবীণকে শুক্রবারই একটি সরকারি বৃদ্ধাশ্রমে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ত্রাণশিবিরে হামলা হত ৫৬

জেরুজালেম, ২৭ জুন : গাজায় ত্রাণ নিতে গিয়ে প্রায়শই ইজরায়েলি হামলার মুখে পড়ছেন প্যালেস্তিনীয়রা। মারাও পড়ছেন। বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয়েছে ৫৬ জনের। তাঁদের মধ্যে ৬ ত্রাণ সংগ্রহকারী। পুরো বিষয়টিকে ‘ভয়াবহ গণহত্যা’ বলে অভিহিত করেছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। ইউরোপীয় নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইজরায়েলের কাণ্ডকারখানাকে ‘গণহত্যা’ বলে চিহ্নিত করেছেন। সানচেজ ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ইজরায়েলের সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ করার আর্জি জানিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘ নিন্দা করে জানিয়েছে, প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে খাদ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে ইজরায়েল। বুভুক্ষু মানুষ খাবার নিতে গিয়ে গুলিগোলা খাচ্ছে।

উদ্ধব-রাজ আরও কাছাকাছি

মুম্বই, ২৭ জুন : মারাঠি অস্মিতার স্বার্থে একমঞ্চে আসার সম্ভাবনা আরও বাড়ল শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে এবং এমএনএস সুপ্রিমো রাজ ঠাকরের। সৌজন্য মহারাষ্ট্রের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি চালু করার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সরকারের সিদ্ধান্ত। উদ্ধব এবং রাজ দু’জনেই একযোগে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। রাজ জানিয়েছেন, হিন্দি চালুর প্রতিবাদে আগামী ৬ জুলাই গিগাউম চৌপাত্তি থেকে আজাদ ময়দান পর্যন্ত একটি মিছিল করবেন তিনি। তাতে উদ্ধব ঠাকরের থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত মতবিরোধের থেকেও মহারাষ্ট্রের স্বার্থ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মারাঠি মানুষ আমাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শারদ পাওয়ার বলেন, ‘মহারাষ্ট্রের মানুষজন হিন্দি বিরোধী নন। কিন্তু প্রাথমিকের পড়ুয়াদের ওপর জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।’

অ্যামাজন কর্তার বিয়েতে খরচ প্রায় ৫ কোটি ডলার

ভেনিস, ২৭ জুন : বিয়ে তো নয়, যেন আভিজাত্য ও বিলাসের প্রদর্শনী! এহেন রাজকীয় পরিণয়ের সাক্ষী হল শিল্প ও প্রেমের নগরী ইতালির ভেনিস।

চলতি সপ্তাহে রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়েছেন অ্যামাজন প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের জেফ বেজোস ও প্রাক্তন সাংবাদিক লরেন সানচেজ। তবে দুই তারকার চারহাত এক হওয়ার মুহূর্তেও বিতর্ক তাঁদের পিছু ছাড়েনি। বিলাসবহুল বিয়ের বিরুদ্ধে শহরজুড়ে প্রতিবাদ জারি রয়েছে।

শুক্রবার সান জর্জিও দ্বীপে বিবাহবাসর বসে বেজোস ও সানচেজের। দু’জনেরই এটি দ্বিতীয় বিয়ে। বিয়ের অন্তিম পর্বটি শনিবার আর্সেনালের একটি প্রেক্ষাগৃহে সম্পন্ন হবে। মধ্যযুগে এই বাড়িটি একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল। যদিও বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে শিল্পকলা প্রদর্শশালা হিসাবে।

বেজোস-সানচেজের হাই-প্রোফাইল বিয়ে উপলক্ষ্যে গত কয়েকদিন ধরে শহরের আকাশে উড়ছে প্রাইভেট জেট। লেগুনে ভাসছে বিশাল ইয়ট। চারপাশে সাজোসাজো রব। নিষিদ্ধ ড্রোন ও সাধারণ যানবাহন। মাছি গলার উপায় নেই। সর্বত্র নজরদারি পুলিশের। ঠাইঁ নাই দশা শহরের সমস্ত তারাখচিত হোটেলের। অনেকে ‘শতাব্দীর সেরা বিয়ে’র তকমা দিয়েছেন এই অনুষ্ঠানকে। যাতে খরচ হচ্ছে প্রায় ৫ কোটি মার্কিন ডলার।

বিবাহপর্ব শুরু হয় গত বৃহস্পতিবার থেকে। শ’তিনেক সেলেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এই বিয়েতে। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ধনকুবের বিল গেটস, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কা ট্রাম্প ও

একান্তে জেফ বেজোস ও লরেন সানচেজ। ভেনিসে।

তাঁর জামাই জ্যারেড কুশনার, ব্রিটিশ অভিনেতা অরল্যান্ডো ব্লুম ও জর্ডনের রানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় টেলিভিশন সাংবাদিক অপরাহ উইনফ্রে, ক্রিনস জেনার, কিম কার্দেশিয়ান, টাইটানিকের নায়ক লিওনার্দো ডি’ক্যাপ্রিও প্রমুখ তারকা।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কানারেজিও জেলার একটি মধ্যযুগীয় গির্জা মাদোনা দেল’অর্তোয় জড়ো হন অতিথিরা। অতিথিদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে মধ্যরাত পর্যন্ত ওই এলাকায় হাঁটাচলা ও জলযান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। তার আগে বুধবার একটি হেলিকপ্টারে করে ভেনিসে আসেন জেফ বেজোস (৬১) ও লরেন সানচেজ (৫৫)। তাঁরা বিলাসবহুল আমান হোটেলে ওঠেন। তাঁদের কক্ষ থেকে গ্র্যান্ড ক্যানেলের দৃশ্য উপভোগ করা যায়। প্রতি রাতে এই কক্ষের ভাড়া ৪ হাজার ৬৮৬ ডলার।

এদিকে স্রেফ অর্থের বিনিময়ে ভেনিসের মতো সুন্দর শহরকে অতিধনীদের হাতে তুলে দেওয়ায় চটে গিয়েছেন স্থানীয় পরিবেশবাদীরা। তাঁদের অভিযোগ, চাঁদির জুতোয় ঘায়েল হয়েছে ভেনিস প্রশাসন। ধনীদের খুশি রাখতে শহরের দরজা এভাবে হাট করে খুলে দেওয়া হলে এর প্রকৃতি ও পরিবেশ আর সুরক্ষিত থাকবে না।

এই বিয়েকে ‘ধনিক শ্রেণির আত্মপ্রচারের’ প্রতীক হিসাবে দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের উদ্যোগে সেন্ট মার্ক’স স্কোয়ারে বিক্ষোভও হয়েছে। ‘নো স্পেস ফর বেজোস’ ইত্যাদি প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখানোয় বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে স্থানীয় পুলিশ।

মহাকাশচারী শুক্লার রেসিপি এবার আপনার পাতে

১৯৮৪। রাকেশ শর্মা। ২০২৫। শুভাংশু শুক্লা। ফারাকটা ৪১ বছরের। দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে মহাকাশে পাড়ি।

হপ্তাদুয়েকের অভিযান। দীর্ঘ প্রশিক্ষণ শেষে তবেই মিলেছে সুযোগ। থাকতে হয়েছে অতি সাবধানে চার নভশ্চরকে। মহাকাশে ডাক্তার নেই। অসুস্থ হলে নিজেদের শরীরে নিজেদেরই খবরদারি করতে হবে। সেইসঙ্গে, যাওয়ার আগে সংক্রমণজনিত কোনও রোগ যাতে আক্রমণ না করে, তাই অভিযানের মাসখানেক আগে থেকেই ছিলেন নিভৃতবাসে। বিধিনিষেধ ছিল খাবারদাবারেও।

শুভাংশুর বাবা শম্ভু দয়াল শুক্লা জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে গগনযান অভিযানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল শুভাংশুকে। সেই সময় থেকেই নাকি শুভাংশু ঘরের খাবার খাননি। খেলে ওই আধখানা রুটি বা আধবাটি ডাল। শুক্লার ক্যান্টিন ছিল আলাদা, খাবারও আলাদা। তবে, মহাকাশেও চেয়েছিলেন বাড়ির রান্নার স্বাদ। তাই সঙ্গে নিয়েছেন ৩টি খাবার। ৩টিই মিষ্টিজাতীয়। এইসব খাবারের কথা শুনলে আপনার জিভেও জল চলে আসতে পারে।

যেসব খাবার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন শুক্লা, আজ নন্দিনীর পাতায় রইল সেইসব খাবারের রেসিপি। গাজরের হালুয়া, মুগডালের হালুয়া এবং আম রস। এগুলি শুভাংশুর অতি প্রিয় খাবার। ভারতের দ্বিতীয় মহাকাশচারীর খাবার আপনার পাতকেও আলো করুক। স্বাদ আনুক জিভের পাশাপাশি মনেও।

৬ বছর খাননি বাড়ির খাবার, মহাকাশযাত্রায় শুক্লা নিয়েছেন পছন্দের তিন রেসিপি

গাজরের হালুয়া

গাজর। পরিচিত গাজরিলা নামেও। এই দিয়ে তৈরি এক প্রকারের মিষ্টি জাতীয় খাদ্য। উত্তর ভারত ও পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি খাওয়া হয়। গাজর বেটে বা ছেঁচে ক্ষীরের ভিতর দিয়ে তবেই তৈরি করা হয়। এমনিতে রং লাল, তবে অনেক সময় বাদামি রঙেরও হয়।

যা যা লাগবে

গাজর ৪০০ গ্রাম, দুধ এক লিটার, চিনি আধকাপ, গুঁড়ো দুধ আধকাপ, ঘি আধকাপ, বাদাম কুচি তিন টেবিল চামচ ও কিসমিস সাজানোর জন্য।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে গাজর দুধের মধ্যে সিদ্ধ করে নিন। দুধ শুকিয়ে গেলে ওভেন থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে ব্লেন্ডারে ভালো করে ব্লেন্ড করুন। এবার প্যানে ঘি দিয়ে তাতে ব্লেন্ড করা গাজর, গুঁড়ো দুধ, চিনি ও এলাচ একসঙ্গে মিশিয়ে নাড়ুন। হালুয়ার জল শুকিয়ে গেলে ওভেন থেকে নামিয়ে পাত্রে ঢেলে ঠান্ডা করুন। তারপর বাদাম কুচি ও কিসমিস দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

আমরস

ঐতিহ্যবাহী গুজরাতি পানীয়। এতে চিনিযুক্ত আমের পাল্প থাকে। আমের আঁশগুলি ছেঁকে নিতে মসলিনের কাপড় ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত রুটি বা পুরির সঙ্গে খাওয়া হয়।

যা যা লাগবে

এলাচগুঁড়ো ১/৪ চা চামচ
জাফরান এক চিমটি
আম (আলফানসো) ১-২টি (পাকা এবং মিষ্টি)
দুধ ১-২ টেবিল চামচ
চিনি ১ টেবিল চামচ

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে আম ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন। তারপর টুকরো করে কাটুন। এরপর সেগুলো ব্লেন্ডারে রেখে এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিন।

আম খুব মিষ্টি না হলে ১ টেবিল চামচ চিনিগুঁড়ো মেশান। তারপর পুনরায় ভালোভাবে ব্লেন্ড করুন। যদি মিশ্রণটা মসৃণ না মনে হয় তবে ১-২ টেবিল চামচ দুধ মিশিয়ে আবার ব্লেন্ড করুন।

এবার একটি পাত্রে মিশ্রণ ঢেলে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। তারপর বাটিতে ঢেলে জাফরান ছড়িয়ে দিয়ে গার্নিশ করুন।

আম্র রস

আমরসের একটি আঞ্চলিক সংস্করণ রাজস্থানী এবং মারোয়াড়ি রন্ধনশৈলী। মারাঠি এবং গুজরাতি বাড়িতে, বিশেষ করে উৎসবের সময় এটি একটি জনপ্রিয় মিষ্টান্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আম একটি গ্রীষ্মকালীন ফল। তাই সারা বছরের জন্য আমের পাল্প সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। ফলে আমরস তৈরিতে বৃহৎ আকারের আমের-প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রয়োজন হয়।

ব্যুৎপত্তি

'আমরস'। শব্দটি সংস্কৃত শব্দ আম্র এবং রস থেকে তৈরি। এর আক্ষরিক অর্থ আমের রস।

পানহে

পানহে হল সিদ্ধ কাঁচা আমের পাল্প থেকে তৈরি এক প্রকার মিষ্টি পানীয় এবং এটি মহারাষ্ট্রের একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রীষ্মকালীন পানীয়। মৌসুমী উত্তাপ সহ্য করতে এই পানহে সাহায্য করে। পাল্পটির ২:১ অনুপাতের সঙ্গে চিনি মেশানো হয় এবং তারপরে এতে পর্যাপ্ত জল যোগ করা হয়, পানের উপযোগী করে তুলতে।

মুগডালের হালুয়া

যে কোনও সময় মিষ্টিমুখের জন্য মুগডালের হালুয়া খুব সহজ সমাধান। বাড়িতে সহজে তৈরি করা যায় এই হালুয়া।

যা যা লাগবে

মুগডাল ১ কাপ। তরল দুধ ২ কাপ ও গুঁড়োদুধ ২ টেবিল-চামচ। এলাচগুঁড়ো ১ চা-চামচ। চিনি ১ কাপ। দেড়কাপ ঘি। হলুদ রং সামান্য ও একটু জাফরান।

যেভাবে তৈরি করবেন

ডাল ভালো করে ধুয়ে দু-তিন ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন।

এবার প্যানে ঘি দিয়ে তার মধ্যে ডাল দিন। ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। তারপর বসান ওভেনে। নইলে ডাল জমে কিন্তু শক্ত হয়ে যাবে।

মেশানো হয়ে গেলে ওভেনে প্যানটা বসিয়ে ঘি-ডালের মিশ্রণটি অনবরত নাড়তে থাকুন। ভালো করে নেড়ে নেড়ে ডাল ভেজে নিন। এর জন্যে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগবে।

ডালের মিশ্রণটা ভালো করে ভাজা হয়ে এলে খেয়াল রাখুন ডাল থেকে ঘি ছাড়ছে কিনা ছেড়ে গেলে তরল দুধ গুঁড়ো দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে নাড়তে থাকুন।

দুধ শুকিয়ে আসার সময় চিনি ও এলাচগুঁড়ো দিয়ে আবার কিছুক্ষণ নাড়তে থাকুন।

চিনিটা ভালো করে মিশে গেলে ওভেন থেকে নামিয়ে একটা চৌকো বাটিতে ঘি ব্রাশ করে হালুয়াটা সমান করে বিছিয়ে দিন।

ঠান্ডা হলে পছন্দমতো কেটে তার ওপর বাদাম-কুচি অথবা 'কালার সুগার বল' দিয়ে পরিবেশন করুন।

রথের মেলার পাঁপড় রামায়ণেও

জিলিপি, পাঁপড়ের শুরু

পবিত্র উৎসব রথযাত্রা। রথের দিন যে কোনও শুভ কাজ করা যায়। এদিন কোনও দোষ পাওয়া যায় না। অন্তত প্রচলিত বিশ্বাস এমনটাই।

রথযাত্রা মানেই গরম জিলিপি আর পাঁপড় ভাজায় কামড় দেওয়া। যাঁরা সারা বছর জিলিপি খান না, তাঁরাও ঐতিহ্য মেনে এদিন জিলিপি কেনেন। পাঁপড়ও খান। কিন্তু আপনি কি জানেন? কেন এবং কীভাবে এই ট্র্যাডিশন শুরু হয়েছে এবং চলে এসেছে?

নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, রথের দিন আমরা কেনই বা জিলিপি আর পাঁপড় ভাজা খাই। আসুন জেনে নিই সেই পুরাণ কথা।

এই দুটি খাবারই কিন্তু আমাদের এখানকার নয়। একটি এসেছে আফগানিস্তান থেকে আর অন্য খাবারটি পাঞ্জাবের। রথযাত্রা উৎসবের দিনে এই দুটি খাবার না হলে একটা অতৃপ্তিতে মনটা খচখচ করে।

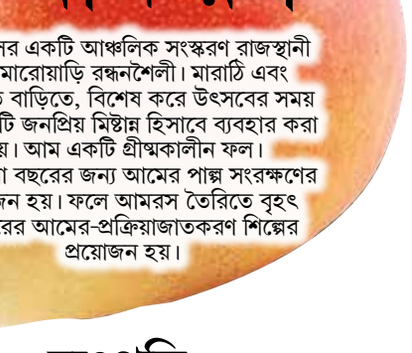

পাঁপড়

এটি মূলত উত্তর ভারতের একটি বিখ্যাত খাবার। তবে, এই খাবারের নাম কিন্তু রামায়ণেও উল্লেখ রয়েছে। ভরদ্বাজ মুনি, রামচন্দ্র ও তার অক্ষৌহিনী সেনার জন্য যে বাঙালি খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেছিলেন সেখানে তিনি তাঁদের পাতে কিন্তু দিয়েছিলেন পাঁপড়।

পাঁপড়ের উল্লেখ আছে পুরাণে। ভরদ্বাজ মুনি রামচন্দ্র ও তাঁর সেনাদের জন্য তৈরি বাঙালি খাবারে পাঁপড় রেখেছিলেন।

জিলিপি

সংস্কৃত পুঁথিতে জিলিপির উল্লেখ রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। এই রসের মিষ্টি খেতে বেশ পছন্দ করতেন মোঘলরা। সরাসরি রথের সঙ্গে এই মিষ্টির কোনও যোগাযোগ নেই।

শোনা যায়, স্নান যাত্রায় ১০৮ ঘড়া জলে যখন স্নান করে জগন্নাথদেবের জ্বর এসেছিল, সেই সময় তিনি সাত দিন ছিলেন নিভৃতবাসে। সেখানে মহাপ্রভুকে পাচন খাইয়ে সুস্থ করা হয়েছিল। তিনি সুস্থ হয়ে মাসির বাড়ি গুন্ডিচায় গিয়েছিলেন। সেই সময়ই নাকি মুখের স্বাদ বদলাতে তিনি নানা রকম খাবার খেয়েছিলেন। সেখানেই তিনি জিলিপি ও পাঁপড় খেয়েছিলেন। যদিও জগন্নাথদেবের ৫৬ ভোগের মধ্যে কোথাও জিলিপি বা পাঁপড়ের দেখা মেলে না। তবে জগন্নাথদেবের রথের মেলায় কিন্তু দিব্যি জিলিপি থেকে পাঁপড় জায়গা করে নিয়েছে।

বর্ষায় দ্রুত কাপড় শুকানোর সহজ উপায়

বর্ষা যেমন রোমান্টিক, তেমনি রোমান্টিকতা ভুলিয়ে দেবার। বিশেষ করে ঘরের কাজে হাজারো ঝামেলা সহ্য করতে হয়। আমরা তো জানি, ভেজা আবহাওয়ায় জামাকাপড় সহজে শুকোতে চায় না। এছাড়া ভেজা জামাকাপড় থেকে স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধও হয়। এতে জামাকাপড়ে দুর্গন্ধ হয় আবার ছত্রাকও হানা দেয়। তবে ঘরোয়া কিছু উপায় মেনে চললে বর্ষাকালেও খুব সহজেই কাপড় শুকোনো যাবে। এসব কৌশল অনুসরণ করলে কাপড় দ্রুত শুকিয়ে যাবে। একইসঙ্গে জীবাণুর হাত থেকেও দূরে রাখা যাবে পোশাক। তাই আসুন জেনে নিই বর্ষায় যেসব উপায়ে কাপড় দ্রুত শুকাবেন।

অতিরিক্ত জল ঝরিয়ে নিন

ভারী কাপড়, যেমন জিনসের প্যান্ট, পোলো শার্ট, বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ এগুলো ধোয়ার পর বাথরুমের স্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ ঝুলিয়ে রেখে দিন। এতে কাপড়ের বাড়তি জল ঝরে যাবে। ফলে কাপড় শুকোতে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগবে। জল ঝরে যাওয়ার পর ঘরে দড়ি টাঙিয়ে কাপড়গুলো নেড়ে দিতে পারেন। যদি বাড়ির বাইরে না যান তাহলে যে ঘরে থাকবেন সে ঘরেই কাপড় শুকোন। তাতে ফ্যানের বাতাসে কাপড় শুকিয়ে যাবে এবং বিদ্যুৎ অপচয় কম হবে। এ ছাড়া রাতে ঘুমোনোর সময় মশারির ওপর অপেক্ষাকৃত পাতলা কাপড়গুলো দিতে পারেন।

খোলা জায়গায় মেলে দিন

বৃষ্টিদিনে ছাদে বা বারান্দায় জামাকাপড় শুকোনো যায় না সহজে। তাই ফাঁকা ঘরের মধ্যে দড়ি টাঙিয়ে জামাকাপড় মেলে দিন। তার আগে অবশ্যই ভেজা জামাকাপড় ভালো করে নিংড়ে নিন এবং পাখা চালিয়ে দিন। এছাড়া হ্যাঙারেও জামাকাপড় ঝুলিয়ে শুকনো করতে পারেন।

হ্যাঙ্গারে শুকাতে দিন

ভেজা কাপড় দড়িতে শুকোতে দেওয়ার বদলে হ্যাঙ্গারে শুকাতে দিতে পারেন। হ্যাঙ্গারে বাতাস চলাচল সহজ বলে কাপড় তুলনামূলক দ্রুত শুকোয়।

ওয়াশিং মেশিনের সাহায্য

এখন অনেক বাড়িতেই ওয়াশিং মেশিন। আর বহু ওয়াশিং মেশিনে ড্রায়ারের সুবিধা রয়েছে। বৃষ্টি না থামলে ওয়াশিং মেশিনে কেচে ড্রায়ারে ভালো করে শুকিয়ে নিন। এরপরেও চাইলে ফ্যানের নিচে জামাকাপড় মেলে দিতে পারেন। স্যাঁতস্যাঁতে ভাব কেটে যাবে।

হেয়ারড্রায়ার

বৃষ্টিদিনে মোটা বা ভারী কাপড় পরা থেকে এড়িয়ে চলুন। সহজে শুকিয়ে যায় ও ধোয়া সহজ, এমন কাপড় পরাই ভালো। কম সময়ের মধ্যে কাপড় শুকোনোর জন্য হেয়ারড্রায়ার ব্যবহার করতে পারেন। অথবা ভেজা কাপড় চিপে জল নিংড়ে নিয়ে সতর্ক ভাবে ইস্ত্রি করে ফ্যানের বাতাসে নেড়ে দিলে দ্রুত শুকিয়ে যাবে।

জুন মাসের বিষয় : ডাকছে পাহাড়

সোনমার্গ, কাশ্মীর

প্রথম : নীহাররঞ্জন সরকার
(ধলদিঘি, দক্ষিণ দিনাজপুর) আইফোন ১৫

মিলাম ভ্যালি, উত্তরাখণ্ড

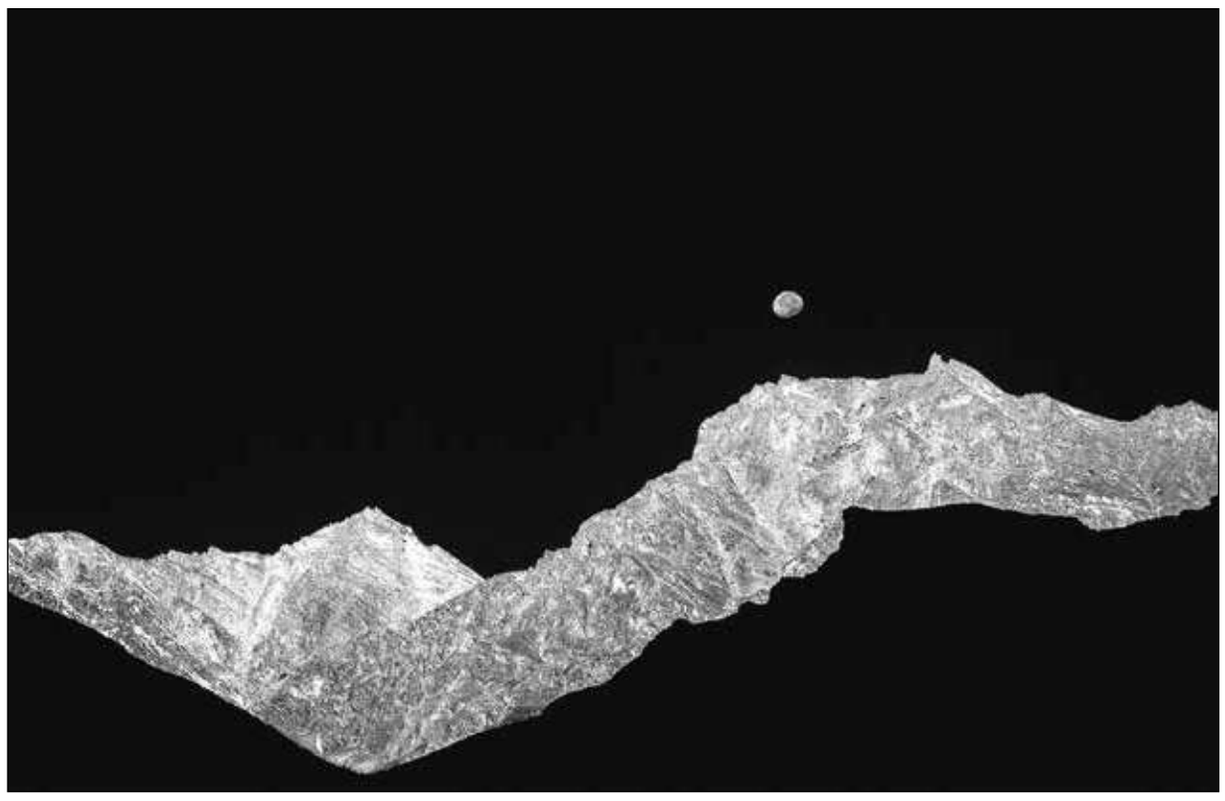

দ্বিতীয় : সৌম্যকমল গুহ
(কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর) নিকন ডি৫৩০০

উরা ভ্যালি, ভুটান

তৃতীয় : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ১২০০ডি

ইয়ুমথাং, সিকিম

চতুর্থ : শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭০০০

কালিম্পংয়ে প্যারাগ্লাইডিং

পঞ্চম : রৌনক শূর রায়
(কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭১০০

চুইখিম, কালিম্পং

ষষ্ঠ : অনুপম চৌধুরী
(ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার জংশন) নিকন জেড৫

টেমি টি গার্ডেন, সিকিম

সপ্তম : নওয়াজ শরিফ রহমান
(ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার) শাওমি পোকো এক্স ২

জুলুক, সিকিম

অষ্টম : অমিতাভ সাহা
(দেবীবাড়ি, কোচবিহার) নিকন ডি৭০০

সিলারিগাঁও থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন

নবম : অন্তরা ঘোষ
(গোফানগর, দক্ষিণ দিনাজপুর) স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২১

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

রাই ঘোষ, দিবাকর পাল, পাপাই সান্যাল, অভিরূপ ভট্টাচার্য, উদয়ন মজুমদার, সুভম শর্মা, অসীম সরকার, সাগ্নিক সূত্রধর, অরিজিৎ সরকার, সোমনাথ মৈত্র, তনুশ্রী সরকার, দুর্জয় বর্মন, অঙ্কুশ মজুমদার, প্রতীকরঞ্জন দাস, প্রত্যয় রায়, মমি জোয়ারদার, তনুশ্রী শংকর সাহু, সৌমাল্য দত্ত, সঞ্জীব সরকার, সৌভিক রায়, শুভ্রজ্যোতি রায়, অনিমেষ বর্মন, সুজয় টুঙ্গা, পিয়ালি দাস, সুমন চক্রবর্তী, অয়ন দাস, শুভজিৎ গোস্বামী, অভিজিৎ পাল, অনিন্দিতা সরকার, দীপাঞ্জয় ঘোষ, সৌমিক সাহা, জয়াশিস বণিক, মনীষা দাস, সুশান্তকুমার দাস, মধুমিতা দাস, অর্যমা দাস, অভ্রদীপ বর্মন, জীবন ব্যাপারী, পল্লব বর্মন ও মহম্মদ মনিরুজ্জামান।

আবার সোনমার্গ

দশম : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫

শাকপাতায় সুখ বাঙালির

বাঙালির প্রিয় খাবার হল ভাত, শাক ও মাছ। শাকসবজি হল যেমন রুচিকর তেমন পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার। শাকপাতা হল ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ সবজি। একাধারে এত পুষ্টিগুণসম্পন্ন সবজি পাওয়া দুষ্কর। আবার সব ঋতুতেই শাকসবজি পাওয়া যায়।

নটে

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাক হল নটে। নটে বলতে আমরা 'অ্যামারানথার্স' গোষ্ঠী বা দলের সবজিকেই বোঝায়।

পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম নটে শাকের খাদ্যোপযোগী অংশে পাওয়া যাবে

কার্বোহাইড্রেট ৬.৩ গ্রাম, ফসফরাস ৮৩.০ মিগ্রা., প্রোটিন ৪.০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৯৭.০ মিগ্রা, ফ্যাট বা চর্বি ০.৫ গ্রাম, পটাসিয়াম ৩৪১.০ মিগ্রা, আঁশ ১.০ মিগ্রা, সোডিয়াম ২৩০.০ মিগ্রা, লোহা ২৫.৫ মিগ্রা, ভিটামিন-'এ' ৯২০০ আই.ইউ, রিবোফ্ল্যাবিন ০.১ মিগ্রা, ভিটামিন-'সি' ৯৯.০ মিগ্রা

ভেষজ গুণ

নটে শাকের ভেষজ গুণ নেহাত কম নয়। নটেশাকে প্রচুর পরিমাণে লোহা থাকায় রক্ত পরিষ্কার ও রক্ত তৈরিতে দারুণভাবে সাহায্য করে। অ্যানিমিয়া বা রক্তাপ্লতায় ভুগছেন এমন রোগীদের কাছে নটেশাক হল মহৌষধ। দাঁত ও হাড়ের গঠন মজবুত করতে নটে সাহায্য করে। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-'এ' থাকায় রাতকানা ঠেকাতে এবং ভিটামিন-'সি' থাকায় স্কার্ভি ও ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে।

জলবায়ু ও মাটি

নটে মূলত উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া পছন্দ করে এমন সবজি। দিন ছোট হলে গাছে ফুল চলে আসে। অধিক বৃষ্টি বা বাতাসের আর্দ্রতা এই সবজির পক্ষে ক্ষতিকারক। হালকা মাটি হল নটে চাষের জন্য উপযুক্ত। মাটিতে যথেষ্ট জৈব পদার্থ থাকতে হবে। মাটি হবে সুনিকাশি ও সুবাতাসি। মাটির ক্ষারল্পমান হতে হবে নিরপেক্ষ।

জাত

নটে শাক পাতার রং অনুসারে লাল, সাদা ও সবুজ হয়। এছাড়াও শাক উৎপাদনকারী ছাড়াও ডাঁটা উৎপাদনকারী কাটোয়ার ডাঁটা ও চম্পা ডাঁটা হল অন্য দলভুক্ত। ছোট পাতাযুক্ত পুনকা শাকও হল নটে গোষ্ঠীর সবজি। চাঁপা নটে, পদ্ম নটে, লাল শাক ও কনকানটে সারাবছর চাষ করা যাবে। কাটোয়া ডাঁটা স্পেশাল ও কাটোয়া ডাঁটা (লাল) গ্রীষ্মকালে এবং জবাকুসুম ডাঁটা সারাবছর চাষ করা যাবে।

জমি নির্বাচন

উঁচু ও মাঝারি অবস্থানের খোলামেলা জমি হল নটে চাষের জন্য উপযুক্ত। ছায়ামুক্ত, নীচু ও জলবসা জমি এই শাক চাষের পক্ষে অনুপযোগী।

জমি তৈরি

নটে চাষের জমি সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করতে হবে। গভীরভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে। জমিকে সমতল করতে হবে। আগাছা তুলে ফেলতে হবে। জমিকে কয়েকটি খন্ডে কেয়ারিতে ভাগ করে চাষ করলে পরিচর্যার সুবিধা হবে।

বীজ বোনা

কেয়ারির মাটিতে বীজ ছিটিয়ে চাষ করতে হবে। নটের বীজের আকার খুবই ছোট হওয়ার জন্য সমপরিমাণ বালি মিশিয়ে ছড়ালে তবেই সমানভাবে বীজ পড়বে। বীজ ছড়ানোর পরে মিহি করে চেলে নেওয়া জৈব সার বীজের উপরিভাগে ছিটিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। লাঠি দিয়ে নেড়ে দিয়েও বীজকে ঢেকে দেওয়া যায়। এবার উপরিভাগ খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজ বোনার পরেই হালকা করে জল দিতে হবে। এক বিঘা জমির জন্য ২০০-২৫০ গ্রাম বীজ লাগবে। ফেলার আগে অবশ্যই বীজ শোধন করে নিতে হবে।

সার প্রয়োগ

মূল সার হিসেবে বিঘাপ্রতি ১০-১৫ কুইন্টাল জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও নটে চাষের জন্য বিঘাপ্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ৪ কেজি ফসফরাস এবং ৪ কেজি পটাশ লাগবে। এজন্য লাগবে প্রায় ১৮ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি সুপার ফসফেট এবং ৬.৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ। মূল সার হিসেবে অর্ধেক ইউরিয়া এবং সম্পূর্ণ ফসফেট ও মিউরেট অফ পটাশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া (৯ কেজি) সমান দুই ভাগে বীজ বোনার ২১ দিন ও ৪২ দিন পরে চাপান হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

বীজ বোনার সময়ে জমিতে রস থাকতে হবে। গ্রীষ্মকালে ৭-১০ দিন অন্তর হালকা সেচ দিতে হবে। চাপান সার প্রয়োগের পরে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা

জমি থেকে নিড়ানি দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে হবে। গোড়ায় মাটি খসিয়ে আলগা করে দিতে হবে। অতিরিক্ত জল নিকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে সেটা দেখতে হবে।

ফসল তোলা

বীজ বোনার ৩০-৪০ দিন পর থেকেই শাকপাতা তোলা যায়। ডাঁটা হিসেবে তুলতে গেলে বেশি সময় লাগবে। কেটে নিলে শাকের উৎপাদন বাড়ে।

ফলন

বিঘা প্রতি শাক সহ ডাঁটার ফলন প্রায় ১০-১৫ কুইন্টাল।

রোগপোকার সমস্যা

নটে চাষে তেমন কোনও মারাত্মক ক্ষতিকারক রোগ-পোকায় সমস্যা দেখা যায় না।

পুঁই

বাঙালির কাছে পুঁই হল অত্যন্ত জনপ্রিয় শাক। সকলেই নিরামিশ আহারে পুঁই শাকের পাতা ও ডাটা দিয়ে উপাদেয় রান্না করে থাকেন। এমন সবজির বাজারে বা হাটে দেখা মিলবেই। সারাবছরে এটি পাওয়া যায়। প্রায় এলাকায় সকলের প্রিয় সবজি হল এই পুঁই।

পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী পুঁইশাকের অংশে পাওয়া যাবে লোহা নামক খনিজ উপাদান ১০ মিগ্রা। এছাড়াও এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আঁশ, ভিটামিন-'এ' ও ভিটামিন-'সি' মজুত আছে।

ভেষজ গুণ

লোহা থাকায় পুঁইশাক রক্তাল্পতা রোগ সারাতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকার জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য সারাতে সাহায্য করে।

জলবায়ু ও মাটি

পুঁই চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া দরকার হয়। বাতাসের তাপমাত্রা ১৫-২০ সেন্টিগ্রেডের নীচে হলে বীজ অঙ্কুরিত হতে চায় না। ৪০-৪২ সে. তাপমাত্রা পর্যন্ত গাছ বেঁচে থাকতে পারে এর বৃদ্ধি ও পরিস্পুরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টির দরকার হয়। বড়দিনে পুঁইয়ের বৃদ্ধি হয় আশানুরূপ।

যদিও সব ধরনের মাটিতে এর চাষ হতে পারে, কাদা, এঁটেল, বেলে দোঁয়াশ ও কাকুড়ে মাটিতে এর চাষ হয়। মাটিতে ক্ষারাম্লমান নিরপেক্ষ হলে ভালো। মাটিকে হতে হবে উর্বর ও জৈবপদার্থে সমৃদ্ধ।

জাত

পশ্চিমবঙ্গে চাষের জন্য দুই প্রকারের পুঁই আছে। একটি হল সবুজ এবং অন্যটি হল লাল। পুঁইয়ের কোনও উন্নতজাতের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

জমি নির্বাচন

পুঁই চাষের জন্য উঁচু ও মাঝারি অবস্থানের জমি হল পুঁই চাষের জন্য উপযুক্ত। জমি যেন যথেষ্ট পরিমাণে আলো ও বাতাস পায় সেটা দেখতে হবে। এছাড়াও মাচা ও বাড়ির চালেও পুঁই লাগিয়ে ওঠানো যায়।

জমি তৈরি

চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। আগাছা তুলে ফেলতে হবে। মই দিয়ে উপরিভাগ সমতল করতে হবে। বেড বা কেয়ারি তৈরি করে চাষ করতে হবে। দুটি কেয়ারির মাঝে নিকাশিনালার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এটি ৪৫ সেমি-৬০ সেমি চওড়া হতে হবে।

বীজ বোনা

বীজ থুপি করে বা মাদায় বসাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব রাখতে ১ মিটার। সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব থাকবে ৬০ সেমি। কাটিং বসিয়েও চাষ করা যাবে। আবার খাড়া পুঁই এর বেলায় সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেমি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৪৫ সেমি.।

সার প্রয়োগ

শেষ চাষের সময় জমিতে বিঘা প্রতি ১৫ কুইন্টাল জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার হিসেবে আবর্জনা, সার, গোবর এবং খোল ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৪ কেজি হিসেবে মোট দু'বার চাপান সার ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

বর্ষাকাল বাদে অন্য সময়ে পুঁই চাষ করলে সেচ দিতে হবে। বীজ লাগানোর পর চারাগাছ বের হবার পর ১৫ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। গ্রীষ্মকালে ৩-৪টি সেচ লাগবে।

পরিচর্যা

আগাছা তুলে জমি পরিষ্কার করতে হবে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল জমি থেকে নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার হলে গাছে ঠেকনা দেওয়ার জন্য খুঁটি পুঁততে হবে। গাছের গোড়ার মাটি খসিয়ে দিতে দিয়ে মাটিকে আলগা করতে হবে। বর্ষাকালে চাষের জন্য গোড়ায় মাটি ধরিয়ে দিতে হবে।

ফসল তোলা

বীজ বসানো বা চারা লাগানোর ৪৫-৬০ দিনের মাথায় পুঁইশাক হিসেবে তোলার উপযুক্ত হয়ে যাবে। ধারালো ছুরি অথবা কাস্তের সাহায্যে লতা কেটে ঝুরিতে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে লতা কাটলে কাণ্ডের পাশ থেকে শাখা ডাল বেশি করে উৎপন্ন হবে। এর ফলে ফলনও বেশি পাওয়া যাবে।

ফলন

বিঘা প্রতি পুঁই লতার গড় ফলন প্রায় ১৫-২০ কুইন্টাল।

রোগ পোকার সমস্যা

পুঁই চাষ মূলত লতার ও পাতার জন্য করা হয়। এর চাষে রোগ-পোকার মারাত্মক সমস্যা দেখা যায় না। কেবল রোগের মধ্যে পাতায় দাগ মাঝে-মধ্যে দেখা যায়। এটি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাভিসটিন প্রতি লিটার জলে গুলে ১ গ্রাম হিসেবে ১০ দিন অন্তর দুবার স্প্রে করতে হবে।

লেটুস

লেটুস হল বিদেশ থেকে আমাদের দেশে আসা নতুন সবজি। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে এই শাকটির চাষ ও জনপ্রিয়তা দুটোই বাড়ছে। দেশের বড় বড় হোটেল, রিসর্ট ও রেস্টুরেন্টে এই সবজির ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে। এর বর্তমান বাজারও আশাব্যঞ্জক।

মূলত পাতা শাক হিসেবে লেটুস খাওয়ার প্রচলন আছে। এটি সহজে হজম করা যায়। কাঁচা অর্থাৎ স্যালাড এবং রান্না করেও লেটুস খাওয়া যায়। লেটুস হল মূলত শীতকালের সবজি।

পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী অংশে পাওয়া যাবে। কার্বোহাইড্রেট ২.৫ গ্রাম, ফসফরাস ২৮ মিগ্রা, প্রোটিন ২.১ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫০ মিগ্রা, ফ্যাট বা চর্বি ০.৩ গ্রাম, থায়ামিন ০.৯ মিগ্রা, আঁশ ০.৫ গ্রাম, ভিটামিন-'এ' ১৬৫০ মিগ্রা, লোহা ২.৪ মিগ্রা, ভিটামিন-সি ১০ মিগ্রা, রিবোফ্ল্যাবিল ০.১৩ মিগ্রা

জলবায়ু ও মাটি

লেটুস হল মূলত শীত মরশুমের সবজি। এই সময়ের তাপমাত্রা কমপক্ষে ১২-১৫০ সে. হলে এই সবজির চাষ করা যাবে। মাটি ও বাতাসের তাপমাত্রা ৩০০ সে. এর অধিক হলে বীজের অঙ্কুরোদগম হবে না। গরম পড়লে পাতা শুকোতে শুরু করে এবং পাতার স্বাদ তেঁতো হয়ে যায়। তাছাড়া অধিক তাপমাত্রায় গাছে ফুল এসে যাবে। হালকা মাটি হল লেটুস চাষের পক্ষে উপযোগী। মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব পদার্থ মজুত থাকতে হবে। মাটি উর্বর হবে এবং যথেষ্ট জল ধারণ ক্ষমতাও থাকবে। মাটির ক্ষারাম্লমান ৫.৮-৬.৫ হওয়া দরকার।

জমির নির্বাচন

লেটুস খোলামেলা ও উঁচু অবস্থানের জমি পছন্দ করে। জমির মাটির নিকাশি ব্যবস্থাও ভালো থাকতে হবে। জমি যেন যথেষ্ট সূর্যের আলো পায়।

জাত

লেটুসের জাতগুলিকে দুটি প্রকারে ভাগ করা যায়। একটি প্রকারের মাথাগুলি দেখতে বাঁধাকপির মতো গোল। অন্যটির পাতাগুলি হবে মসৃণ ও কোঁচকানো। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, দিল্লি যে জাতগুলি চাষের জন্য সুপারিশ করেছে সেগুলি হল গ্রেট লেকস, স্লোবোল্ট এবং চাইনিজ ইয়েলো। গ্রেট লেকস নামক জাতটির মাথা বাঁধাকপির মতো। অন্য দুটি জাতের গাছ থেকে বারবার পাতা তোলা যায়।

জমি তৈরি

লেটুস চাষের জন্য মাটি ভালোভাবে চাষ দিয়ে তৈরি করতে হবে। মাটিতে হতে হবে সরুদানাবিশিষ্ট। লাঙল দিয়ে চাষের পর মাটি সমতল করে নিতে হবে। সকল ধরনের আগাছা তুলে ফেলতে হবে।

বীজ বোনা

লেটুসের চারা বীজতলায় তৈরি করতে হবে। এজন্য ১৫ সেমি. উঁচু বীজতলায় বীজ বুনতে হবে। বীজতলার ধার বা কিনারা উঁচু রাখতে হবে। বীজতলার মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করে মাটিকে ঝুরঝুরে রাখতে হবে। বীজতলায় পাতলা করে বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে। জৈব সার ও মাটি মিশ্রণের পাতলা স্তর দিয়ে মাটি ঢেকে দিতে হবে। প্রতি বিঘার জমির জন্য প্রায় ৬০-৭০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হবে। এরপর খড় দিয়ে ঢেকে হালকা করে জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে।

চারা বসানো

সারিতে ৬ সপ্তাহের বয়সের চারা জমিতে বসাতে হবে। সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ২০-২৫ সেমি রাখতে হবে। চারা বসানোর সময় মাটিয়ে রস থাকতে হবে। দরকার হলে চারা বসানোর পর হালকা করে জল প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগ

শেষ চাষের সময় জমিতে বিঘা প্রতি ১৮-২০ কুইন্টাল জৈব সার অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। বিঘা প্রতি জমির জন্য লাগবে ১৬ কেজি ইউরিয়া, ৪৭ কেজি পটাশ সার মূল সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান দুইভাবে গাছে একমাস ও দুমাস বয়সের সময় চাপান হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

সার প্রয়োগে পরেই সেচ দিতে হবে। লেটুসের মাথা বাঁধা শুরু হলেই হালকা সেচ দিতে হবে। জমির জো দেখে তবেই সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা

১) আগাছা তুলে জমি পরিষ্কার রাখতে হবে। ২) চারাকে রোদের হাত থেকে রক্ষা করতে ঢাকা দিতে হবে। ৩) গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। ৪) জমি থেকে জল নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফলন তোলা

গ্রেট লেক জাতের লেটুসের মাথা জমাট বেঁধে গেলেই জমি থেকে তোলার উপযুক্ত হয়ে যাবে। আবার অন্য জাত দুটির বেলায় পাতা বড় ও নরম থাকা অবস্থায় তুলে ফেলার উপযুক্ত হবে। বার বার তোলা যাবে।

ফলন

প্রথম জাতটির বিঘা প্রতি গড় ফল হল ৮-১০ কুইন্টাল। অন্য জাত দুটির গড় ফল হল ১০-১২ কুইন্টাল।

রোগপোকার সমস্যা

ভাইরাস ঘটিত মোজেক বা সাহেব রোগের কিছুটা উপদ্রব দেখা যায়। এজন্য বাহক পোকা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও 'ডাউনি মিলডিউ' নামক রোগটির আক্রমণ এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিরোধের জন্য কপার ঘটিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

বেনেবউ

একবর্ষজীবী শীতকালীন পরজীবী আগাছা। এর পাতা ছোট ঝিল্লির মতো এবং ক্লোরোফিল বিহীন। ফুলের বিন্যাস অনিয়মিত ও নীল বর্ণের। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে শীতের শুরুতে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ মূলের নিঃসরণের প্রভাবে বীজ অঙ্কুরিত হয়। আগাছার চারা চোষক মূলের সাহায্যে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের মূলে শক্ত করে প্রোথিত করে এবং ছোট কন্দ তৈরি করে। আগাছার বৃদ্ধি হয়। কিন্তু খাদ্য সংগ্রহ করে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের মূল থেকে। ফলে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদে দুর্বল হতে থাকে। ফলন কমে যায়। অকাল মৃত্যুও ঘটে। তামাক, সর্ষে, আলু, বাঁধাকপি, তুলো, ভুট্টা, শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ, টমেটো প্রভৃতি ফসলের ওপর এই আগাছা বাসা বাঁধে।

নিযন্ত্রণ ঃ

১. বেনেবউকে আশ্রয় দেয় না এমন ফসল যেমন গম, যব, পেঁয়াজ, রসুন, পালং ফসল চক্রে ঢোকানো উচিত।

২. ফসলে আগাছা দেখা গেলে ফুল আসার আগে তুলে ফেলা উচিত।

৩. ফাঁদ ফসল চাষ করলে আগাছা বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না।

৪. জৈব আগাছানাশক ফাইটোমাইজা (মাছি) ও ফিউজারিয়াম (ছত্রাক) স্প্রে করা যাবে।

চায়ের সঙ্গে তরমুজ চাষ

খোকন সাহা

চায়ের সঙ্গে তরমুজ খাওয়া যায় না। তবে চায়ের সঙ্গে তরমুজের চাষ করা যায়। শুধু চাষ করাই নয় রীতিমতো বড়সড়ো সাফল্য অর্জন করা সম্ভবও হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ করে তাক লাগিয়ে দিলেন সেখানকার চা বাগান কর্তৃপক্ষ। এই সাফল্যের পিছনে সহায়তা রয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অফ ফ্লোরিকালচার অ্যান্ড অ্যাগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (কোফাম) টেকনিক্যাল অফিসার অমরেন্দ পান্ডের। চা বাগানের ফাঁকা জমিতে এত বড় এলাকা নিয়ে তরমুজ চাষ বিরল। শীতের ৩ মাস চা বাগান বন্ধ থাকে ওই সময়ে শ্রমিকদের কাজ থাকে না। ওই সময়ে বাগানের ফাঁকা জমিতে চাষ করে অতিরিক্ত আয় করার সুযোগ পেতে পারেন বড় এবং ছোট দুই ধরনের বাগিচা মালিক কর্তৃপক্ষ। এজন্য যে সকল কারিগরি সহায়তা প্রশিক্ষণ দরকার সবই কোফাম থেকে দেওয়া হবে।

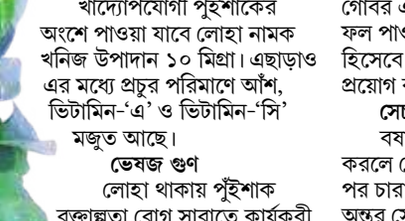

অমরেন্দ বলেন, আমরা ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ পরীক্ষামূলকভাবে করাই। বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ করানোর কারণে এতে বোঝা যায় কোন প্রজাতির চাষ কোন এলাকার মাটি ও জলবায়ুর পক্ষে উপযুক্ত এবং ফলনের পরিমাণ কত। আমরা এখানকার চাষের নামকরণ করেছি 'তরমুজ পার্টি'।

এই চা বাগানের প্রিন্সিপাল অফিসার সুজয় সেনগুপ্ত বলেন, আমাদের চা বাগান প্রায় ৫০০ একরের। কিছুটা নীচু জমি যেখানে সেখানে ১৩ একরজুড়ে তরমুজের চাষ করা হয়। তরমুজের ৪টি ভ্যারাইটি চাষ করা হয়েছে। একর প্রতি ২৫ হাজার কেজি উৎপাদন হয়েছে। প্রথম লটের তরমুজ তুলে জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি বাজারে পাঠানো হয়েছে। ভালো মার্কেট পাওয়া গিয়েছে। তরমুজ ছাড়াও সুইট কর্ন, খরমুজ, কাকড়ির চাষ করা হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৯০ জন শ্রমিক এর চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাদের কর্ম সংস্থান হয়েছে।

আয় বাড়ানোর উদ্যোগ

- জলপাইগুড়ি জেলার ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ
- চা বাগানের ফাঁকা জমিতে এত বড় এলাকা নিয়ে তরমুজ চাষ বিরল
- শীতের ৩ মাস চা বাগান বন্ধ থাকায় ওই সময়ে শ্রমিকদের কাজ থাকে না
- এই সুযোগে শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে বাগানের ফাঁকা জমিতে অতিরিক্ত আয় করার সুযোগ
- সাফল্য পেতে পারে বড় এবং ছোট দুই ধরনের বাগিচা মালিক কর্তৃপক্ষ
- এজন্য যে সকল কারিগরি সহায়তা প্রশিক্ষণ দরকার সবই কোফাম থেকে দেওয়া হবে

শখের অফিস বাগান

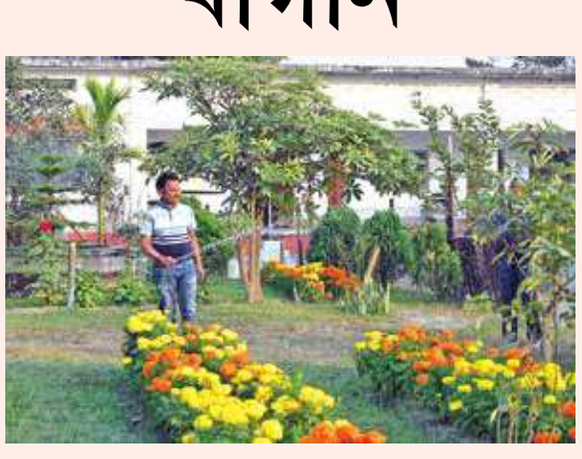

অপর্ণা গুহ রায়

ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। বহু পুরোনো এই কথাটিই আবার নতুন করে প্রমাণ করেছেন কোচবিহার নিবাসী নিশিথরঞ্জন মিত্র। কত মানুষই না সবুজ ভালোবাসেন। তবে স্থানাভাবে তাঁদের সেই ইচ্ছে পূরণ হয়ে ওঠে না। নিশিথেরও সেই সুপ্ত ইচ্ছে ছিল। স্থানাভাবও ছিল। কিন্তু নিশিথ মোটেও দমে যাননি। বাবার রেলে চাকরির সুবাদে রেল কোয়ার্টারের খানিকটা জায়গায় ফুলের গাছ বাবা-দাদা-দিদির সঙ্গে হাত মিলিয়ে করতেন। সেই থেকেই গাছের নেশা মাথায় ঢুকে যায়। কিন্তু কোয়ার্টারের জায়গার অভাবে ঠিকমতো ইচ্ছেপূরণ করতে পারছিলেন না। পরবর্তীকালে তাঁর নিজের বাড়ি হলেও সেখানেও গাছ লাগানোর মতো পর্যাপ্ত জায়গা ছিল না। তাই টবে গাছ লাগিয়ে মনকে শান্ত করতে হত। বর্তমানে তিনি নিজেও রেলে চাকরি করেন এবং নিউ কোচবিহার চলে আসেন। এখানে এসে প্রচুর জায়গা পেয়ে তাঁর সুপ্ত ইচ্ছা বাস্তবায়নের সুযোগ পান। গত ৭ বছর ধরে নিজ ব্যয়ে ও বন দপ্তরের সহযোগিতায় নিজের অফিস চত্বরে প্রচুর গাছ লাগান। আমলকি, আম, পেয়ারা, কুল, মেহগনি গাছের সঙ্গে সারাবছরই রকমারি ফুলের গাছ খুব আনন্দ সহকারে লাগান নিজের অফিসের কাজের অবসরে। রকমারি গাঁদা ফুল, গোলাপ, রজনীগন্ধা ও শীতের বাহারি ফুলের সম্ভারে ভরে ওঠে তাঁর এই বাগান। তিনি তাঁর বাগানের নাম রেখেছেন রবীন্দ্র উদ্যান। তিনি মনে প্রাণে গাছের সান্নিধ্যে থাকতে ভালোবাসেন।

ছোট্ট তারা

সৌহার্দ্য সেন কোচবিহারের অরবিন্দ পাঠ ভবনের প্রথম শ্রেণির ছাত্র। আবৃত্তিতে পুরস্কার রয়েছে, তবলা বাজাতে ভালোবাসে। এই খুদে ক্যারাটেও শেখে।

দিনহাটায় রথকে ঘিরে উন্মাদনা (উপরে)। গুঞ্জবাড়িতে জিলিপির পসরা। -প্রসেনজিৎ সাহা ও অপর্ণা গুহ রায়

ঢোলা পোশাকে স্বস্তির সন্ধান

শহরের রাস্তাঘাটে চোখ মেললেই দেখা যায় আরামদায়ক ও ঢিলেঢালা পোশাক পরিহিত ছেলেমেয়েদের। ওদের মতে, ঢিলেঢালা পোশাকের ভেতর দিয়ে খুব সহজেই বাতাস চলাচল করতে পারে। এতে পোশাক পরে আরাম পাওয়া যায়। অনেকেই ভাবেন, ঢিলেঢালা পোশাকে ঠিকমতো স্টাইল করা যায় না। কথাটা মোটেও ঠিক নয়। ঢোলা বা ওভারসাইজ পোশাক এখন ট্রেন্ডি, আলোকপাত করলেন **প্রসেনজিৎ সাহা**।

রূপসার খোঁজ

দিনহাটা শহরের এক শপিং মলে গিয়ে রূপসা দে খুঁজছিলেন ফুলহাতা কিন্তু হালকা কাপড়ের টিউনিক, কুর্তি। আসলে গরমে স্বস্তি দেয় বলেই শহরের দোকান হোক বা শপিং মল এধরনের পোশাকের চাহিদা সবচাইতে বেশি। তার সঙ্গে অবশ্যই হিপহপ টি শার্ট, পালাজো তো রয়েছেই।

স্নিগ্ধ রং

রোদের তাপ বাড়ছে। পারদ চড়ছে। আর উষ্ণতা বাড়লেও ঘরে থাকার তো জো নেই, কর্মক্ষেত্রে তো বেরোতেই হবে। সেক্ষেত্রে নবীন প্রজন্ম হোক বা মধ্যবয়সি সকলেরই ভরসা হালকা কাপড়ের পোশাক ও স্নিগ্ধ রং। আর তাতেই যেন ফ্যাশন ট্রেন্ড খুঁজে নিচ্ছে তারা।

ইকো-ফ্রেন্ডলি

শহরের কাপড় ব্যবসায়ী রাহুল সাহার কথায়, 'নবীন প্রজন্মের একটা অংশ আবার ইকো-ফ্রেন্ডলি কাপড়ের প্রতি আগ্রহী। অনেকেই সেক্ষেত্রে পোশাক নিতে গিয়ে দেশীয় তাঁতের ছোঁয়া, প্রাকৃতিক রঙের ছাপ এবং টেকসই ফ্যাশনের প্রতি সচেতনতা দেখাচ্ছে। এছাড়াও অনেকেই আবার সাধারণ পোশাকেই স্বচ্ছন্দ বোধ করছে। সেক্ষেত্রে ওভারসাইজ টপস যেমন ফুলহাতা কিন্তু হালকা কাপড়ের টিউনিক, কুর্তি, ক্রপটপ। আবার কেউ ঢলঢলে প্যান্ট যেমন পালাজো, কুলোটস, ফ্লোয়ি স্কার্ট বা ট্রাউজার্স পছন্দ করছে।

আলফার পছন্দ

এখনকার জেন আলফার পছন্দের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে সুতি, লিনেন, খাদি এবং মসলিনের মতো বাতাস খেলা করা কাপড়, যা কেবল শরীরকে ঠান্ডা রাখে না, দেয় সাময়িক স্বস্তিও। যা তীব্র গরমে খুব প্রয়োজন। তবে কাপড়ের সঙ্গে এই তীব্র গরমে রঙের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয় পোশাক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে। এই গরমে হালকা রঙের পোশাক বেছে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। হালকা রঙের পোশাক পরলে যেমন আরাম, তেমন চোখকেও দেয় প্রশান্তি। এর ভেতর সাদা রঙের পোশাক গরমের জন্য সবচেয়ে আরামদায়ক। কারণ, এর তাপ শোষণের ক্ষমতা খুব কম। এমন আবহাওয়ায় সবচেয়ে ভালো সুতি কাপড়ের পোশাক। এর কোনও বিকল্প নেই। সুতি কাপড়ের ভেতর দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। এছাড়া এর ঘাম শোষণক্ষমতাও বেশি। সেক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের বেশি পছন্দ সাদা, প্যাস্টেল শেডের পোশাক, ফুলেল প্রিন্ট, হালকা হলুদ অফ হোয়াইটের মতো রংগুলি।

পোশাকে খেয়াল

কাপড় ব্যবসায়ী রাজু সোমানির কথায়, ছেলেরা এই গরমে সাধারণত হাফহাতা শার্ট, কটন শার্ট, ফুলের প্রিন্ট, প্যাস্টেল বা উজ্জ্বল রঙের রিল্যাক্সড টি-শার্ট, হালকা ট্রাউজার ও শর্টস, লুজ পায়জামা প্যান্ট, খাকি বা লিনেন ট্রাউজারই বেশি পছন্দ করছে। আর সেইদিকে খেয়াল রেখেই পোশাক রাখা হয়েছে।

চিকিৎসকের মত

যদিও এই গরমে চিকিৎসকরাও হালকা খাবারের সঙ্গে হালকা পোশাকই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রবীণ চিকিৎসক বিদ্যুৎকমল সাহার কথায়, 'হালকা রঙের পোশাকই সূর্যরশ্মিকে প্রতিহত করতে পারে, সেক্ষেত্রে গরম কম অনুভূত হয়। এছাড়া হালকা ফুলহাতা শার্ট পরলে সূর্যের তেজস্ক্রিয় রশ্মি থেকে চামড়াকে বাঁচানো যায়।'

হালকা পোশাক

স্বাস্থ্যকর্মী রিয়া সরকারের কথায়, 'স্কুটি নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে এই গরমে হালকা পোশাকেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। সেক্ষেত্রে সুতির কাপড়ের কুর্তিকেই বেশি পছন্দ করি।' কলেজ পড়ুয়া রন্তি রায়ের কথায়, কটনের ফুলহাতা শার্ট এই গরমে আমার প্রথম পছন্দ, তার সঙ্গে ঢিলেঢালা ব্যাগি জিন্স পরে থাকি।'

সৌন্দর্য ও স্বস্তি

আসলে এই প্রজন্মের কাছে গরমে ফ্যাশন মানে শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, বরং স্বস্তি, আত্মবিশ্বাস এবং ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। তাই হালকা কাপড়ের এই পোশাক যেন শুধু গরম নয়, জীবনকেও করে তোলে অনেকটা সহজ ও প্রাণবন্ত।

সাতদিন সিংহাসনে ছোট মদনমোহন

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৭ জুন : শুক্রবার থেকে উলটোরথের দিন পর্যন্ত ভক্তরা সরাসরি পুজো দিতে পারবেন ছোট মদনমোহনকে। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শুক্রবার বিকেলে কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন মাসির বাড়িতে গিয়েছেন। সেখানে সাতদিন থেকে উলটোরথের দিন মাসির বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে এই সাতদিন মদনমোহন মন্দিরে তাঁর সিংহাসন সামলাবেন ছোটবাবা অর্থাৎ ছোট মদনমোহন। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব পবিত্রা লামা বলেন, 'রীতি মেনেই সব আয়োজন হয়েছে। বছরে শুধুমাত্র এই সাতদিন ছোট মদনমোহনকে মূলত সরাসরি ভক্তরা দেখতে পান।'

মদনমোহন মন্দিরে মদনমোহনের দুটি বিগ্রহ থাকলেও ছোট মদনমোহন সারা বছর কার্যত লোকচক্ষুর আড়ালেই থাকেন। কেবলমাত্র রাস উৎসব, পুষ্পদোল, দোলযাত্রার সময় যখন বড় মদনমোহনকে মন্দিরের মূল মন্দিরের বারান্দায় নিয়ে আসা হয়, সেসময় ছোট মদনমোহনকে সিংহাসনে বসানো হয়। তখন বারান্দায় বড় মদনমোহন থাকায় সে সময়ও ভেতরে থাকা ছোট মদনমোহনকে ভক্তেরা সেভাবে দেখার সুযোগ পান না। একমাত্র রথযাত্রা উৎসবের সময় বড় মদনমোহন মন্দিরে না থাকায় ছোট মদনমোহন ভক্তদের সামনে আসেন। এই সাতদিন একইভাবে পুজো এবং ভোগ দেওয়া হয় ছোটবাবাকে।

উলটোরথের দিন বড় মদনমোহন মন্দিরে ফিরে আসার একদিন পর ছোট মদনমোহন চার মাসের জন্য হরিশয়নে যাবেন। একেবারে রাস উৎসবের দু'দিন আগে ঘুম থেকে উঠবেন ছোট মদনমোহন। মন্দিরের পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী বলেন, 'শুক্রবার সকালেই নিয়ম মেনে ছোটবাবাকে সিংহাসনে আনা হয়েছে। এই সাতদিন ছোট মদনমোহনকে পুজো দিতে ভক্তদের সমাগম স্বাভাবিক থাকবে।'

বড় মদনমোহনের সিংহাসনে ছোট মদনমোহন। ছবি : জয়দেব দাস

ছোট বাবা

- ছোট মদনমোহন সারা বছর কার্যত লোকচক্ষুর আড়ালেই থাকেন
- যখন বড় মদনমোহন বারান্দায় আসেন তখন ছোট মদনমোহন সিংহাসনে বসেন
- বারান্দায় মদনমোহন থাকার সময়ও ছোট মদনমোহনকে ভক্তেরা দেখার সুযোগ পান না
- একমাত্র রথযাত্রা উৎসবের সময় ছোট মদনমোহন ভক্তদের সামনে আসেন

বড়োমা'র মূর্তি গড়া শুরু মহামায়াপাটে

কোচবিহার ব্যুরো

২৭ জুন : দিনহাটার শতাব্দীপ্রাচীন দুর্গাপুজোর অন্যতম হল মা মহামায়াপাটের দুর্গাপুজো। দিনহাটার বাসিন্দাদের কাছে এই দেবী বড়োমা নামেই বেশি পরিচিত। পুরোনো রীতি মেনে এবছর রথযাত্রার দিন কাঠামোপুজো দিয়ে বড়োমা'র মূর্তি গড়ার কাজ শুরু হল।

এবার ১৩৫তম বর্ষে পড়তে চলেছে এই পুজো। শোনা যায়, ১৮৮৫ সাল নাগাদ কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে ডুয়ার্সের জয়ন্তী থেকে বাংলাদেশের লালমণিরহাট পর্যন্ত রেললাইন পাতার কাজ চলাকালীন দেবীর অবয়ব আঁকা একটি প্রস্তরখণ্ড দেখতে পান শ্রমিকরা। পাথরটি তোলার চেষ্টা করেও কেউ তা তুলতে পারেননি। পরে মহারাজা স্বপ্নাদেশ পেয়ে ওই জায়গায় প্রস্তরখণ্ডটিকে দেবী মহামায়ারূপে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে পুজো শুরু করেন। এরপর ১৮৯০ সালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেবী দশভুজা রূপে পুজো দেওয়ার স্বপ্নাদেশ পান। আর তারপর থেকে মা মহামায়াপাটের পাশে অস্থায়ী মন্দির গড়ে শুরু হয় পুজো। উদ্যোক্তারা জানান, প্রতি বছর রথযাত্রার দিন বড়োমা'র মূর্তি গড়ার কাজ শুরু করেন মৃৎশিল্পীরা। এখানকার পুজো বৃহৎ নান্দীকেশর পুরাণ মতে হয়ে থাকে বলে জানা যায়।

পুজো কমিটির পক্ষে মানিক বৈদ, শংকর সাহা, দিলীপ দে'র কথায়, দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু হয়। পরবর্তীতে দশভুজারূপে মা মহামায়া পূজিত হতে শুরু করেন। এবার এই পুজো ১৩৫ বর্ষে পড়তে চলেছে। গত বছরের মতো এ বছরও নিষ্ঠা মেনে পুজোর আয়োজন করা হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা স্বপ্না রায়ের কথায়, 'বড়োমা আমাদের কাছে একটি আবেগ। প্রতি বছর বড়োমাকে দর্শন করার পরই অন্য পুজোমণ্ডপের প্রতিমা দর্শন করি। আর সেইসঙ্গে অষ্টমীর সকালে মায়ের পায়ে অঞ্জলি তো অবশ্যই দিতে হবে।'

> বড়োমা আমাদের কাছে একটি আবেগ। প্রতি বছর বড়োমাকে দর্শন করার পরই অন্য পুজোমণ্ডপের প্রতিমা দর্শন করি। আর সেইসঙ্গে অষ্টমীর সকালে মায়ের পায়ে অঞ্জলি তো অবশ্যই দিতে হবে।
>
> **স্বপ্না রায়**

অন্যদিকে, রীতি মেনে রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে শুক্রবার সকালে কোচবিহার রামকৃষ্ণ মঠের মন্দিরে দুর্গাপুজোর সূচনা হল কাঠামোপুজোর মধ্যে দিয়ে। মঠের ব্রহ্মচারী এই পুজো করেছেন। মঠের সন্ন্যাসী স্বামী গিরিশাত্মানন্দ সহ অন্য সন্ন্যাসীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, শুক্রবার তুফানগঞ্জ শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আদি দেবীবাড়ির পুজোমণ্ডপে কাঠামোপুজো অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন পুজো কমিটির সভাপতি জগবন্ধু সাহা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বপন দে, রতন বণিক প্রমুখ। জগবন্ধু বলেন, 'এবারে আমাদের পুজো ১৩৯তম বর্ষে পদার্পণ করল। পরম্পরা মেনে রথের দিনে কাঠামোপুজো অনুষ্ঠিত হল।' এদিন নিউটাউন বীণাপাণি ক্লাব ও লম্বাপাড়া বাণী সংঘ ক্লাবের ৭৫তম দুর্গোৎসবের খুঁটিপুজো করা হয়।

বিপাকে পড়ুয়ারা

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৭ জুন : রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে স্কুলের বিল্ডিং। তার ওপর আবার পর্যাপ্ত ঘর না থাকায় এবার বিপাকে পড়েছে নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। শেষপর্যন্ত স্কুলের হলঘরকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে ভাগ করে আপাতত তিনটি ক্লাসরুম বানানো হয়েছে।

চলতি বছর পঞ্চম শ্রেণিতে সেই স্কুলে ১০০ জনের বেশি ছাত্রীকে ভর্তি নেওয়া হয়নি। পঞ্চম শ্রেণি থেকে যে ২৭৩ জন ছাত্রী ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠেছে, তাদের তিনটি সেকশনে ভাগ করা আছে। একেকটি ঘরে ৫০ থেকে ৬০ জন ছাত্রীকে বসানো যেতে পারে। কিন্তু সেখানে আরও ৩০ জনকে জায়গা দিতে গেলে সমস্যা বাড়ছে। দশম শ্রেণি অবধি প্রতিটি ক্লাসেই ২০০ জনের ওপর ছাত্রী রয়েছে। স্কুলে অপর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ থাকায় সকালে ও দুপুরে, দুই ভাগে ক্লাস করানো হয়েছে। কিন্তু তবুও কোনও সুরাহা হয়নি।

শুধু তাই নয়, স্কুলে বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস এবং আইটি- এই দুটি ভোকেশনাল ক্লাসের জন্য কোনও ঘর বরাদ্দ নেই। যখন যেই ঘর খালি থাকে, তখন সেখানে ক্লাস করানো হয়। একই অবস্থা দ্বাদশ শ্রেণিতে। সেখানে ছাত্রী বেশি হয়ে গেলে এক ঘরে তাদের বসানো সম্ভব হয় না। বর্তমানে স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ১৮০০। কোনও কারণে যদি স্কুলের বেশিরভাগ ছাত্রী একসঙ্গে চলে আসে, তাহলে শ্রেণিকক্ষের সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ছাত্রীদের সংখ্যার নিরিখে শৌচালয়ের সংখ্যাও যথেষ্ট কম। বারবার বলা সত্ত্বেও শৌচালয় তৈরির জন্য অর্থবরাদ্দ করা হয়নি।

শুধু শ্রেণিকক্ষই নয়, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার জন্য এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনও ঘর নেই। অফিস কর্মীদের জন্য কোনও ঘর নেই। প্রধান শিক্ষিকা জয়শ্রী রায় বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ দুটি শ্রেণিকক্ষ তৈরি করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আর কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। উনি যদি আমাদের আরও দুটো ঘর করে দেন তাহলে কিছুটা সুবিধা হয়।'

প্রতিবাদ

তুফানগঞ্জ, ২৭ জুন : সন্তানদলের প্রতিবাদ কর্মসূচিকে সামনে রেখে শুক্রবার শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ সরণি এলাকায় প্রস্তুতি সভা ও প্রচারপত্র বিলি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সঞ্জিত দাস, মহকুমা সম্পাদক গৌড় কুণ্ডু প্রমুখ।

চারাগাছ বিলি

কোচবিহার, ২৭ জুন : রকি ক্লাবের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিলি করা হয়। এবার ক্লাবের দুর্গোৎসবে পুজোমণ্ডপ গাছকে কেন্দ্র করেই সেজে উঠবে বলে জানানো হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন শহরে চারাগাছ রোপণের পাশাপাশি বিলি করা হয়েছে।

রক্তদান

কোচবিহার, ২৭ জুন : ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির করল পরিবার। গুঞ্জবাড়ি এলাকায় এই শিবিরে ১৭ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়। জন্মের সময় বাবা-মা নাম রেখেছিল রক্তিম। এই রক্তদানের মাধ্যমে সেই নামটা যেন সার্থক হল।

রংদার রোদ্দুর

ছাতা

সেই কবে কোন কালে ভরসা হয়ে আমাদের মাথায় তার উদয়। তারপর থেকে জীবন তাকে ছাড়া ভাবাই যায় না। বর্ষায় তো বটেই, প্রখর গরমে বা স্রেফ ফ্যাশন স্টেটমেন্ট হয়ে সে আমাদের সঙ্গী। নামভারে সে আমাদের জীবনের অন্যতম অবলম্বনও। এবারের প্রচ্ছদে ছাতা।

প্রচ্ছদ কাহিনী সন্দীপন নন্দী, শুভ্রদীপ রায় ও দেবদত্তা বিশ্বাস
গল্প কিংবা গল্প নয় পিসি সরকার (জুনিয়ার)
ট্রাভেল ব্লগ দীপঙ্কর দাশগুপ্ত
কবিতাগুচ্ছ শিশির রায়নাথ
কবিতা স্নেহাংশু বিকাশ দাস, পরাগ মিত্র, সুরভি চট্টোপাধ্যায়, অদীপ ঘোষ ও পাপিয়া মিত্র

কেরলে বহুতল ধসে মৃত ৩ শ্রমিক

দুর্ঘটনার সময় ভবনের ভিতরে প্রায় ১২ জন শ্রমিক ঘুমিয়ে ছিলেন। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই মালদার বাসিন্দা।

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২৭ জুন : শোকস্তব্ধ মালদার বৈষ্ণবনগর। কোরবানির ইদের পরই কাজের সন্ধানে কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক কেরলের পথে রওনা হয়েছিলেন। শুক্রবার সকাল ৬টা নাগাদ সেখানকার কোডাকরায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মালদার তিন পরিযায়ী শ্রমিক প্রাণ হারান। নিহতরা হলেন পার দেওনাপুর-শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়েদ হাজিপাড়ার রবিউল শেখ (১৯), রবিউল ইসলাম (২১) ও কুম্ভিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোদনটোলার আলিম শেখ (৩০)। এদিন সকালে কোডাকরার একটি পুরোনো বহুতল ভবন আচমকাই ধসে পড়ে। পরিযায়ী শ্রমিকরা ওই ভবনে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া থাকতেন। দুর্ঘটনার সময় ভবনের ভিতরে প্রায় ১২ জন শ্রমিক ঘুমিয়ে ছিলেন। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। দমকল ও পুলিশ যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালায়। ধ্বংসস্তূপ থেকে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে ত্রিশূর জেলার কালেক্টর অর্জুন পান্ডিয়ান জানিয়েছেন।

পার দেওনাপুরের জয়েদ হাজিপাড়ায় গিয়ে দেখা যায়, রবিউলের মায়ের কান্না থামছেই না। বাবা ফিরোজ আলি বারবার বলছিলেন, 'ছেলেটা তো বলেছিল, কয়েকদিন কাজ করে ফিরে আসবে। কে জানত এমনটা হবে!' প্রতিবেশীরা জানান, পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। আরেক রবিউলের বাবা আবদুল মান্নান শেখ বলছিলেন, 'গরিব হওয়াটাই আমাদের একমাত্র অপরাধ।' বলতে বলতেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আত্মীয়রা তাঁকে ধরে ফেলে কোনওমতে সরিয়ে নিয়ে যান। কুম্ভিরার গোদনটোলায় আলিম শেখের বাড়িতে ভিড় জমেছিল। তাঁর স্ত্রী হুসনে আরা বারবার কান্না চেপে বলে চলেছিলেন, 'স্বামী আমাদের ফেলে রেখে চলে গেলেন। এখন আমাদের কী হবে?'

কেরলের কোডাকরা থেকে ফোনে কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের মুর্শেদ আলি বললেন, 'বাড়িটি বহু পুরোনো ও জরাজীর্ণ ছিল। বারবার সংস্কারের আবেদন জানানো হলেও কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেই অবহেলাই তিনটি তাজা প্রাণ কেড়ে নিল।' স্থানীয় সমাজসেবী আলিম শেখের বক্তব্য, 'কাজের খোঁজে বাইরে গিয়ে এভাবে মৃত্যু কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না।'

ওই তরুণদের মৃতদেহ দ্রুত ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে বলে স্থানীয়রা দাবি জানিয়েছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের আবাসনে নজরদারি আরও বৃদ্ধির দাবি জোরালো হয়েছে।

প্রশ্নে ইউবিকেভি

মেরিট লিস্ট নিয়ে নয়া বিতর্ক

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৭ জুন : হাইকোর্টের রায়কে উপেক্ষা করে ওয়েবসাইটে স্নাতক স্তরে (ইউজি) ভর্তিতে মেরিট লিস্ট বের করা হয়েছে। এমনই অভিযোগ উঠল কোচবিহারের উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউবিকেভি) বিরুদ্ধে। ২০১০ সালের পর যেসব জনগোষ্ঠী ওবিসি তালিকাভুক্ত হয়েছিল, সেগুলো ২০২৪ সালের কলকাতা হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী বাতিল। ২০১০ সালের আগে ওবিসি-এ, ওবিসি-বি শ্রেণিবিন্যাসও ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত তালিকায় ৩৮ জন ওবিসি-এ এবং ১০০ জন ওবিসি-বি ক্যাটিগোরির প্রার্থীর নাম রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। -ফাইল চিত্র

এরপরই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিশানা করে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। ইউবিকেভি কর্তৃপক্ষ কি ওবিসি সংক্রান্ত আদালতের নির্দেশ নিয়ে ওয়াকিবহাল নয়? নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে 'সুবিধা' দেওয়ার জন্য এই 'বিশেষ' তালিকা প্রকাশ? যাঁরা ছাত্র ভর্তির দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁরা অজ্ঞ এবং অযোগ্য? সবমিলিয়ে ছাত্র ভর্তির নোটিফিকেশনটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডঃ প্রদ্যুৎকুমার পালের এ বিষয়ে সাফাই, 'আমরা যখন এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলাম, তখন কোর্টের অর্ডারে ভর্তি সংক্রান্ত কিছু পরিষ্কার ছিল না। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অবশ্য আদালতের বেশ কয়েকটি অর্ডার এসেছে। ফলে ভর্তির প্রক্রিয়া ওই অর্ডারগুলোকে ভিত্তি করেই করা হবে।' তাঁর সংযোজন, 'আপাতত প্রভিশনাল মেরিট লিস্ট বের করা হয়েছে। ফাইনাল মেরিট লিস্ট দেওয়া হয়নি।'

২০১০ সালের আগে মোট ৬৬টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি বলে ঘোষণা করা হয়। চাকরি হোক বা পড়াশোনা, ওই জনগোষ্ঠীগুলির শংসাপত্রই গ্রাহ্য করা হবে। ২০২৪ সালে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সেই বছরের পর থেকে নথিভুক্ত হওয়া বাকিদের শংসাপত্রের কোনও মান্যতা নেই।

২০১০ সালে বাম সরকার ৪২টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি বলে চিহ্নিত করে। এরপর তৃণমূল সরকার আসার পর ২০১২ সালে তারা ৩৫টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি বলে চিহ্নিত করে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, দুই সরকারের আমলে ওবিসি তালিকায় এই নতুন সংযোজিত ৭৭টি জনগোষ্ঠীকে বাতিল করা হয়েছে। চলতি বছর ২৬ জুন কলকাতা হাইকোর্ট আরেকটি রায়ে বলেছে, এখনই ওবিসি-এ, ওবিসি-বি শ্রেণিবিন্যাসকে বিবেচনায় আনা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এই ইস্যুতে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী যৌথ মঞ্চের সভাপতি দেবাশিস দাস তোপ দেগেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। তাঁর কথায়, 'হাইকোর্টের নির্দেশের কথা জেনেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন এ ধরনের মেরিট লিস্ট প্রকাশ করল? তাহলে কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের নির্দেশকে অবমাননা করতে চাইছে? আমরা সংগঠনের তরফে ভর্তি প্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখছি। এই তালিকা ধরে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হলেই আমরা আদালতের দ্বারস্থ হতাম।'

গলদ যেখানে

- ২০১০ সালের পর বাম এবং তৃণমূল সরকারের আমলে ওবিসি তালিকায় সংযোজিত হয় মোট ৭৭টি জনগোষ্ঠী
- ২০২৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী এই জনগোষ্ঠীগুলি বাতিল বলে ঘোষিত
- সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত স্নাতকে ভর্তির তালিকায় ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি ক্যাটিগোরির প্রার্থীর নাম রয়েছে

কলেজেই গণধর্ষণ

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে এই ঘটনার দায় স্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, 'এর জন্য পুলিশই দায়ী। রাজীব কুমার, বিনীত গোয়েল, মনোজ ভার্মা সহ গোটা কলকাতা পুলিশ দিঘায় কী করছে?' বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী। কোথাও নাবালিকাকে খুন করা হচ্ছে। কোথাও ধর্ষণ হচ্ছে। যতই রথ টানুন না কেন, এই পাপ থেকে মুক্তি পাবেন না।'

তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য প্রথম থেকে ঘটনার নিন্দা করছে এবং অভিযুক্তদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলে যুক্তি দিচ্ছে। দলের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে বলা হয়েছে, তৃণমূল এ ধরনের অপরাধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই কারণে অপরাজিতা বিল আনা হয়েছিল। কিন্তু বিজেপির কারণে সেই বিল এখনও কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। বিজেপি ধর্ষকদের শাস্তি দেয় না। সুরক্ষা দেয় বলে অপরাজিতা বিল ২০২৪-এর গুরুত্ব তাদের কাছে নেই। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ অভিযুক্তের উদ্দেশে সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'জানোয়ারকে মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেওয়া উচিত।' তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রদেশ সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য জানান, ২০১৯ সালে অভিযুক্ত তৃণমূলের নিম্নতর পদে ছিলেন। তিনি ২০২৫ সালে এই ঘটনা ঘটাবেন, তা তাঁরা জানবেন কী করে! পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম একধাপ এগিয়ে দাবি করেন, 'যাঁরা তৃণমূল করেন, তাঁরা এ ধরনের ঘটনায় যুক্ত থাকেন না।'

রাজনৈতিক তর্জা কিংবা সাফাই গণধর্ষণের শিকার ছাত্রীটির ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে ঢাকতে পারছে না। তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন, মনোজিতের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে এই চরম পরিণতির শিকার হতে হয়েছে। শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের পাশাপাশি তাঁকে হকি স্টিক দিয়েও মারধর করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে বুধবার। ওইদিন ওই ছাত্রী পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ করতে কলেজে গিয়েছিলেন। কাজ শেষ হওয়ার পর মনোজিৎ তাঁকে ইউনিয়ন রুমে অপেক্ষা করতে বলেন। বিকেল ৪টায় বেরোনোর চেষ্টা করলেও বসিয়ে রাখা হয়। সন্ধে ৬টা নাগাদ মনোজিৎ ওই তরুণীকে প্রেম নিবেদন করেন। তরুণী তা প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকে ফের ইউনিয়ন রুমে অপেক্ষা করতে বলা হয়। সন্ধে ৭টা ৩০ মিনিট নাগাদ শৌচালয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ফের মনোজিৎ বিয়ের প্রস্তাব দেন বলে অভিযোগ।

ফের তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে মনোজিৎ তাঁর ওপর চড়াও হন। তাতে অসুস্থবোধ করায় ওই নির্যাতিতা তাঁকে কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেও শোনা হয়নি। বরং একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে চাইলে কলেজের মেইন দরজা বন্ধ করে দেয় বাকি দুই অভিযুক্ত। জোর করে তাঁকে ইউনিয়ন রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর নিরাপত্তারক্ষীর ঘরে জোর করে তাঁকে নিয়ে যায় প্রমিত ও জইব। সেখানে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে তরুণী পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগে জানিয়েছেন।

মোবাইলে ধর্ষণের ভিডিও তুলে ভাইরাল করার হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি, পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালে নির্যাতিতার প্রেমিক ও মা-বাবাকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়। তারপর ফের ইউনিয়ন রুমে নিয়ে গিয়ে ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ন্যক্কারজনক ঘটনা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে নির্যাতিতার মেডিকেল টেস্ট করানো হয়েছে চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন তিনি। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। ল' কলেজের অধ্যক্ষ নয়না চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আইন অনুযায়ী যা শাস্তি হওয়া উচিত, সেই ব্যবস্থা হবে।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্ত দে বলেন, 'অধ্যক্ষকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। ঘটনার পর কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে।'

প্রতিবাদ

কোচবিহার, ২৭ জুন : সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগের ঘটনায় কোচবিহার শহরে বিক্ষোভ আন্দোলন করল এআইডিএসও। শুক্রবার রাতে সংগঠনের তরফে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করে দাসব্রাদার্স মোড়ে জমায়েত করে। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা। এদিনের আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক আসিফ আলম, রুপালি সরকার, বৈশাখী নন্দী প্রমুখ।

আরও ৬ মাস

প্রথম পাতার পর

কর্মচারী সংগঠনের হিসাব ও আদালতে সরকারের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতার পুরো বকেয়া মেটাতে হলে রাজ্য সরকারের খরচ হবে ৪১৭৭০ কোটি টাকা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ওই বকেয়ার ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে হলে ১০ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি খরচ হবে। জুন মাসে তিন দফায় রাজ্য সরকার রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা নেওয়ায় জল্পনা ছড়িয়েছিল যে, ডিএ দেওয়ার জন্যই ওই পদক্ষেপ।

বরং সুপ্রিম কোর্টে শুক্রবার রাজ্য যে আবেদন করেছে, তাতে ডিএ কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। কোষাগারে অর্থের অভাবের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার উল্লেখও করা হয়েছে ওই আবেদনে।

যদিও আইনজীবী শামিমের যুক্তি, ডিএ বেতনের অংশ। কর্মীদের ডিএ থেকে বঞ্চিত করার অর্থ বেতন কমিয়ে দেওয়া। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সভাপতি দেবাশিস শীলের মতে, 'এটা রাজ্য সরকারের ঘৃণ্য কৌশল।'

রথের শোভাযাত্রায় মেজাজ হারাল হাতি। তেড়ে গেল পুণ্যার্থীদের দিকে। আহমেদাবাদে শুক্রবার।

মুক্তির দাবিতে

প্রথম পাতার পর

বক্সিরহাট থানা ঘেরাও করেছিলেন। গভীর রাত হয়ে যাওয়ার পর থানার আধিকারিকরা তাঁদের আশ্বাস দেন যে, তদন্ত করে ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে। তখন বিক্ষোভ থামে। শুক্রবার সকাল থেকে ফের শুরু হয় বিক্ষোভ। চলে দফায় দফায়। মানসাই থানার সামনে লাঙলগ্রাম থেকে আমবাড়ি যাওয়ার রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে দিনভর পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা। শেষপর্যন্ত, ধৃতের ট্র্যাক রেকর্ড খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ঘটনার পূর্ণ তদন্তের আশ্বাস মেলায় আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়। যদিও প্রশ্ন উঠছে, সত্যি যদি ওই ব্যবসায়ী নির্দোষ হয়ে থাকে তাহলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার বদলে কেনই বা রাস্তা

লাঙলগ্রাম-আমবাড়ি রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ।

অবরোধ করে পরিবারের লোকজন তাকে মুক্তি দেওয়ার দাবি করছেন? এনিয়ে পরিবারের কেউ মন্তব্য করতে রাজি হননি।

তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নিধারা মনোজ কুমার জানান, ঘটনার সঠিক তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে অভিযুক্তের পরিবারকে।

হাসপাতাল থেকে উধাও

বালুরঘাট, ২৭ জুন : বালুরঘাট সদর হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ চিকিৎসাধীন এক তরুণ। এমন দাবি করে তাঁর পরিবারের তরফে বালুরঘাট থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গত তিনদিন ধরে ৩৭ বছরের গৌতম দাসের খোঁজ মিলছে না বলে পরিবারটির বক্তব্য।

বালুরঘাট ব্লকের নুনইল গ্রামের গৌতম বেশ কয়েক মাস ধরেই মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। বাড়ির কাউকে না জানিয়ে মঙ্গলবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। পথচারীরাই তাঁকে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবারকে খবর দেন। বুধবার সকালে তাঁর বাবা অমল দাস হাসপাতালের মেল মেডিকেলে যান। কিন্তু সেখানে তিনি ছেলেকে দেখতে পাননি।

প্রথা ভেঙে রথযাত্রা

প্রথম পাতার পর

ধর্মীয় সংস্কৃতির উপর এভাবে আঘাত করা উচিত নয়।'

এদিন হরিশপাল চৌপথি দিয়ে রাজবাড়ির সামনে দিয়ে গুঞ্জবাড়িতে মাসির বাড়িতে পৌঁছান মদনমোহন। রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। প্রচুর পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন থাকে। গুঞ্জবাড়িতে প্রতিবছরই এই উপলক্ষ্যে মেলা বসে। তবে এবার সেখানকার মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা অনেকটাই কম দেখা গিয়েছে। ডাঙ্গরআই মন্দিরের পার্শ্ববর্তী মাঠে অন্যান্য বছর দোকানপাটে ঠাসা থাকে। তবে এবার ফাঁকা মাঠ দেখা গিয়েছে। রাস্তাতেও দোকানের পরিমাণ কম।

সদর মহকুমা শাসক বলেন, 'যে সমস্ত ব্যবসায়ী মেলায় দোকান দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন তাঁদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।' শিশুদের জন্য মেলায় রাইড নিয়ে আসা কল্যাণ বিশ্বাস বলেছেন, 'এবার দোকানপাট অনেক কম। বুঝতে পারছি না কীরকম ব্যবসা হবে।' জিলিপি বিক্রেতা ঋতু দাসের বক্তব্য, 'প্রথম দিন মোটামুটি ভালোই বিক্রি হচ্ছে। মদনমোহনের আশীর্বাদে বাকি দিনগুলিতে নিশ্চয়ই ভালো ব্যবসা হবে।'

শিলিগুড়ির ডাকাতি কাণ্ড

দিল্লিতে গা-ঢাকা, পুলিশের 'নাগালে রাহুল'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : দিনদুপুরে হিলকার্ট রোডে ঘটে যাওয়া দুঃসাহসিক ডাকাতির পর সমাজমাধ্যমে একটি ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই ছবিতে এক মহিলার সঙ্গে দুই তরুণ ছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ওই দুই তরুণের কোড নেম 'বাবা' ও 'রাহুল'। ওই মহিলা নয়, এই দুই দুষ্কৃতী যে অপরাধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল, সেই তথ্যও তদন্তকারীদের হাতে আসে। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর, দিল্লিতে যাওয়া পুলিশের বিশেষ দলের নাগালে চলে এসেছে রাহুল। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে মাথা ন্যাড়া করলেও, রাহুলের পালিয়ে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাকে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। যদিও নিরাপত্তা ও তদন্তের স্বার্থে এখনই ব্যাপারটা খোলসা করতে চাইছেন না পুলিশকর্তারা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং শুধু বলছেন, 'গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।'

হিলকার্ট রোডে সোনার দোকানে ডাকাতির পরিকল্পনা মহম্মদ এহেসানের থাকলেও, গত রবিবারের ঘটনায় প্রথম সারির নেতৃত্বে ছিল রাহুল। পরিকল্পনাতেও রাহুলের ভূমিকা ছিল অনেকটা। তদন্তে এমন কিছু তথ্য আসায় রাহুলকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাথা মনে করছে পুলিশ। সূত্রের খবর, মহম্মদ এহেসানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, ২২ তারিখ ঘটনা ঘটানোর আগে প্রধান রাস্তা এড়ানোর জন্য সংলগ্ন গলিতে দু'দিন ট্রায়াল চলেছে। চলতি মাসের ৫ ও ১৮ তারিখ হওয়া সেই ট্রায়ালে রাহুলই নেতৃত্ব দিয়েছিল। শুধু রুট হিসেবে ট্রায়ালই নয়, ওই দু'দিন টার্গেট করা ওই সোনার দোকানেও ঢুকেছিল ওই দুষ্কৃতী। সেখানে ঢুকে সোনার দাম জিজ্ঞাসা করেছিল। দোকানে কর্মীদের অজান্তেই দু'দিন রেকি করে বেরিয়ে গিয়েছিল। অপরাধীর প্রোফাইল পরীক্ষা করার পাশাপাশি গ্রেপ্তার হওয়া দুষ্কৃতীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা কার্যত একমত, বিহারের এই দুষ্কৃতী অত্যন্ত 'হাইপ্রোফাইল'।

এদিকে, রবিবার ঘটনার দিন 'বাবা'-র কাছে একধরনের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ছিল। দোকানের ভেতরে ঢোকার পর আশপাশের অবস্থা দেখে ওই দুষ্কৃতী বুকের কাছে থাকা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস টিপে দিয়েছিল। বাইরে থাকা সাফিক খান, মহম্মদ সামসাদদের যা সংকেত পাঠিয়েছিল। বাবার খোঁজও করছে পুলিশ। তদন্তে অ্যাপটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অ্যাপটিকে নিয়ে তদন্ত করা সাইবার ক্রাইম থানার এক কর্তার কথায়, অ্যাপটিকে হোয়াটসঅ্যাপের ডুপ্লিকেট বললে ভুল হবে না। হোয়াটসঅ্যাপের মতন সেখানে চ্যাটিং সিস্টেমের পাশাপাশি কল সিস্টেমও রয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপের মতোই সেই সিস্টেম দিয়ে কল করে ওরা কথা বলত। তবে ওই অ্যাপে কোনও ডেটা সেভ থাকে না।

অন্যদিকে, মহম্মদ সামসাদ ও সাফিক খানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে

পুলিশ জানতে পেরেছে, তাদের টার্গেট মূলত বছরে দশ লক্ষ টাকা। মহম্মদ এহেসানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, সে ব্যাপারে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে। তিনজনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, মহম্মদ এহেসান রাজস্থান থেকে ভাড়া করা সাফিক খানের সঙ্গে দশ লক্ষ টাকার চুক্তি করেছিল। বিহারের মহম্মদ সামসাদের সঙ্গে পাঁচ লক্ষ টাকার চুক্তি করেছিল। এদিকে, পুলিশের অনুমান ঘটনায় জড়িত বাকি সদস্যদের অধিকাংশই নেপালে পালিয়ে গিয়েছে। যা চাপ বাড়িয়েছে পুলিশের অন্দরে। এই অবস্থায় সোনা কতটা পুনরুদ্ধার করা যাবে, তা নিয়ে সংশয় বাড়ছে।

খুঁত খোঁজার প্যাঁচপয়জার

প্রথম পাতার পর

অতএব যে যেমন পারো, প্রশাসন হয়ে যাও।

প্রসাদ প্রকল্প লিখেছি। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন- সরকারি প্রকল্প। যেন আরেকটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। কিংবা স্বাস্থ্যসাথী বা কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ইত্যাদি সাথী বা শ্রী যুক্ত সরকারি খয়রাতি। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি-কথাটা চালু ছিল কংগ্রেস ও বাম শাসনেও। কংগ্রেস আমলে নেতাদের সিগারেটের খাপে লেখা সুপারিশে চাকরি হয়ে যেত। সেই পাইয়ে দেওয়াটা এখন ভাতা নাও টাকা দাও। অনুচ্চারিত স্লোগানটা সামান্য বদলে বলা যায়- প্রসাদ নাও, ভোট দাও।

প্রশ্ন করলে কি অন্যায় হবে যে, প্রসাদ বিলি কি সরকারের কাজ হতে পারে? প্রসাদ তো দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত খাদ্য। দেবতা গ্রহণ করার পর যেটুকু থাকে, তা ঈশ্বরের দেওয়া আশীর্বাদ হিসেবে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট একটি ধর্মের প্রথা। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে প্রশাসন কেন প্রসাদ বিলোবে? ইদের অনুষ্ঠানে বা গির্জায় মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিরা গেলে তোষামোদের রাজনীতি বলে হইচই হয়। প্রশাসন প্রসাদ বিলোলে ভিন্ন তোষামোদের অভিযোগ কেন উঠবে না?

না, মশাই না। অভিযোগ একটা উঠছে। সেটা প্রশাসনের প্রসাদ বিলোনো নিয়ে নয়। প্রসাদের শুদ্ধতা নিয়ে। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা উচ্চগ্রামে প্রচার করছেন এই প্রসাদে ঈশ্বরের ছোঁয়া নেই। এই প্রসাদ জগন্নাথের নয়। জগন্নাথ তো শুধু পুরীর একচেটিয়া। দিঘা তো ধর্মস্থানই নয়। অথচ রাম মন্দির উদ্বোধনে যেভাবে নেমে পড়েছিল উত্তরপ্রদেশ সরকার, দিঘায় তারই পুনরাবৃত্তি করছে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন।

তৃণমূল ও বিজেপি- দু'পক্ষই গাইতে পারে 'মোরা যাত্রী একই তরণীর, সহযাত্রী একই তরণীর...।' সেই সহযাত্রীদের রাজনীতি এখন শুধুই ধর্মকেন্দ্রিক। সেই ধর্ম-রাজনীতির নতুন অস্ত্র হয়ে উঠল প্রসাদ। শুধু মেরুকরণের প্রচারে ততটা লাভ হচ্ছে না বাংলার মাটিতে। মোথাবাড়ি, ধুলিয়ান, মহেশতলার সাম্প্রদায়িক বিরোধ কালীগঞ্জের ভোটে ডিভিডেন্ড দিল না। কিন্তু খেলা চলছে নিরন্তর। আজ হয়নি বলে কাল হবে না- তেমন নিশ্চয়তা নেই।

সহজ এই আশঙ্কাটা আঁচ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁর কথা, আচরণ, গান নিয়ে মিম-খিল্লি যতই হোক, অস্বীকার করা যাবে না যে, মানুষের মন পড়তে তিনি পারদর্শী। একা ৩৪ বছরের বাম শাসনের জগদ্দল পাথরটাকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন তো। হিন্দু ভোটের পদ্মাসন ঠেকাতে তাঁর এই দিঘা অভিযান ও প্রসাদ প্রকল্প। হিন্দু ভোট আটকানোর এই চক্রব্যূহে ভেদ করার মন্ত্র খুঁজতে তাই ব্যস্ত বিজেপি।

পুরীর মাহাত্ম্যের তুলনায় দিঘাকে খাটো দেখানোর সর্বাত্মক প্রয়াস সত্ত্বেও তেমন কাজ হচ্ছে না। তাই প্রসাদে খুঁত ধরা, তার শুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার হাস্যকর প্রয়াসে মরিয়া এখন শুভেন্দু অধিকারীরা। তাঁদেরই (বিজেপি) ছেঁড়া জুতোয় পা গলিয়ে যে পদচারণা চলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কোন পশুপাত অস্ত্রে তা ঠেকাবে পদ্ম শিবির? অথচ সামনে পড়ে অনেক হাতিয়ার। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। এই যেমন আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুন, নিয়োগে দুর্নীতি, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল ইত্যাদি। এসব ব্যবহারে ব্যর্থ বিজেপির বঙ্গ নেতৃত্ব। জুনিয়ার ডাক্তাররাই বলুন কিংবা চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা বিজেপিকে এড়িয়ে গিয়েছেন দুটো কারণে। প্রথমত, রাজনীতির ছোঁয়ায় আন্দোলনের শুদ্ধতা নষ্ট ও নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে। দ্বিতীয়ত, বিজেপির ওপর ভরসা রাখতে না পারায়।

মমতা নিশ্চিত, সংখ্যালঘু ভোট তাঁকে ছেড়ে যাবে না। একসময় তিনি বলেছিলেন, যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথি খেতে তাঁর আপত্তি নেই। অন্যদিকে, শুধু হিন্দু ভোটের ভরসায় বাংলা দখলের চেষ্টায় আছে বিজেপি। কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকলেও তারা বোঝে না, বাংলায় এমন একটি রাজনৈতিক সমাজ তৈরি হয়ে আছে, যেখানে সব হিন্দুরা মেরুকরণের পক্ষে নন। অথচ দলটার সমস্যা হল হাতে 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই' ছাড়া আর কোনও অস্ত্র নেই।

শুভেন্দু মনে করছেন, আরও ৪-৫ শতাংশ হিন্দু ভোট পদ্মের ইভিএমে টেনে নিতে পারলেই কেল্লা ফতে হবে। দীর্ঘ প্রচেষ্টা থাকলে সেই কাজটা যে অসম্ভব, তা মনে করার কারণ নেই। সেই আশঙ্কা মমতার আছে। তাই ওই চেষ্টায় চোনা ফেলে দিতে দিঘার মতো রাজসূয় প্রকল্পে হাত দিয়েছেন তিনি। যে প্রকল্পের লক্ষ্য দিঘাকে হিন্দুর গন্তব্য করে তোলা।

সেই উদ্দেশ্য সাধনে তড়িঘড়ি সরকারি পরিবহণ নিগমগুলিকে দিয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাস চালানো শুরু করে দিয়েছেন। মমতা মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতে বলে থাকেন, মানুষের জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ৯৯ শতাংশ উন্নয়ন তিনি করে ফেলেছেন। তাঁর সেই '৯৯ শতাংশ উন্নয়নের দাবি' ভোট নিশ্চিত করতে পারছে না বলেই তো মমতার এই প্রসাদের চাল।

শার্দূলের হাতে নতুন বল দেখতে চাইছেন রাহানে

স্লিপে যশস্বী অন্যতম ভালো ফিল্ডার : অশ্বীন

চেন্নাই, ২৭ জুন : লিডসে প্রথম ইনিংসে শতরান করেছিলেন। কিন্তু গোটা ম্যাচে অন্তত চারটি ক্যাচ ফেলে দলকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার হারের পর যশস্বীর একগাদা ক্যাচ মিস নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করছেন, গালিতে দাঁড়িয়ে ক্যাচ ধরার সময় যথাযথ রিঅ্যাক্ট করতে পারছেন না যশস্বী। যদিও ভারতের উঠতি তারকা ওপেনার জয়সওয়ালের পাশে দাঁড়িয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, 'জয়সওয়াল স্লিপ কর্ডনের অন্যতম সেরা ফিল্ডার। ডিউক বল হাতে একটু বেশি বড় ও শক্ত মনে হয়। তাই সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় গ্যালারি থেকে ভারতীয় ফিল্ডারকে কতটা স্লেজিং করা হয়, সেটা সবারই জানা। আমি নিশ্চিত, যশস্বীকেও সেই সব শুনতে হয়েছে। ওর জন্য খারাপ লাগছে। তবে শুধু যশস্বী নয়, রবীন্দ্র জাদেজা-জসপ্রীত বুমরাহ-ঋষভ পন্থরাও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ ফেলেছে। ফলে একা যশস্বীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।'

হেডিংলেতে হারের হতাশার মাঝেই শুক্রবার থেকে বার্মিংহাম টেস্টের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে শুভমান গিল ব্রিগেড। মাইকেল ক্লার্ক, সুনীল গাভাসকাররা দ্বিতীয় টেস্টে রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবকে খেলানোর পরামর্শ দিয়েছেন। একই সুর অশ্বীনের গলাতেও। বলেছেন, 'আমি দেখতে চাই ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা কুলদীপের মোকাবিলা কীভাবে করে। কুলদীপ যদি তিন-চার উইকেট পেয়ে যায় তাহলে ভারতের হাতে অন্তত ১২৫ রানের লিড থাকবে। আমার বিশ্বাস, কুলদীপ বার্মিংহাম টেস্টে নির্ণায়ক ফ্যাক্টর হতে চলেছে। হেডিংলেতে কুলদীপ প্রথম একাদশে থাকলে ম্যাচের ফলাফল হয়তো অন্যরকম হত।'

লিডসে ভারতের প্রথম উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে দুই ইনিংসেই শতরান করে রেকর্ডবুকে নাম তুলেছিলেন ঋষভ পন্থ। যার মধ্যে প্রথম ইনিংসে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছানোর পর ঋষভের 'সামারসল্ট' সেলিব্রেশন ভাইরাল হয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসেও শতরানের পর পন্থের থেকে একই সেলিব্রেশন দেখতে চেয়েছিলেন সুনীল গাভাসকার। যেহেতু

> অলরাউন্ডারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়। শার্দূল অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। অতীতে বিদেশে ভালো পারফর্ম করেছে। শুভমানের উচিত শার্দূলকে আরও স্বাধীনতা দেওয়া। চলতি সিরিজে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট শার্দূলকে বুদ্ধি করে ব্যবহার করলে সুফল পাবে।
>
> **আজিঙ্কা রাহানে**

প্রথম ইনিংসে সামারসল্ট সেলিব্রেশনের পর পিঠে টান লেগেছিল তাই ঋষভ ইশারায় বুঝিয়ে দেন, আজ নয়। পরে কোনও সময় এই সেলিব্রেশন করবেন। অশ্বীনেরও পরামর্শ, শরীরকে কষ্ট দিয়ে সামারসল্ট সেলিব্রেশনের প্রয়োজন নেই। বলেছেন, 'ঋষভের কাছে অনুরোধ, সামারসল্ট সেলিব্রেশন করার দরকার নেই। টি২০-তে একজন ব্যাটার খুব বেশি হলে ৫০-৬০ বল খেলে। কিন্তু টেস্টে লম্বা সময় ক্রিজে থাকতে হয়। ফলে শরীর ক্লান্ত

স্লিপে ক্যাচ মিস যশস্বী জয়সওয়ালের।

হয় বেশি। ঋষভ বর্তমান ভারতীয় টেস্ট ব্যাটিংয়ের অন্যতম স্তম্ভ। তাই সামারসল্ট সেলিব্রেশন করে ঋষভের নতুন করে কিছু প্রমাণ করার নেই।'

এদিকে, শার্দূল ঠাকুরকে আরও স্বাধীনতা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন তারকা রাহানে। চাইছেন, শার্দূলের হাতে নতুন বল তুলে দিক শুভমান। রাহানে বলেছেন, 'অলরাউন্ডারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়। শার্দূল অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। অতীতে বিদেশে ভালো পারফর্ম করেছে। শুভমানের উচিত শার্দূলকে আরও স্বাধীনতা দেওয়া। চলতি সিরিজে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট শার্দূলকে বুদ্ধি করে ব্যবহার করলে সুফল পাবে। শার্দূলের হাতে সুইং করানোর ক্ষমতা রয়েছে। শুভমান ওর হাতে নতুন বল তুলে দিতেই পারে। ফার্স্ট চেঞ্জ বোলার হিসেবেও সফল হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে শার্দূলের।'

« জোড়া উইকেট নিলেও শার্দূল ঠাকুরকে নিয়ে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি টিম ম্যানেজমেন্টের।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে সারা আলি খান ও আদিত্য রায় কাপুর।

বিদেশিনীকে নিয়ে টিম হোটেলে শিখর

ক্ষিপ্ত রোহিতের প্রশ্ন, আমাকে ঘুমাতে দিবি না?

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : ২০০৬ সালে এক ইংরেজ মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন শিখর ধাওয়ান। তাঁর সেই প্রেমের জ্বালায় একটা সময় বিরক্ত হয়েছিলেন একদা ওপেনিং পার্টনার রোহিত শর্মাও।

> একদিন ডিনারের পর ওই বান্ধবীর হাত ধরে ঘুরছিলাম। আমাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে তৎকালীন সিনিয়ার জাতীয় দলের এক নির্বাচক ছিলেন। তিনি আমাদের দেখে ফেলেন। কিন্তু তারপরেও আমি বান্ধবীর হাত ছাড়িনি। কারণ, আমরা কোনও অপরাধ করিনি।
>
> **শিখর ধাওয়ান**

নিজের আত্মজীবনী 'দ্য ওয়ান ক্রিকেট, মাই লাইফ অ্যান্ড মোর'-এ ১৯ বছর আগের সেই প্রেম নিয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন শিখর। তিনি বলেছেন, '২০০৬ সালে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলাম। সেইসময় এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়। ও খুব সুন্দরী ছিল। আমরা নিজেদের ফোন নম্বর বিনিময় করেছিলাম। পরে দুইজনে কথা বলা শুরু করি। অস্ট্রেলিয়া সফর চলাকালীন আমরা নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ করেছি। পরে ভেবেছিলাম ওকে আমি বিয়ে করব।'

শিখর ধাওয়ানের এহেন প্রেম বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল সতীর্থ রোহিত শর্মার। সেই সফরে 'হিটম্যান' ছিলেন তাঁর রুম পার্টনার। নিজের আত্মজীবনীতে শিখর বলেছেন, 'আমি প্রতিটা ম্যাচের পর ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁকে লুকিয়ে নিজের হোটেল রুমেও নিয়ে আসতাম। ওইসময় আমার রুম পার্টনার ছিল রোহিত শর্মা। ও একবার বিরক্ত হয়ে সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাকে কি ঘুমোতে দেবে?'

শুধু রোহিত নয়, সেইসময় ভারতীয় সিনিয়ার দলের এক নির্বাচকের চোখেও পড়ে যান শিখর। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'একদিন ডিনারের পর ওই বান্ধবীর হাত ধরে ঘুরছিলাম। আমাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে তৎকালীন সিনিয়ার জাতীয় দলের এক নির্বাচক ছিলেন। তিনি আমাদেরকে দেখে ফেলেন। কিন্তু তারপরেও আমি বান্ধবীর হাত ছাড়িনি। কারণ, আমরা কোনও অপরাধ করিনি।'

১১ মহিলাকে ধর্ষণ

অভিযুক্ত ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার

প্রভিডেন্স, ২৭ জুন : ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তার মধ্যেই ক্যারিবিয়ান দলে গায়ানার এক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ সামনে এসেছে। এক-দুইটি নয়, ১১ মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে, যার মধ্যে একজন কিশোরীও রয়েছেন। গায়ানার একটি সংবাদপত্রে এই নিয়ে খবর প্রকাশিত হলেও সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করা হয়নি। যদিও বিভিন্ন সূত্রে ক্রিকেটারটিকে শামার জোসেফ বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। যিনি চলতি ব্রিজটাউন টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়েছেন।

গোটা বিষয়টি সামনে এনেছেন বারবিসের নিউ আমস্টারডামের এক কিশোরীর পরিবার। যাঁদের মেয়ে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারের লালসার স্বীকার হয়েছেন বলে দাবি করে তাঁরা জানিয়েছেন, যৌন নিগ্রহের শিকার কিশোরীটি কিছুদিন আগে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশকর্মীরা উলটে তাঁকেই জেরা করতে শুরু করলে মানসিক চাপে সংজ্ঞা হারান কিশোরীটি। পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গায়ানা পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, তাঁরা অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে।

ঘটনার বিববরণে জানা গিয়েছে, কিশোরীটি ২০২৩ সালের ৩ মার্চ যৌন নিগ্রহের শিকার হন। তার কিছুদিন আগেই সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের বন্ধুত্ব হয়। ঘটনার দিন কিশোরীটিকে তাঁর কর্মস্থল থেকে গাড়িতে তুলে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন গায়ানার ক্রিকেটার। এরপর তাঁরা একটি বাড়িতে যান। সেখানে অনেক লোক থাকায় প্রাথমিকভাবে তাঁর সন্দেহজনক কিছু মনে হয়নি। কিছুক্ষণ পর তাঁকে আলাদা করে দোতলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটান। কিশোরীটির অভিযোগ সামনে আসতেই আরও ১০ মহিলা ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন। তাঁদের দাবি, যথেষ্ট প্রমাণ নিয়ে তাঁরা প্রশাসনের কাছে গেলেও পাত্তা পাননি।

টেস্ট দলের সদস্যের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠার পরও ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সভাপতি কিশোর শ্যালো বলেছেন, 'আমরা কোনও অভিযোগ পাইনি। এই ব্যাপারে কিছু জানা নেই আমাদের। তাই কোনও মন্তব্য করব না।'

সাত গোলে লিগে শুভ মহরত ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৭
(মনোতোষ মাঝি, সায়ন, গুইতে, তন্ময়, জেসিন-২, সুমন)
মেসারার্স-১ (অ্যান্ডি)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুন : মেঘ-বৃষ্টির দোসর লাল-হলুদ ঝড়।

অবিকল এক। শুধু প্রতিপক্ষ আলাদা। গতবার টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ৭-১ গোলে উড়িয়ে কলকাতা ফুটবল লিগে অভিযান শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। এবার মেসারার্সকে গোলবন্যায় ভাসিয়ে প্রিমিয়ারে লাল-হলুদের দৌড় শুরু হল। ব্যবধান একই, ৭-১।

শুক্রবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুর আগে এক পশলা বৃষ্টির দেখা। সেই রেশ ধরেই যেন মাঠে ঝড় তুললেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানলালপেকা গুইতেরা। শুরু থেকেই বল ধরে রেখে আক্রমণে ডানা মেলার চেষ্টায় ছিল ইস্টবেঙ্গল। গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে হয়নি। ২৪ মিনিটে তন্ময় দাস বল বাড়ান গুইতেকে। তাঁর মাইনাস ধরে ঠান্ডা মাথায় গোল করেন মনোতোষ মাঝি। ৩৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল সায়নের। নসিব রহমানের ভাসানো বল মেসারার্স গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে জালে পাঠান তিনি। ৩৮ মিনিটে কোনাকুনি শটে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে পরাস্ত করে তৃতীয় গোল গুইতের। গোটা প্রথমার্ধে মেসারার্সের অনুকূলে সুযোগ একটাই। তা অল্পের জন্য গোল হয়নি। ২০ মিনিটে বক্সের একেবারে সামনে থেকে সুরচন্দ্র সিংয়ের ফ্রি কিক ক্রসবারে প্রতিহত হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে দাপট এতটুকুও কমেনি। বরং পরিবর্ত হিসাবে নেমে জেসিন টিকে একাই যা সুযোগ পেয়েছিলেন তাতে অনায়াসে হ্যাটট্রিক করতে পারতেন। সেখানে তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হল জোড়া গোলেই। ৪৮ মিনিটে তন্ময়ের মাটি ঘেঁষা শট মেসারার্স গোলরক্ষকের ভুলে গোলে ঢুকে যায়। ৬৪ মিনিটের শুরুতেই গোল জেসিনের। মিনিট দুয়েকের ব্যবধানে প্রতিপক্ষের দুই ডিফেন্ডারকে কার্যত মাটি ধরিয়ে ব্যবধান ৬-০ করেন জেসিন। ম্যাচের একেবারে শেষবেলায় দূরপাল্লার শটে মেসারার্স কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন সুমন দে। পালটা ৬৮ মিনিটে গতির বিপরীতে গিয়ে মেসারার্সের একমাত্র গোলটি করেন অ্যান্ডি জাকারি। এর বাইরেও শেষদিকে চাপের মুখে লাল-হলুদের রক্ষণ যেভাবে ভেঙে পড়ল তা নিঃসন্দেহে চিন্তায় রাখবে।

এদিন ইস্টবেঙ্গল ডাগআউটে ছিলেন না বিনো জর্জ। জানা গিয়েছে, প্রো লাইসেন্সিংয়ের জন্য মুম্বই গিয়েছেন তিনি। ডাগআউটে কেন তাদের টিম ম্যানেজার ছিলেন না, তার কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা রয়েছে। এদিকে, লিগ শুরু হতে না হতেই ঝুড়িঝুড়ি অভিযোগ ম্যাচের সম্প্রচার নিয়ে। এমনিতে টেলিভিশন সম্প্রচার নেই। যে অ্যাপে লিগের সম্প্রচার হওয়ার কথা সেখানে এদিন কোনও ম্যাচই দেখা যায়নি। ইস্টবেঙ্গলের খেলা অন্য মাধ্যমে কিছুক্ষণ পর থেকে দেখানো হয়।

ইস্টবেঙ্গল : আদিত্য, জোশেফ, চাকু, মনোতোষ চাকলাদার, সুমন, তন্ময়, নসিব (কৌস্তভ), গুইতে (জেসিন), আমান (রোশল), সায়ন (বিজয়) ও মনোতোষ মাঝি (আজাদ)।

জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস ইস্টবেঙ্গলের জেসিন টিকের। শুক্রবার।

গোলের পর ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে অভিনন্দন ফেডেরিকো ভালভের্দের।

জুভেন্তাসকে ৫ গোল সিটির

ফ্লোরিডা ও ফিলাডেলফিয়া, ২৭ জুন : ক্লাব বিশ্বকাপের নকআউটে ১৬ দল চূড়ান্ত। গ্রুপের শেষ ম্যাচে জিতে শীর্ষে থেকে শেষ ষোলোয় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও রিয়াল মাদ্রিদ। সিটির কাছে হেরেও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র পেল জুভেন্তাস।

বৃহস্পতিবার রাতে জুভেন্তাসকে ৫-২ গোলে হারাল নীল ম্যাঞ্চেস্টার। সিটির ৫ গোলের মধ্যে একটি পিয়েরে কালুলুর আত্মঘাতী। বাকি চারটি গোল করেন জেরেমি ডোকু, আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড, ফিল ফোডেন ও স্যাভিনহো। জুভেন্তাসের হয়ে দুইটি গোল শোধ করেন টেউন

ছন্দে রিয়ালও

কুপমেইনার্স ও ডুসান ভ্লাহোভিচ। এই জয়ের সুবাদে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে পরের রাউন্ডে পৌঁছে গেল সিটি। ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসাবে শেষ ষোলোয় খেলবে জুভেন্তাস। এদিনই ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে কেরিয়ারের ৩০০তম গোল করলেন হাল্যান্ড।

অন্যদিকে, গ্রুপের শেষ ম্যাচে আরবি সলজবার্গকে ৩-০ গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। ৪০ মিনিটে ম্যাচের প্রথম গোল ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের পা থেকে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান বাড়ান ফেডেরিকো ভালভার্দে। ৮৪ মিনিটে শেষ গোলটি গঞ্জালো গার্সিয়ার। জিতে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে নকআউটের ছাড়পত্র পেল রিয়াল। ৫ পয়েন্ট নিয়ে ওই গ্রুপের দ্বিতীয় হয়ে প্রি-কোয়ার্টারে খেলবে আল হিলাল। গ্রুপের শেষ ম্যাচে পাচুকাকে ২-০ গোলে হারাল তারা। অন্যদিকে নিয়মরক্ষার ম্যাচে আল আইন ২-১ গোলে হারাল ওয়েদাদ এসি-কে।

গোল করে উচ্ছ্বসিত ম্যাঞ্চেস্টার সিটির আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

ভক্তের আবেদনে নীরজ ক্লাসিকের টিকিট উপহার

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : 'আমাকে কেউ ২০০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করলে, আমি নীরজ চোপড়া ক্লাসিক প্রতিযোগিতা দেখতে যেতে পারি।'

এক কাতর আবেদন সমাজমাধ্যমে জানিয়েছিলেন নীরজ চোপড়ার ভক্ত তামিলনাড়ুর বাসিন্দা রঞ্জিত। ৫ জুলাই কর্ণাটকে অনুষ্ঠিত হতে চলা 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক' স্টেডিয়ামে বসে দেখার প্রবল ইচ্ছে তাঁর। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় সমাজমাধ্যমে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি।

সেই আবেদন চোখে পড়ে স্বয়ং নীরজ চোপড়ার। ভারতের

তারকা অ্যাথলিট নিজেই এগিয়ে আসেন রঞ্জিতের স্বপ্ন পূরণ করতে। কিছুক্ষণের মধ্যে নীরজ সমাজমাধ্যমে রঞ্জিতকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, 'রঞ্জিত, তোমার জন্য ভিভিআইপি টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। তোমার খেলা দেখতে আসার সমস্ত খরচ আমি দেব। রাডিসন হোটেলে তোমার থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমার থেকে ৯০ মিটার দূরে থাকবে তুমি। খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে।'

নীরজের এই কর্মকাণ্ডে প্রশংসার ঝড় উঠেছে নেটদুনিয়ায়। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় তারকা নিজেও ভালো ছন্দে রয়েছেন। দোহা ডায়মন্ড লিগে ৯০ মিটার দূরত্ব ক্রস করেছিলেন। পরে প্যারিস ডায়মন্ড লিগ ও অস্ট্রাভা গোল্ডেন স্পাইক মিটে সোনা জিতেছেন তিনি।

আজ বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ফাইনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুন : বর্ষা চলছে। কলকাতায় বৃষ্টিও চলছে। আর তার মধ্যেই চলছে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ।

আগামীর ক্রিকেট প্রতিভা তুলে আনার লক্ষ্যে গত বছর থেকে চালু হওয়া প্রতিযোগিতার ফাইনাল আগামীকাল। আর সেই বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ফাইনালের আসরে চমক হিসেবে থাকছে লেসার শো ও আতশবাজির প্রদর্শনী। আজ বিকেলে দমদম বিমানবন্দরের কাছে একটি হোটেলের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি বলেছেন, 'বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তার মধ্যেও আমরা সফলভাবে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ম্যাচ করেছি। আগামীকাল ফাইনাল। আর ফাইনালের মঞ্চে লেসার শো ও আতশবাজির প্রদর্শনী থাকছে।' ১১ জুন শুরু হওয়া প্রতিযোগিতার কাল ফাইনাল। আর সেই ফাইনালের মঞ্চে বাংলা ক্রিকেটের প্রতিভা নিয়ে সিএবি সভাপতি বলেছেন, 'বাংলায় প্রতিভা রয়েছে। আর সেই প্রতিভা তুলে আনার জন্যই আমাদের এই প্রতিযোগিতা। আইপিএলও একদিনে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেনি। সময় লেগেছে। বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগও আরও কয়েক বছরের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যাবে।'

২০২৭ সাল পর্যন্ত আল নাসেরে চুক্তি করার পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

নতুন চুক্তি রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ২৭ জুন : বছরে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা। দিনপিছু অঙ্কটা সাড়ে ৫ কোটির আশপাশে। আল নাসেরের নতুন চুক্তি থেকে এই বিশাল অঙ্কের অর্থই হাতে পাবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

বৃহস্পতিবার আল নাসেরের সঙ্গে নতুন করে দুই বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন সিআর সেভেন। জানা গিয়েছে, এই চুক্তি অনুযায়ী প্রতি বছর ১৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড পারিশ্রমিক পাবেন তিনি। এখানেই শেষ নয়। বোনাস হিসেবে তিনি পাবেন ২৮৮ কোটি টাকা। যা দ্বিতীয় বছরে আরও বাড়বে। পুরোনো চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নাসেরের জার্সিতে শেষ যে ম্যাচ খেলার পর সমাজমাধ্যমে রোনাল্ডো লিখেছিলেন, 'একটা অধ্যায় শেষ হল।' এদিন সেই রেশ ধরেই এদিন নতুন চুক্তির কথা ঘোষণা করে আল নাসেরের পোস্টে লেখা হয়েছে, 'কাহিনী চলবে।' সিআর সেভেন নিজেও সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। একই আবেগ, একই স্বপ্ন। একইসঙ্গে ইতিহাস তৈরি হবে।'

উত্তরপ্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক রিঙ্কু!

লখনউ, ২৭ জুন : তিনি নবম পাশ। ক্রিকেটের টানে এবং পারিবারিক নানা সমস্যার কারণে পড়াশোনা বেশি দূর করতে পারেননি রিঙ্কু সিং। কলকাতা নাইট রাইডার্স ও ভারতীয় টি২০ দলের এহেন তারকাকে আজ চমকপ্রদভাবে উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের চাকরি দেওয়া হল। যোগি রাজ্যের তরফে রিঙ্কুকে এমন চমকপ্রদ সম্মান দেওয়া হয়েছে। যার পর প্রশ্ন উঠেছে, হতে পারে রিঙ্কু তারকা ক্রিকেটার। কিন্তু শিক্ষা আধিকারিকের চাকরি পাওয়ার জন্য সরকারি স্তরে নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতামান রয়েছে। রিঙ্কু সেই যোগ্যতামান পার করতে পারবেন না চেষ্টা করলেও। তাই কীভাবে রিঙ্কু এই চাকরি পেলেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সরকারি স্তরে বিষয়টি নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, রিঙ্কুর দায়িত্ব হল তাঁর রাজ্যের জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলির উন্নয়ন করা।

শুভেচ্ছা
জন্মদিন

☺ আরাত্রিকা (রাইকা) ঃ- তোমার ২য় শুভ জন্মদিনে রইল অনেক আশীর্বাদ ও ভালোবাসা। -পাপা, মাম্মা, ঠাম্মি, দাদাই, দাদা ভাই, দিনদা, সোনা। পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

এজবাস্টনে গিলদের রুদ্ধদ্বার অনুশীলন

বল করলেন না বুমরাহ-প্রসিধ ■ নজর কাড়লেন অর্শদীপ-কুলদীপ

বার্মিংহাম, ২৭ জুন : স্বপ্নের শুরু। আর শুরুতেই স্বপ্নভঙ্গ!

হেডিংলে টেস্টে শুভমান গিলের ভারতের শুরুটা দারুণ হয়েছিল। শুরুর ছন্দ দ্রুত তলিয়ে গিয়েছে অতল গহ্বরে। জয়ের মঞ্চ তৈরির পরও পাঁচ উইকেটে ম্যাচ হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। পিছিয়ে পড়েছে সিরিজে।

লিডসে টিম ইন্ডিয়ার 'অবাক' হারের পর ক্রিকেট দুনিয়ার নজর এখন বার্মিংহামে। এজবাস্টনের মাঠে ২ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে আজ এজবাস্টনের মাঠে অনুশীলন শুরু করল টিম ইন্ডিয়া। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার সেই অনুশীলন ছিল রুদ্ধদ্বার। যেখানে ক্রিকেটপ্রেমীদের পাশে প্রবেশের অনুমতি ছিল না দলের সঙ্গে সফররত ভারতীয় সংবাদমাধ্যমেরও।

নতুন পরীক্ষার আগে প্রস্তুতিতে চলেছেন অধিনায়ক শুভমান গিল। শুক্রবার।

প্রথম টেস্টে হারের পর ভারতীয় দলের কম্বিনেশনে পরিবর্তন নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে। যার মূল আকর্ষণ, জসপ্রীত বুমরাহ কি খেলবেন সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে? এজবাস্টন টেস্টে বুমরাহর খেলার সম্ভাবনা কম, এমন প্রতিবেদন শুক্রবারই প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ। বাস্তবে সেই সম্ভাবনার প্রতিফলন আজ দেখা গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার রুদ্ধদ্বার অনুশীলনে। যেখানে জসপ্রীত হাজির হয়ে ফিল্ডিং অনুশীলন করলেও নেটে বোলিং করেননি। বরং কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমানের সঙ্গে তাঁকে দীর্ঘসময় মাঠের পাশে আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধন অজিত আগরকারও রয়েছেন দলের সঙ্গেই। তিনিও আলাদা করে বুমরাহর সঙ্গে আজ কথা বলেছেন। মনে করা হচ্ছে, এজবাস্টন টেস্টে বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যত চূড়ান্ত করে ফেলেছেন বুমরাহ।

এক বুমরাহ নন। আজ ভারতীয় অনুশীলন হাজির থাকার পর বল করতে দেখা যায়নি প্রসিধ কৃষ্ণাকেও। তিনিও বুমরাহর মতোই শুধু ফিল্ডিং অনুশীলন করেছেন। বুমরাহ-প্রসিধদের বোলিং না করার দিন টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে বল হাতে নজর কেড়েছেন বাঁহাতি জোরে বোলার অর্শদীপ সিং। বার্মিংহামে ভারতীয় দলের অন্দরমহল থেকে যে তথ্য সামনে আসছে, সেটা হল অর্শদীপ এজবাস্টন টেস্টে খেলছেন। সম্ভবত রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবও ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে থাকবেন। তিনিও আজ ভারতীয় দলের নেটে দীর্ঘসময় বোলিং করেছেন। দলের প্রথম সারির ব্যাটারদের বারবার বিব্রতও করেছেন। দলের অধিনায়ক, কোচ এবং জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারকে কুলদীপের সঙ্গে অনুশীলনের মাঝে আলোচনা করতেও দেখা গিয়েছে আজ।

রবীন্দ্র জাদেজাও হেডিংলে টেস্টে হতাশ করেছেন। আজ তাঁর অনুশীলনের দিকেও বিশেষ নজর ছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। অভিজ্ঞ জাড্ডুর প্রথম টেস্টের ব্যর্থতা নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। স্যর জাদেজা নিজের ভুল দ্রুত শুধরে নিতে মরিয়া। শেষ পর্যন্ত জাদেজা ছন্দ পাবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে বলা যেতেই পারে বুমরাহর অনুপস্থিতিতে দুই স্পিনারে এজবাস্টন টেস্টে খেলার মানসিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন গম্ভীর-শুভমানরা। ভারতীয় সময় রাতের দিকে বার্মিংহাম থেকে টিম ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ সূত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানিয়েছে, 'এখনই হয়তো সবকিছু চূড়ান্ত হয়নি। কিন্তু হেডিংলে টেস্টের প্রথম একাদশে বিস্তর পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।'

সিরিজের প্রথম টেস্টে বুমরাহর পাশে বল হাতে একেবারেই ছন্দে ছিলেন না মহম্মদ সিরাজও। আজ ভারতীয় দলের নেটে বুমরাহ-প্রসিধরা বোলিং না করলেও সিরাজ বল করেছেন। শুধু বল করাই নয়, নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিং করতেও দেখা গিয়েছে সিরাজকে। যার ফলে মনে করা হচ্ছে, এজবাস্টনে সিরাজের সঙ্গে নতুন বল হাতে তুলে নেবেন অর্শদীপ। সঙ্গে দুই স্পিনারে বোলিং আক্রমণ সাজাতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। হেডিংলের মতোই পিচ এজবাস্টনে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যেখানে উইকেট শুরুর দিকে ব্যাটিং সহায়ক হলেও পরের দিকে স্পিনাররা সাহায্য পেতে পারেন।

আসলে বিলেতের গ্রীষ্মে এবার বৃষ্টি কম হওয়ার পাশে তাপমাত্রাও বাড়ছে। আর দলের কম্বিনেশন নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের উত্তাপও বেড়েই চলেছে।

নেট প্র্যাকটিসে যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ, নীতীশ কুমার রেড্ডিরা। শুক্রবার।

কুলদীপকে নিয়ে পরামর্শ ক্লার্কের

লন্ডন, ২৭ জুন : প্রথম টেস্ট হারের ক্ষত ভোলেননি শুভমানরা। তার ওপর রক্তচাপ বাড়িয়ে ইংল্যান্ড দলে ফিরেছেন জোফ্রা আর্চার।

আর্চারের অন্তর্ভুক্তিতে ইংরেজ শিবিরের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে। এজবাস্টন টেস্টে তাঁকে সামলানোটাই চ্যালেঞ্জ শুভমানদের সামনে। তবে এখনই আর্চারকে দলে রাখা নিয়ে সহমত নন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের হুসেন। তিনি বলেছেন, 'দীর্ঘদিন পরে চোট সারিয়ে জোফ্রা আর্চার জাতীয় দলে ফিরেছে। এটা খুব ভালো খবর। তবে আমার মনে হয়, ওকে এজবাস্টন টেস্টে খেলানোটা ঝুঁকির হয়ে যাবে। কারণ চার বছর পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ফিরে একটা ম্যাচ খেলেছে আর্চার। মাত্র ১৮ ওভার বল করেছে। তাই ওকে নিয়ে এখনই তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়।'

দ্বিতীয় টেস্টে আর্চারকে খেলানো ঝুঁকির : নাসের

> ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও একটি ম্যাচ দেখে আর্চারকে লন্ডন টেস্টে দলে রাখা যেত। ওকে নিয়ে যখন চার বছর অপেক্ষা করেছি, তখন আরও একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করাই যেত। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড আরও একটা জিনিস করতে পারে। এজবাস্টন টেস্টে ওকে বেছে বেছে কিছু ওভার বল করিয়ে দেখে নিতে পারে। ফাস্ট বোলিং সবসময় কঠিন। বাকি চারটি টেস্টের অন্তত দুইটিতে আর্চার খেলবে কি না সেটাই এখন দেখার।
>
> **নাসের হুসেন**

আর্চার প্রসঙ্গে নাসের আরও বলেছেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও একটি ম্যাচ দেখে আর্চারকে লন্ডন টেস্টে দলে রাখা যেত। ওকে নিয়ে যখন চার বছর অপেক্ষা করেছি, তখন আরও একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করাই যেত। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড আরও একটা জিনিস করতে পারে। এজবাস্টন টেস্টে ওকে বেছে বেছে কিছু ওভার বল করিয়ে দেখে নিতে পারে। ফাস্ট বোলিং সবসময় কঠিন। বাকি চারটি টেস্টের অন্তত দুটিতে আর্চার খেলবে কি না সেটাই এখন দেখার।'

আর্চার ইস্যুতে মুখ খুলেছেন ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টর রব কি। বলেছেন, 'জোফ্রা একজন প্রতিভাবান বোলার। ওকে দীর্ঘদিন পরে টেস্ট দলে দেখে ভালো লাগছে। এই মুহূর্তে আর্চার পুরো ফিট রয়েছে। সেইজন্য দলে নেওয়া হয়েছে।' আর্চার দলে ফিরে আসায় উত্তেজিত আরেক ইংরেজ পেসার মার্ক উড।

অনুশীলনের পথে কুলদীপ যাদব। শুক্রবার বার্মিংহামে।

অন্যদিকে, এজবাস্টন টেস্টে কুলদীপকে ফেরানোর পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। হেডিংলে টেস্টে বুমরাহ ছাড়া বাকি ভারতীয় বোলাররা অত্যন্ত সাদামাঠা বল করেছেন। এই পরিস্থিতিতে কুলদীপই ভারতের তুরুপের তাস হতে পারেন বলে ধারণা অজি তারকার। তিনি বলেছেন, 'ভারতের উচিত এজবাস্টনে কুলদীপকে খেলানো। এটা নিয়ে কোনও আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ কুলদীপ সবসময় উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'ভারত সবসময় ব্যাটিং গভীরতাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। সেই কারণে স্পিনার ছাড়া দল নামানোর ঝুঁকি নিতে পারে। কিন্তু টেস্ট জিততে গেলে ভারতকে ২০টি উইকেট পেতেই হবে।'

DURAND CUP
SINCE 1888

দল টানতে পুরস্কার অর্থ বাড়ানোর ভাবনা ডুরান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুন : এক মাস ধরে হওয়ার কথা ডুরান্ড কাপ। কিন্তু সেই টুর্নামেন্টই এখন প্রশ্নের মুখে। আদৌ কি হবে শতাব্দীপ্রাচীন ডুরান্ড?

আয়োজকদের দাবি, হচ্ছেই। প্রশ্নটা হল কিন্তু কীভাবে? আর ৬টা ভেনুতে এক মাস ধরে টুর্নামেন্ট চালাতে গেলে প্রথম প্রয়োজন আইএসএলের সব দলের সঙ্গে আই লিগ, এদেশের সামরিক বাহিনী ও বিদেশি এক কী দুইটি দল। কিন্তু কুমিরের ছানা খেয়ে ফেলার মতো, ক্রমশই খসে পড়ছে এক একটা দল। আগে দল কম থাকায় বছরে ২৭ ম্যাচ খেলতেই হবে বলে ক্লাবগুলি ডুরান্ডে খেলত। কিন্তু এখন আইএসএলে দল বেড়ে যাওয়ায় সেই সমস্যা আর নেই বলেই আগ্রহ হারাচ্ছে ক্লাবেরা।

কেরালা ব্লাস্টার্স খেলার জন্য চুক্তিতে সই করেও বৃহস্পতিবার চিঠি দিয়ে ডুরান্ডে না খেলার কথা জানিয়েছে। এর আগে আইএসএল, আই লিগ মিলিয়ে একাধিক দল নাম প্রত্যাহার করায় এতটাই বিপদে পড়েছে আয়োজকরা যে টুর্নামেন্টের পুরস্কারমূল্য বাড়ানোর ভাবনাচিন্তাও শুরু হয়েছে। বিজয়ী দল গত মরশুমে পায় ৬০ লক্ষ টাকা। টুর্নামেন্টের মোট পুরস্কার অর্থ এক কোটি। বিজয়ী দলকেই এখন এক কোটি টাকা দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। হয়তো রানার্সের টাকাও বাড়বে। তবে সবটাই এখনও আলোচনার স্তরে। ক্লাবগুলিকে টুর্নামেন্টে টানতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

জয়ের পথে শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ২৭ জুন : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের কাছে শ্রীলঙ্কা। শুক্রবার দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের স্কোর ১১৫/৬। ইনিংস হার বাঁচাতে তাদের প্রয়োজন আরও ৯৬ রান।

নাজমুল হোসেন শান্তকে আউট করে উচ্ছ্বাস ধনঞ্জয় ডি সিলভার।

এদিন দিনের শুরুতে কুশল মেন্ডিসের লড়াকু ৮৪ রান এবং পরের দিকে বাংলাদেশের ব্যাটিং বিপর্যয়- এই দুইয়ের মিলিত ফলে টেস্ট সহ সিরিজ হারের মুখে বাংলাদেশ। অথচ তৃতীয় দিনের শুরুটা ভালোই করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম এক ঘণ্টায় তারা ফেলে দেয় শ্রীলঙ্কার ৩ উইকেট। পাথুম নিসাঙ্কা গতকালের ১৪৬ রানের পর এদিন মাত্র ১২ রান যোগ করে ফেরেন। পরের দিকে তাইজুল ইসলামদের (১৩১/৫) প্রচেষ্টায় জল ঢালেন কামিন্দু মেন্ডিস (৩৩) ও কুশল মেন্ডিস (৮৪)। ষষ্ঠ উইকেটে তাঁরা ৪৯ রান জোড়েন। এরপর সপ্তম, অষ্টম ও নবম উইকেট জুটিতে মোট ৭৫ রান জোড়ে শ্রীলঙ্কা। যা বাংলাদেশের কাজ আরও কঠিন করে দেয়। বোলিংয়ে দুইটি উইকেট পেয়েছেন প্রভাত জয়সূর্য ও ধনঞ্জয় ডি সিলভা।

রথের দড়িতে পড়ল টান। কলকাতার দমদম বিমানবন্দরের কাছে শুক্রবার বিকেলে এক হোটেলের উদ্বোধনে হাজির হয়ে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও জ্যোতির্ময়ী শিকদার রথ টানলেন। ছবি : অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্লেয়ার্সকে আটকাল রায়

ময়নাগুড়ি, ২৭ জুন : সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিটের ফুটবলে শুক্রবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে রায় কোচিং সেন্টারের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ম্যাচের সেরা প্লেয়ার্সের মনোজ বর্মন। শনিবার ভুজারিপাড়া মাঠে খেলবে রায় ফুটবল অ্যাকাডেমি ও মা কানিরঘাট এফসিসি।

দাবায় সেরা ইশান্ত, সঞ্চারী

বালুরঘাট, ২৭ জুন : বালুরঘাট হাইস্কুলে আয়োজিত জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের জেলা পর্যায়ের দাবায় অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় ইশান্ত সেন। একই বয়স বিভাগে মেয়েদের সেরা সঞ্চারী ঘোষ। এছাড়াও ছেলেদের বিভিন্ন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন - অরিজিৎ সরকার (অনূর্ধ্ব-১৪) ও সৃজিত পাল (অনূর্ধ্ব-১৭)। মেয়েদের বিভাগে সেরা রিতাজা সরকার (অনূর্ধ্ব-১৪) ও রচনা সরকার (অনূর্ধ্ব-১৭)। উদ্যোক্তা সংস্থার জেলা সচিব শুভজিৎকুমার মিশ্র জানিয়েছেন, বিজয়ীরা রাজ্য স্তরে খেলার সুযোগ পাবে। জেলার ৩৩টি স্কুলের ১০৪ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল।

বালুরঘাট হাইস্কুলে সফল দাবাড়ুদের সঙ্গে কর্মকর্তারা। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

ফাইনালে উইনার্স কোচিং সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং সেন্টার ফুটবলে দুই বিভাগে ফাইনালে উঠল আয়োজকরা। বিনয়ভূষণ দাস, রেবতীরমন মিত্র ও পদ্মরানি বসু ট্রফি অনূর্ধ্ব-১০ ছেলে ও মেয়েদের যৌথ ফুটবলে শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে উইনার্স ৩-০ গোলে পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। এনআরআই ইনস্টিটিউট মাঠে জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা আদিত্য সাহা। অন্যটি আশিস বাড়ুইয়ের। অন্যদিকে সন্তোষকুমার সরকার, অনুজ ভৌমিক ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের বিভাগে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে উইনার্স ৭-০ গোলে বাগডোগরার জেপিএফসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা মহম্মদ রোহন হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করে। জোড়া গোল রাজদীপ রায়ের। অন্যটি দিলশান আহমেদের। উইনার্স ক্লাবের সভাপতি বিপ্লব খাসনবীশ জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১০ বিভাগের ফাইনাল রবিবার হবে।

দাপুটে জয় বৈভবদের

হোভ, ২৭ জুন : ইংল্যান্ডেও ব্যাট হাতে তাণ্ডব জারি বৈভব সূর্যবংশীর। অনূর্ধ্ব-১৯ ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে একদিবসীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে তাঁর ১৯ বলে ৪৮ রানের সুবাদে দাপটে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলও। ৫০ ওভারের ম্যাচে তারা ৪ উইকেট হারিয়ে টার্গেটে পৌঁছে যায় ২৪ ওভারে। বৈভবের ৫ ছক্কা ও ৩ বাউন্ডারিতে সাজানো ইনিংসের আগেই ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন বোলাররা। ৪২.২ ওভারে তারা অনূর্ধ্ব-১৯ ইংল্যান্ড দলকে ১৭৪ রানে অল আউট করে। আয়ুষ মাত্রে ২১ রানে আউট হন।

হেডের ৬১

ব্রিজটাউন, ২৭ জুন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসের ফলে পিছিয়ে পড়েও লড়াইয়ের ময়দান ছাড়েনি অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ইনিংসে গতকালের ৯২/৪ থেকে শুরু করে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তারা ৫ উইকেটে ১৯৩ রানে পৌঁছে গিয়েছে। ৬১ রান করে আউট হয়েছেন ট্রাভিস হেড। ক্রিজে বিউ ওয়েবস্টার (৫৯) ও অ্যালেক্স ক্যারি (১০)। শামার জোসেফ ২ উইকেট নিয়েছেন। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ১৮০ রানে অল আউট হয়। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংস শেষ করে ১৯০ রানে।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে নন্দঝাড় উচ্চবিদ্যালয়। ছবি : রাহুল দেব

চ্যাম্পিয়ন নন্দঝাড় উচ্চবিদ্যালয়

রায়গঞ্জ, ২৭ জুন : উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহিলা ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল নন্দঝাড় উচ্চবিদ্যালয়। শুক্রবার তারা ১-০ গোলে ডাঙাপাড়া আদিবাসী মহিলা ফুটবল দলকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে একমাত্র গোল করেন দিয়া বিশ্বাস। ফাইনালের সেরা ফুটবলার সুস্মিতা সিংহ। সর্বোচ্চ গোলস্কোরারের শিরোপা পেয়েছেন দিয়া। প্রতিযোগিতার সেরা ডাঙাপাড়ার প্রীতিকা বর্মন।

দ্বিতীয় স্থানে অঙ্কিত

জলপাইগুড়ি, ২৭ জুন : জেলা দাবা সংস্থার পরিচালনায় এবং সারা বাংলা দাবা সংস্থার তত্ত্বাবধানে চলছে চারদিন ব্যাপী অনূর্ধ্ব-১৫ রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় দিনের শেষে ওপেন গ্রুপে শীর্ষে দার্জিলিংয়ের রিয়ান গেলেক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে অঙ্কিত দাস এবং আরোহণ দে। মেয়েদের শীর্ষে দক্ষা রুদ্র। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অদৃজা দাস ও আয়ুশ্রী সরকার।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা ভোলানাথ ঘোষ - কে 07.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 85C 19871 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সর্বপ্রথম ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করতে চাই। টিকিট মূল্য খুবই সাশ্রয়ী ছিল এবং এটি আমার মতো অনেক সাধারণ মানুষের জীবনে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এখন আমি আমার পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে এবং আমার ভবিষ্যতকে খুব সুন্দরভাবে সুরক্ষিত করতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।